ঠেঙ্গাপ্যাথিক

ভুঁইফোড় ডাক্তার

নাটক।

যোঽন্যথা সন্তমাত্মানমন্যথা প্রতিপদ্যতে।
কিংতেন ন কৃতং পাপং চৌরেণাত্মাপহারিণা॥

যে ব্যক্তি এক প্রকার হইয়া আপনাকে অন্য প্রকার জানায়,
সেই আত্মাপহারী চৌর কর্ত্তৃক কি পাপ না কৃত হয়।

শ্রীযুক্ত "আমি" কর্ত্তৃক।
রচিত।

কলিকাতা,
২১০।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ ভিক্টোরিয়া প্রেসে
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৩।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

ভুঁইফোড়	হাতুড়ে ডাক্তার।
তপস্বিরাম	কম্পাউণ্ডর।
চালাক্‌দাস, বক্কেশ্বর	ডাক্তারের বয়স্য (এয়ার)
হরিহর ভট্টাচার্য্য	ডাক্তারের গ্রমাস্থ ব্রাহ্মণ।
যশোধর তর্ক বৃহস্পতি	আর্য্যধর্ম্ম মর্ম্মবিস্তারিণী সভার পাঠক।
হরিদাস	ঐ সভার সম্পাদক।
হংসেশ্বর, ধর্ম্মবাতুল, হাঁটনদাস, নূতন চাঁদ, জানকী নাথ,	ঐ সভার সভ্য।
দলপতি	গ্রামস্থ প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
অগ্নি শর্ম্মা	গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ।
বিদ্যাপতি	গ্রহবিপ্র।
গিরিধর	ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষী যুবক।
টেঁপু	গিরিধরের আত্মীয়।
নিরক্ষর	গ্রামস্থ মণ্ডল।
মস্তরাম চৌধুরী	ঐ মণ্ডলের পুত্র।
বিপিন, ঘনশ্যাম, ধীরচাঁদ, হরিসুন্দর, হেমেন্দ্র, রামহরি,	গ্রামস্থ যুবকগণ।

প্রহ্লাদ, মুদী। সওদাগর, শাল বিক্রেতা। জমাদার, পোলিসের হেড কনেষ্টবল। ধকলসিং, আলালদ্দিন, কনেষ্টবল দ্বয়। কাঙ্গালী দলপতির প্রতিবাসী কৈবর্ত্ত।

স্ত্রী।

ভাগ্যবতী	ডাক্তারের মাতা।
সুলোচনা	ডাক্তারের পত্নী।
রণকালী	দলপতির তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।
শরৎ	নাপিত কন্যা।
পাঁচী।	রজক কন্যা।

ঠেঙ্গাপাথী।

ভুঁইফোঁড় ডাক্তার।

প্রথমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত।

হরপার্ব্বতী উপবিষ্ট, জয়া বিজয়া, নন্দী ভৃঙ্গি দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

যম। (প্রবেশ পূর্ব্বক প্রণাম)।

মহাদেব। এসো এসো ধর্ম্মরাজ এসো, মঙ্গল তো সমস্ত ?

যম। মঙ্গলময়ের শ্রীপাদপদ্ম দর্শনেই দাসের সমস্ত মঙ্গল। তবে দেবর্ষি নারদের মুখে একটী অমঙ্গল সংবাদ শুনেই দাস সভয়ে প্রভুর শ্রীপদতলে উপস্থিত হয়েছে।

মহাদেব। (ঈষদ্ধাস্যে) যখন সর্ব্বমঙ্গলা ভগবতী তোমার প্রতি অনুকূল—ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তোমার সহায়, তখন তোমার অমঙ্গলই বা কি আর ভয়ই বা কি ?

যম। ভগবন্! প্রভুর শ্রীচরণ প্রসাদে দাস, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, হুতাশন প্রভৃতি কারেও ভয় করেনা; কেবল একমাত্র প্রভুর কোপ দৃষ্টিকেই ভয় করে।

মহাদেব। কৈ তুমিতো আমার নিকট কোন অপরাধ কর নাই, তবে আর কোপ দৃষ্টির ভয় কি ?

যম। ভগবন্! দেবর্ষি নারদের মুখে শুন্‌লেম যে প্রভু কৃপা কোরে দাসকে যে রাজ্যে অভিষিক্ত কোরেছেন, সেই রাজ্যের প্রজার প্রতি দণ্ডদানের ক্ষমতা যাতে দাসের না থাকে এবং যাতে সেই রাজ্য প্রজাশূন্য হয়, তারই ব্যবস্থা স্বরূপ "আয়ুর্ব্বেদ" নামে একখানি নূতন বেদ লিখছেন।

মহা। (সহাস্যে) নারদের স্বভাব তো তোমরা জান, লোককে ভয় দেখিয়ে, লোকের সঙ্গে বিবাদ লাগিয়ে দিয়ে তামাসা দেখে বেড়ানই তার কাজ। আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে রোগ দমনেরই ব্যবস্থা হোয়েছে। লোকে রোগ যন্ত্রণায় এবং অকাল মৃত্যু জন্য শোকে ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করে, তাই দেখে যাতে আর অকাল মৃত্যু না হয় এবং যাতে অধিক কাল রোগ যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, তারই ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা ও শরীরপালনের নিয়মাদি লিখিত হোয়েছে। তাতে তোমার ভয় কি ?

যম। ভগবন্! যদি রোগ হোলেই লোকে ঔষধ সেবন কোরে আরোগ্য লাভ করে, তা হোলেই সকলে অমর হলো আমার রাজ্যেতো আর কেউ আস্‌বে না ?

মহা। ওহে! অকালে কাহার মৃত্যু হবে না বটে কিন্তু কাল পূর্ণ হোলেই সকলকে পৃথিবী ছাড়তে হবে। আর সে কালেরও একটী নিয়ম আছে। যথা ?—

নরা গজা বিশে-শয়,
তার অর্দ্ধেক ঘোড়ার হয়,
বাইশ বল্‌দা তের ছাগ্‌লা
তাই শুনে বরা পাগ্‌লা।

মনুষ্যের একশত বিশ বৎসর পরমায়ু স্থির হোয়েছে, এই কাল পূর্ণ হলেই পৃথিবী ছাড়তে হবে,. তারতো আর সন্দেহ নাই।

যম। দয়াময়! তা হোলেই তো আমার রাজ্য লোপ হলো? লোকে যদি নিশ্চয় জান্‌লে যে একশত বিশ বৎসর বাঁচবে, তা হলে ক্রমাগত একশত বৎসর কাল গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি নানাবিধ পাপাচরণ করতঃ শেষে বিশ বৎসর সাধন ভজন কোরে, কেউ বিষ্ণু-লোকে, কেউ ব্রহ্মলোকে, কেউ ধ্রুবলোকে চলে যাবে, আমার রাজ্যেতো আর কেউ আস্‌বে না। (মাতায় হাত দিয়া উপবেশন)।

মহাদেব। ওহে যম! অধৈর্য্য হইওনা, চিন্তা করোনা রোদন সম্বরণ কর; আমি তোমাকে বর প্রদান করছি। কলিকালে মনুষ্য সকল বিলাস প্রিয়—স্বেচ্ছাচারী-অহঙ্কারী নাস্তিক হবে। হিন্দুশাস্ত্রে, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতিতে আস্থা থাকিবে না। সিদ্ধজল খৈ বাতাসা খেয়ে শুকিয়ে থাকতে তাদের প্রবৃত্তি হবে না। য়্যালোপেথি, হোমিওপ্যাথি, হাইড্রোপেথি, ঠেঙ্গাপেথী প্রভৃতি নূতন নূতন মত সকল প্রকাশ হবে। শীতলজল ফল মূল দুধ সাগু মদ মাংস মৎ-স্যের ঝোল পথ্য পাবার লোভে সকলেই সেই দিকে ঢলে পড়বে। জ্বর সত্বে মদ্য মাংস খেলে প্লীহা যকৃত উদরী উদর ভঙ্গ হোয়ে অচিরেই তোমার রাজ্য উপস্থিত হবে। তদ্ভিন্ন মেলেরিয়া জ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, ফুলাজ্বর প্রভৃতি নূতন নূতন রোগ উৎপন্ন হবে এবং না পড়ে পণ্ডিত, হাতুড়ে, থোঁটা-

মুগুরে, ভুঁইফোড়, ইত্যাদি চিকিৎসক সকল জন্মগ্রহণ কোরে তোমার দৌত্য কার্য্য কোরবে। দেশকে দেশ, গ্রামকে গ্রাম, পল্লিকে পল্লি, পরিবারকে পরিবার সাবাড় কোরে তোমার রাজ্যে পাঠাবে। তৎকালে তোমার রাজ্য খুব বিস্তার এবং নরক গুলজার হবে।

যম। "কৃতার্থোহং" কৃতার্থ হোলেম, এক্ষণে বিদায় হই। (প্রণাম)

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ঠেঙ্গাপেথি ডিস্পেন্সরী।

ভুঁইফোড় ডাক্তার, তপস্বীরাম কম্পাউণ্ডার, বক্কেশ্বর, চালাক দাস উপস্থিত।

ভুঁইফোড়। (হ্যাট্ কোট্ পেন্টলুন পরিধান পূর্ব্বক চেয়ারে বসিয়া টেবিলে পা লম্বা করিয়া চুরট টানিতে টানিতে) এদেশের লোকে আজও আমাকে চিন্তে পাল্লে না, আমার মর্য্যাদা জান্‌লে না, আমার ভেলিউ বুঝ্‌লে না, আমাকে ডাক্‌তে না ডাক্‌তে আমি যার বাড়ীতে বিনা ভিজিটে দিনে তিনবার চেরিটী দেখে আসি, সে কি না আমাকে ছেড়ে টাকা দিয়ে অন্য ডাক্তার আন্‌তে লাগ্‌লো। কি বিশ্বাস ঘাতকতা! কি মূর্খতা! কি নেমখারামী দেখ দেখি। (উচ্চৈস্বরে) ওরে তপস্বী! একবার গুড়ক দে ত।

বক্কেশ্বর। তাই বটে মশাই। যাদের টাকা আছে তারা যেন বড় বড় ডাক্তারদের গোলাম। ছেলে পীলের একটু মাথা ধোল্লেই দৌড়ে বড় ডাক্তার আন্‌তে যায়।

চালাক দাস। তাদের টাকার কুট্‌কুটুনি বেশী, তা নইলে (ভুঁই ফোড়ের দিকে দৃষ্টি করিয়া) এমন উপযুক্ত ডাক্তরকে বিনা পয়সায় পেলেও কি কেউ ছাড়ে। বলাই গুহক পল্লিতে আর রজক পাড়াতে আমি, এঁর কেমন পসার কোরে দিয়েছি। আমাদের বাড়ীতে তো ইনি ভিন্ন আর কারেও ঢুক্‌তে হয় না।

ভুঁই। মাইডিয়ার! তোমার মতন আমার দুই চারি জন প্রিয় বন্ধু লোক থাক্‌লে কি ভাবনা ছিল? আমি তা হোলে কালা গোরা সব ডক্টারকে এদেশ থেকে তাড়াতেম। বলাই আমার বুজুম ফ্রেণ্ড, সে হাটে বাজারে সর্ব্বত্রেই আমার পশারের চেষ্টা কোরে বেড়ায়।

বক্কেশ্বর। ডাক্তর মশাই। আমিও আপনার জোগাড় কম্ করিনে? আমরা পাড়ায় পাড়ায় আপনার কত প্রশংসা কোরে থাকি, যাতে অন্য ডাক্তারকে কেউ না আনে তার চেষ্টা করি কিন্তু বলবো কি মশাই, অনেকেই বলে উনিতো ডাক্তর নয়,—একজন সামান্য কম্পাউণ্ডার। আমরা তাদের সঙ্গে ঝগড়া কোরে মরি।

চালাক। সুধু কম্পাউণ্ডার বোল্লেও তো কথা থাক্‌তো। বলে কিঃ—লেখা পড়া কিছু জানে না, একজন ডাক্তারের ডিস্পেন্সরীতে খানসামা গিরি কাজে ঢুকে তামাক্ সাজতে সাজতে ওষুদ কুটতে কুটতে ডাক্তার হোয়ে পড়েছে।

ভুঁই। (হাস্য পূর্ব্বক) বিপক্ষ লোকে কত কথাই বলে। ওসব আমি ডন্টকেয়ার করি। "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে" ওসব কথা কেয়ার কোরনা হেঁসে উড়িয়ে দিও। আমি সামান্য মনুষ্য নই যে ছোট ছোট কথা আমার গায়ে লাগ্‌বে, আমি মনুষ্য গণ্ডার, আমার ধৈর্য্যরূপ চামড়া বড় শক্ত। সহজে আমার গায়ে কিছু লাগে না।

চালাক। ভাল, ডাক্তর মশাই! একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এখানে তো আর কেউ নেই, যে কজন আছি সকলেই আপ্‌নার লোক। সত্য কি আপনি ডাক্তার খানায় থাক্‌তেন?

ভুঁই। (সহাস্যে) ওহে তোমরা ছেলে মানুষ, ওর ভিতরে অনেক কথা আছে, এক দিন প্রাইবেটে বলবো। কিন্তু এখন একটা কথা বলি, ওস্তাদের তামাক্ না সাজ্‌লে কি কোন বিদ্যা শেখা হয়? ঐ যে তোমাদের পাড়ার ফতোবাবু সেতার শেখে, সে কি ওস্তাদের তামাক সাজে না? তা যে যত বলুক তোমরা গ্রাহ্য করো না। "ফলেন পরিচয়তাং" আমার বিদ্যা সাধ্য আছে কি না এবং কেমন ট্রীটমেণ্ট করি, তাতো তোমরা সচক্ষে দেখ্‌চো। ঐ দেখ তিন খানা বড় বড় ডাক্তারী বই টেবিলের উপর রয়েছে, আমি সর্ব্বদা দেখে থাকি।

চালাক। মশাই! একখানা একটু পড়ুন না শুনি।

ভুঁই। ও তোমরা কি বুঝবে? কিছুই বুঝ্‌তে পার্ব্বে না, ওতে সব টেক্নিকল ওয়ার্ড আছে। ওর একখানা সরজারি, একখানা মিডিফারি, আর ঐ বড় খানা টেনার।

চালাক। বাঙ্গালা কোরে বলুন না, বুঝব না কেন?

ভুঁই। সরজারি কি জান কাটা ছেঁড়ার বই। আর মিডিফারি কি না পোওয়াতির পেট কেটে ছেলে বার করবার বই। আর টেনার কি জান? বুড়ো জাল, সমস্ত রোগের ঔষধের বই। ওতে যা যা লেখা আছে তা তোমরা বুঝ্তে পারবে না। (হাস্য আস্যে) হা! হা! হা! এই সকল বুঝ্তে গেলেই তামাক্ সাজ্তে হয়। ওহে তপস্বি! একবার তামাক্ দাও, তামাকের কথা হোতে হোতে তামাক্টা মনে পড়ে গেল।

চালাক্। ও রকম বই কি আমাদের দেশে নাই?

ভুঁই। থাক্বে না কেন? সকলই আছে। ফৌজদারি বালাখানায় যাও, বিনোদলাল সেনের ঔষধালয় দেখগে কত রকমের বই আছে। আমাদের আর্য্য জাতির না ছিল কি? না আছে কি? সকলই আছে। আমরা আর্য্য সন্তান, আর্য্যবংশে আমাদের জর্ম্ম, আমাদের সকলই আছে। তবে কি জান আজকাল ইংরেজের রাজ্য হোয়ে সব অঃধ-পাতে গেছে। এখনকার ছোকরারা আবার বেহ্মজ্ঞানী হোয়েছে, ধর্ম্মা ধর্ম্ম মানে না, যেখানে সেখানে যার তার সঙ্গে খায়, আর কোথা কে মদ খেয়েছে, কুকর্ম্ম করেছে এই সকল কথা গোল করবার যম।

চালাক। ঠিক বোলেছেন, বেটাদের একখানা খবরের কাগজ আছে তার নাম সুলভ সমাচার তাতে কেবল মদের বিপক্ষে আর হাতুড়ে ডাকতরদের বিপক্ষে লেখে।

ভুঁই। যেতে দাও ওদের কথা মুখে এনোনা, ওদের নাম

শুন্‌লে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বালা করে। আল্‌ হম্বাগ্‌। বেটারা কাগজের নাম রেখেছে সুলভ কি না সস্তা, দাম এক পয়সা কিন্তু দু পয়সায় যে "বঙ্গবাসী" পাওয়া যায় তার সিকি খানাও হবে না। ওদের সব ভণ্ডামী। এখানে একটা ভুঁড়ে বেহ্মজ্ঞানী আছে, সে যেমন বাঘের পেছনে ফেউ, কাগের পেছনে ফিঙ্গে লাগে, আমার পেছনে তেম্‌নি লেগে আছে। ঔষধ বিতরণ কোল্লে ধর্ম্ম হয় এই বোলে ধনি নিধ্বনি সকলকেই ঔষধ দিতে আরম্ভ কোরেছে। আরে মর, যে দেশে ডাক্তর নেই, কবিরাজ নেই, সেই দেশেই ভদ্রলোকে ঔষধ বিতরণ করে; যেখানে প্রোফেসন ম্যান্‌ আছে সেখানে বিতরণ কোরে তাদের লোকসান করা কি ধর্ম্ম নাকি? এ যদি ধর্ম্ম হয়, তেমন ধর্ম্মের মুখে ছাই। সে ধর্ম্ম আমি ডনকেয়ার করি।

চালাক। আপনি যে প্রোফেসন ম্যান বোল্লেন, তার মানে কি?

ভুঁই। কি জ্বালা! তোমরা ইংরিজী পোড়েছ ওটা জান না? প্রোফেসন্‌ ম্যান, মানে ডাক্তার।

বক্কে। থাম্‌ থাম্‌ আর মানে শিখ্‌তে হবে না, মানে শিখ্‌তে ইচ্ছে থাকে তো স্কুলে যাস্‌। (ডাক্তরের প্রতি) ভাল ডাক্তার বাবু। আপনি বেহ্মজ্ঞানীদের নিন্দে কোরছেন, আপ্‌নি কি তা মানেন না? আমরা জানি আপ্‌নিও ব্রহ্মজ্ঞানী।

ভুঁই। ছি! ছি! ছি! আমাকে বেহ্মজ্ঞানী বোল্লে গাল দেওয়া হয়। বেহ্মজ্ঞানীর ব্যাভারটা আমার কি

দেখেছো ? আমি আয্যধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভ্য। মুঙ্গেরের শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন বাবুকে জান ? তাঁর নাম শুনেছ ? আমি তাঁর প্রধান সহকারী। তিনি বিবাহ করেন নাই, কুমারাবস্থায় তিনি আয্যধর্ম্ম বিস্তার কোচ্ছেন। আয্যদর্পন, আয্যগাথা, আয্যকিৰ্ত্তী, নামে কত শত বই বাহির হোচ্চে দেশে কত কোটী কোটী হরি সভা রয়েছে। এক কুমার শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্নের দাপটে আজ কাল বেম্মজ্ঞানীরা কোন্ ঠাসা হোয়েছে। তার উপর আবার শশধর তর্কচুড়ামণী লেগেছেন, বেটারা সব চুপ্। আয্য ধর্ম্ম চেয়ে কি ধর্ম্ম আছে।

বক্কে। আপ্‌নি দিনরাত হ্যাট কোট্ পোরে থাকেন্ দাড়িয়ে প্র—ত্যাগ করেন, পায়খানা থেকে এসে হাতে মাটী দেন না, মুছলমানের রূটী কাবাব সোডা লিমনেড্ খান, মুছলমানের সঙ্গে এক বিছানায় তামাক্ খান, আমাদের সঙ্গে এক গ্লাসে সিদ্ধি টিদ্ধি খান্, এঁটোর বিচার করেন না মোরগ মুরগীর শ্রাদ্ধ করেন, তাই আমি ব্রহ্মজ্ঞানী মনে করেছিলেম।

ভুঁই। (সহাস্যে) ওহে এই কি বেম্মজ্ঞানীর লক্ষণ ? এসব তো সভ্যতার লক্ষণ। সভ্য হোতে হলে ওসব কোর্ত্তেই হবে তাল্লাক্ দেওয়া আছে। যেমন চাকরী কোর্ত্তে হলে মিথ্যা বল্‌তেই হবে, চুরী কোর্ত্তেই হবে তাল্লাক দেওয়া আছে। তেম্নি সভ্য ভব্য হোতে গেলে এসব কোর্ত্তেই হবে, তাল্লাক্ দেওয়া আছে। বের্ম্মজ্ঞানী কি জান ? তাঁরা আমাদের মতন কৃষ্ণ, কালী, দুর্গা, প্রভৃত্তির পিতিমূর্ত্তী মানে না। আমরা সাকার বাদী, তারা নৈরাকার বাদী।

তারা কেবল চক্ষু বুজে উপসনা করে, আমরা ফুল চন্দন দিয়ে নৈবিদ্দি পূজা করি, জপ করি, হোম করি বলিদান করি।

বক্কে। ভাল আমরা তো আপনার সঙ্গে একত্রে সর্ব্বদাই স্নান করি; কৈ আপনাকে তো আহ্নিক পূজা কি জপ তপ কোর্ত্তে এক দিনও দেখি নাই।

ভুঁই। জপ্ কি লোককে দেখিয়ে কোত্তে হয় নাকি? আমি মনে মনে জপ করি কি না করি তুমি জান্‌বে কেমন কোরে? তবে আহ্নিক পূজা করাটা সকল দিন ঘটে উঠে না বটে।

চালাকদাস। ভাল ডাকৃতর বাবু! ও সব কথা যাক্, ব্রহ্মজ্ঞানীরা যেমন আপনার নিন্দে কোরে বেড়ায় আপ্‌নি কেন তেম্নি তাদের জব্দ করুন না?

ভুঁই। কি করা যায় বল দেখি?

চালাক। আমরা তো আপনার পসারের জোগাড়ে প্রাণপণে লেগে আছি। যার সঙ্গে দেখা হয় আপনার প্রশংসা কোরে থাকি, আপ্‌নাকে ডাকৃতে পরামর্শ দি কিন্তু তাতে সর্ব্বত্রে আপনার নাম জাহির হোচ্ছে না। আপনি দু একটা খবরের কাগজে এড্‌বটাইজ দিন্ তা হলেই সকলে আপনার গুণ জান্তে পারবে।

ভুঁই। (হাস্য পূর্ব্বক) তা কি তুমি শেখাবে তবে হবে। শর্ম্মা সেটা অনেক দিন থেকে ঠিক কোরে রেখেছেন। (উচ্চৈস্বরে) ওহে তপস্বি! সে দিন যে ড্রাফ্‌ট খানা করা হয়েছে একবার আন ত?

তপস্বি। (কাগজ হস্তে) সেই রকম কাট্ কুট্ ই

আছে, ফেয়ার করা হয়নি। ফেয়ার কোরে পাঠায়ে দিলেই হয়।

চালাক। আচ্ছা! সে পরে হবে, এখন কি লিখেছ একবার পড় না শুনি?

ভুঁই। হাঁ হাঁ পড় পড় সকলেই শোনা যাক। যদি কোন ভুল থাকে শোধরান যাবে, "পাঁচজনে করি কাজ, হারি জিতি নেই লাজ"

তপস্বি। (দাড়াইয়া গম্ভীর স্বরে পাঠ)

বিজ্ঞাপন।

আশ্চর্য্য চমৎকার আশ্চর্য্য অদ্ভুত আশ্চর্য্য।

চাই

ঠেঙ্গাপেথি ভুঁইফোঁড় ডাক্তার।

সহরস্থ নগরস্থ গ্রামস্থ পল্লিস্থ উপপল্লিস্থ এবং স্বদেশস্থ বিদেশস্থ সমস্ত অপারণ সাধারণ জনগণবর্গ ব্যক্তি নিকর সমূ-হের সুগোচর কারণ এবং সম্যকরূপ সম্পূর্ণ হিতার্থে অব-গতার্থে বিজ্ঞপ্তীরিয়ং নিবেদনঞ্চাদৌ বিজ্ঞাপনঞ্চ মিদং বিশেষঃ।

অস্মদ্ একজন হেঁজী, পেঁজী অসামান্য কমান ডাক্তর নই। হাইক্লাশের উচ্চশ্রেণীর প্রাইমারি, সিকিল ডাক্তার বলিয়া পরিচয় দিলে অত্যুক্তি হয় না। ডাক্তার সরকারের সঙ্গে কম্পিয়ারিং কোল্লে অস্মদ্ই একজন শ্রেষ্ঠত্ব পদ হইব তাহাতে

একেবারে অত্র সন্ধ নাস্তি। যদি বল সে কি রকম কি প্রকার তবে সেটা লেখনীতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত কোরে বলি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন। কলিকাতায় মেডিকেল কালেজে এলো পেথী এম ডি বই প'ড়ে এবং নানাবিধ রকমের হুমোপেথী লাইনের বই কেতাব ডে নাইট রিডিং কোরে তবে তিনি সুতরাং কাজে কাজেই হুমোপেথী বিস্তারিত কোরছেন। আমি কালেজে না প'ড়ে, কোন রকম কাগজপত্র বই কেতাব রিডিং করা দূরে থাকুক এক নাইটও ষ্টুডি না কোরে দৈবযোগে মহাদেবের বরে স্বয়ং সিদ্ধ ভুঁইফোড় ডাকৃটর হইয়াছি। আমি কোন মতে পরের মতে চলিনা, নিজের স্বীয় আবিষ্কার ঠেঙ্গাপেথী মতে চিকিৎসার্থ পেসেণ্টের ট্রীটমেণ্টর জন্য হাইলেবার করি। আমার মতন লেপ্রোসীম্যান অর্থাৎ পরিশ্রমী ছেলে অদ্বিতীয়, নাই বলিলেই হয়। অন্যান্য ডাক্তারদের মতন অস্মদের সকলই মজুদ্। বড় বড় বৃহদাকার দীর্ঘাকার সাকার নিরাকার নানা রঙ্গের গ্লাস ক্যাস আলমারাতে ইংরিজি লেবল করা মেডিসাইন পূর্ণ ইম্‌টী শিশি রাশি অতি উত্তম সুসজ্জিত করা আছে, কিছু অভাব নাই। আমি সকাল বিকাল ত্রিসন্ধ্যা মরণিং ওয়াক্ করি। গাড়ী প্লাল্কী ঘোড়া না হইলে রোগী দেখ্‌তে যাওয়া ইনসালট মনে করি। যেখানে ঘোড়ার গাড়ী নাই সেখানে শিবযানে গোরুর গাড়ীতে যাই তবু এক পা হাঁটি না। চোগা চাপকান ভিন্ন ইউজ করি না। দুঃখী দরিদ্র অক্ষম কাঙ্গালী লোকদিগকে অল্প সল্পমূল্যে, বিনামূল্যে গ্রাটীস দেগে থাকি এবং বিয়ারিং ঔষধ দিয়া থাকি এবং আগত অনা-

গত সমাগত, অনাহূত, বাতাহত, ভূতগত, লোক সমূহ ব্যক্তি-গণকে তামাকটা, চরস্‌টা, সিদ্ধিটা আস্‌টা. বিনা পয়সায় চেরিটী বিতরণে অক্রুটী করি না। আমার অঙ্গের চাম্‌ড়াটা একটু বেলাক, আর আমি ব্রিটিষ বারণ নই, আমার এই দেশে জর্ম্মভূমি পরন্তু ইংলিস উশ্চারণটা ভাল হয় না, নইলে আমি বিলাতের পাশ করা সিবিল সরবেণ্ট ডাক্তারদিগের সহিত ফাইট কোর্ত্তে অর্থাৎ টক্কর দিতে পারিতাম, ইহা আমি অতিশয় বিশ্বাস্ত মনে করি। আমার পসার কম্ নয়। কত শত কোটী, আমির ওমরা নবাব সুবা ধনি অধনি, হিন্দু অহিন্দু মুসলমান ইংরাজ ব্রাহ্মণ সাধু অসাধু জ্ঞানী অজ্ঞানী পণ্ডিত অপণ্ডিত জেণ্টেল্‌ম্যান অজেণ্টেল্‌ম্যান ছোট বড় ছেলে বুড়ো স্ত্রীলোক বালোক পুরুষলোক এবং ফিমেল এনিমেল আমার আউট—ডোর, ইন্‌ডোর, ব্যাক্‌ডোর পেসেণ্ট। জ্বর বিকার ওলাউঠা পীলে যকৃৎ প্রভৃতি হুপলেস ক্যাস শিরি-য়াস ক্যাস সকল যাহা যমের অসাধ্য তাহা আমি পদার্পণ মাত্রেই এব্‌রিথিং তৎক্ষণাৎ তদ্দণ্ডে আলরেডি কিওর অর্থাৎ একেবারে আরাম হয়। অস্ত্র শস্ত্র পাইলে পোষ্টমাটাম কার্য্য অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ কাটা ছেঁড়া কর্ম্ম সহজে স্বত্বরে অতি শীঘ্র খাড়া খাড়া সম্পাদন করিতে পারি। সাঁড়াশী হাতুড়ী বেল্‌কার ইস্পেটুলা ও কেথিটার এনিমা-সিরিঞ্জী ইত্যাদি যন্ত্র পাইলে দাঁতভাঙ্গা যোড়া দেওয়া কার্য্য আমি ফাও মনে করি। কাটা ছেঁড়া তা বেশ জানি, তা

সেটা আমার পক্ষে এ সকল বড় হেবি কর্ম্ম নয়। ইত্যলং বিস্তরং বাহুল্যেনং মিতি।

নিতান্ত অনুগত অবিডিয়েন্ট সরবেণ্ট—
স্বনাম প্রসিদ্ধ ভুঁইফোঁড় ডাক্তার,
শ্রীপ্রাণহরণ নন্দন। ডিপ্লোমা হলধর,
মোং ঠেঙ্গাপেথি ডিস্পেনসারী।
পোষ্ট নিপাতগঞ্জ, জিলা জাহান্নম্।

চালাক্দাস। বা! বা! বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। শিগ্গীর ছাবিয়ে দিন্।

(সকলের হাস্য)।

বক্কেশ্বর। ডাক্তর বাবু। আপ্নি যে লিখেছেন, দৈব কর্ত্তৃক স্বয়ং সিদ্ধ ভুঁইফোঁড় ডাক্তর হোয়েছি, এর মানে কি বলুন?

ভুঁই। (সহাস্যে) সে অনেক কথা, একদিন প্রাইভেটে নির্জ্জনে বলব।

চালাক। আজ তো আর কেউ এখানে নাই, আজই বলুন না কেন?

ভুঁই। হাঁ বলি, তোমাদের কাছে বলাটা ভাল, যাঁরা জানে না তারা তোমাদের কাছে শুন্লেও আমার গুণাগুণ সব টের পাবে। দেখো, আমি ছেলেবেলায় বড় হারাম্জাদা বজ্জাৎ ছিলেম—

চালাক। এখনি কোন্ কম্?

বক্কেশ্বর। থাম্ না, বলুন শোনা যাগ্, জেটামী করিস্ কেন। বলুন ডাক্তর মশাই বলুন।

ভুঁই। লেখাপড়া শিখ্‌লে কেরাণীগিরি কোর্ত্তে হবে বোলে আমি ছেলে বেলা থেকে লেখা পড়ায় মন দিতেম না। আমি যে নিকাশী চাকুরি ক'রব, এইটীই আমার মানস ছিল। একদিন আমার মা ভারি রাগ কোরে বোল্লেন যে, তুই লেখা পড়া না শিখে কেবল ছিপ্‌ হাতে কোরে নদীর ধারে ধারে বেড়াবি, আর গো-ভাগাড়ে বসে থাক্‌বি, তা'হোলে এর পরে খাবি কি করে? আমি বল্লেম মা! আমি সুধু ছিপ্‌ হাতে কোরে বেড়াই না, এতে আমার "রথ দেখা কলা বেচা" দুইই হয়। মাছ ধরাও হয়, আর গো-ভাগাড়ে যখন মুচিরা আসে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে আনাটুমি সারজারি শেখাও হয়। পটল ডাঙ্গার কালেজে লোকে টাকা দিয়ে কাটা কুটী শেখে, আমি নিজের বুদ্ধির জোরে ভাগাড়ে বসে বিনা খরচে সে কায্‌টা সেরে নিচ্চি। এই কথা শুনে মা আরো রেগে গাল্‌ পাড়তে লাগ্‌লো। হিঁদুর ছেলে, ভাগাড়ে থাকিস্‌, দূরহ, এখনি নেয়ে আস্‌গে যা। আমি তাই শুনে রাগ কোরে নদীর ধারে গিয়ে একটা আশুদ গাছের তলায় শুলেম। খানিক্‌ পরে দেখি, পরমেশ্বর আর পরমেশ্বরী দুজনে মরু ভূমিতে ফুল বাগানে জলকেলি কোচ্ছেন। বেলা তখন ঠিক দুপুর। আমি বোল্লেম মন! এই তো ভারি শুভযোগ, এমন দিন আর হয় কি না হয়। এই বেলা প্রাতঃস্নান কোরে যদি বর নিতে পারো তা হলেই জন্মের মতন নিশ্চিন্দি। মন ও অম্নি সায় দিলে "শুভস্য শীঘ্রং গতিঃ" আমি তাড়াতাড়ি সেইখানে একটা পানা পুকুরে গঙ্গাস্নান কোরে, বিলিতি সুতর তসর

ধুতি প'রে, ধ্যানস্থ হোয়ে চক্ষু বুজে স্তব কোর্ত্তে আরম্ভ কোঁল্লেম। পরমেশ্বরী কোল্লেন কি, নেয়ে উঠে, চেলে ডেলে খিঁচুড়ী চড়িয়ে দিয়ে, একখানি আঙ্গট পাৎ পেতে, ডাল-ভাতে ভাত ঢেলে দিলেন। আর একটী সোণার পাথর বাটীতে নিরিমিস্থি মাছের অম্বল দিলেন। পরমেশ্বর চব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ রসে ভোজ্য ভোজন কোরে, আঁচিয়ে নাকে কাটী দিয়ে হাঁচ্চেন, আর মাঝে মাঝে হেউ হেউ কোরে ঢেকার তুল্‌ছেন। এমন সময়ে পরমেশ্বরী (পরমেশ্বরী বড় দয়াল কি না) বোল্লেন, ঠাকুর। এই ছেলেটী ধ্রুব প্রহ্লাদের মতন অনাহারে বাতাহারে নিরাহারে ঘোর কঠিন তপিস্যে কোরছে দেখে আমার মুখে আর ভাত উট্‌চে না; ওকে কিছু বর দাও। পরমেশ্বর মুচ্‌কে হেঁসে আমার কাছে এসে বোল্লেন, "বরং দেহি" বর দ্রিচ্চি নাও। আমি তখন কৃতা-ঞ্জলি পুটে জোড় হাত কোরে করযোড়ে বল্লেম, ঠাকুর গো! আমি আর কিছু বর চাই না, আমাকে এই বর দাও যেন আমার বে নিকাশী চাকরি হয়। তিনি অমনি সহাস্যে বোল্লেন, "তথাস্থ' তাই হবে। এই কথা বোলেই সেইখানে এক গাছি ভুঁইফোড় কঞ্চির লাঠি পড়েছিল, সেই লাঠি গাছটী আমাকে দিয়ে বোল্লেন যে "তুমি ঠেঙ্গাপেথি ভুঁই-ফোড় ডাক্তর হও" সহস্র সহস্র লোক তোমার হাতে মরি-লেও নিকাশ দিতে হবে না। তার পর ঘুম ভেঙ্গে দেখি কোথাও কিছু নেই, যেখানে শুয়েছিলেম সেই খানেই আছি। সেই দিন থেকে আমি মহাদেবের বরে ডাক্তর হোয়েছি। (সদর্পে) দৈব আমার শিক্ষা, দেবতা আমার

সহজ, লোকে আমার নিন্দে কোরে কি কোরতে পারে বল? আমার সাত শ খুন মাপ্। হাজার মেলেও কিছু হবে না।

বঙ্কে। এতদিনে গোড়ার কথা পাওয়া গেল। তাইত বলি, এত গুণ না থাক্‌লে কি এত সাহস হয়। এইবার সকলকার কাছে আমরা এসব কথা প্রচার করবো। "বল বল দৈব বল, জল জল ইন্দ্রের জল" দৈব বিদ্যা না হোলে কি এমন হয়। নচ দৈবাৎ পরং বলং।

(পাঁচি ধোবাণীর প্রবেশ)

পাঁচি। ডাক্তর বাবু! পথের ধারে দোকানের পাশে, একটী বুড় মেয়ে মানুষ বসে রয়েছে। সে তোমায় ডেকে দিতে ব'ল্লে। একবার যাও দেখে এসো।

ভুঁই। কে, মেয়ে মানুষ টো? তার হাতে কি বোতল কিম্বা শিশি টীশি কিছু আছে?

পাঁচি। হেঁ, একটা বোতল আর একটা পুঁটুলী আছে।

ভুঁই। তবে কোন পেসেণ্ট হবে। (এই বলিয়া প্রস্থান)

পাঁচি। (স্বগত) ভদ্দর নোকদের কথাই সতন্তর। গরিব লোকে যদি চাল ভাজা মুড়ি কি ক্ষুদের বড়া খায় তো নোকে বলে পেটের জ্বালায় খাচ্চে; আর ভদ্দর নোকে খেলে বলে বাবু সখ কোরে খাচ্চেন। "ঘরে ছুঁচর কেত্তন,

বাইরে কোঁচার পত্তন” “মার নাম পোঁটা চুন্নি, ছেলের নাম চন্নন বিলেস ”—

চালাক। কি পাঁচি! ডাইনের মতন কি বক্‌চিস্‌?

পাঁচি। বক্‌চি আমার মাথা আর মুণ্ডু। বুড়ী মাগীর কথা শুনে আমার চখে জল এলো, বাবু হেথা ইজের চাপ্‌-কান গায়ে দিয়ে নবাব পুক্তুরের মতন বেড়ান; মা সেখানে খেতে না পেয়ে, সাত সুমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে, উবু ষোলোকোশ পথ হেঁটে এসে, পথের ধারে রদ্দুরে বসে রয়েছে। বউয়ের মাথার নারকোল তেল নেই বোলে একটা বোতল হাতে করে এয়েছে। বলে কি—বলে, আমার সোণার পিত্তিমে বউ, এক মাথা চুল, তেল আবানে মাথা জেন টোকা হয়ে রয়েছে। একবার তার পানে চেয়েও দেখে না; আর আমি যে ধান ভেনে কুঁড় ডেলে এত বড় কোল্লুন, তা আমি মরিচি কি বেঁচে আছি তার খোঁজও নেয় না। (পথের দিকে দৃষ্টি করিয়া) যাই বাবু, ঐ ডাক্তর মশাই আস্‌চে। (প্রস্থান)

(বোতল হস্তে ভুঁইফোড় পুনঃ প্রবেশ)

ভুঁই। (বাক্স হইতে দুইটী টাকা বাহির করিয়া) তপস্বি! প্রহ্লাদের দোকান থেকে এক বোতল কোক্‌নেট অইল আর এই দুটী টাকা ঐ বুড়িকে দিয়ে বিদায় করে এসো। (সকলের দিকে চাহিয়া) ঐ বুড়ি বড় বেশ ভাল মানুষ লোক, আমাদের বাড়ির ওল্ড মেড সার বেণ্টো, বিশ্বাসী পুরানো ঝি; কথন কথন গঙ্গাস্নান যাবার সময়

আমার সঙ্গে দেখা করে যায়, আমি ওকে বড় ভাল বাসি এবং কিছু কিছু দিয়ে থাকি। সাহেব লোকেরা দাই কি আয়ার সঙ্গে এরূপ ব্যবহার কোত্তে জানে না, (সাহঙ্কারে) আমরা আর্য্যবংশ আর্য্যকূল-সমুদ্ভূত আর্য্যজাতী। আমাদের আর্য্য রক্তের এম্‌নি গুণ যে বুড়ো চাকর চাক্‌রাণীকে পর্য্যন্ত চিরকালই ভাল বেসে থাকি।

(তপস্বির প্রস্থান।)

চালাক। বলেন কি মশাই! পাঁচি যে ব'ল্লে ও মেয়ে মানুষটী আপ্‌নার মা।

ভুঁই। (অপ্রতিভ হইয়া) মায়ের মতনই বটে, মায়ের মতনই বটে। ও আমার সহোদর মা নয়। তবে ও ছেলে বেলা থেকে কোলে পীটে করে আমাকে মানুষ করেছে। আর আমার মায়ের সঙ্গে এক বইসি, আমাকে ছেলের মতন ভাল বাসে, তাই মা বোলে পরিচয় দিয়ে থাক্‌বে।

(তপস্বির পুনঃ প্রবেশ)

তপস্বি। বাবা! ঠাকুর মা আমার হাতে ধোরে বোলে গেলেন, আপ্‌নাকে পাঠিয়ে দিতে। আর তাঁর নিজের কাপড় নেই, মারও কাপড় চোপড় নেই, তাই পাঠাতে বোলে গেলেন। আর বল্লেন দোকানীর অনেক দেনা হয়েছে, দুটো টাকাতে কি হবে; তাকেই বা কি দোবো আর পেটেই বা কি—

ভুঁই। (সক্রোধে) তুই যা যা, আপ্‌নার কায দেখ্‌গে যা। শিশিগুলি ধুত্তে বোলে ছিলেম ধুয়েছিস্‌ কি? দে

একবার তামাক্ দে। (বক্কেশ্বরের প্রতি) ওহে! দেখো বক্কেশ্বর বাবু! এবারে যত গুলি কলেরা কেশ দেখেছি সব গুলিই আল রেডিকেল কিওর। একটাতেও ফেইল হইনি। এ রোগের যে ঔষধ আমি এক্‌সপেরিমেণ্ট অর্থাৎ উদ্ভাবিত কোরেছি, তাতে এ রোগে আমাকে ধন্বন্তরী কি দিবদাস বোল্লে অত্যুক্তি হয় না। সে বিষয়ে–ও হো! সে দিনকার ব্যাপারের কথাটা তোমাকে বলা হয়নি ভুলে গিছি। এস্‌কুইজ মি মাপ কোর্ব্বে। মাহাম্মদ ফাকেরের বাড়ীতে একটা কেশ দেখ্‌তে গিয়েছিলেম, গিয়ে দেখি, সর্ব্বাঙ্গ হিম্ ঠাণ্ডা জেন বরফ, চক্ষু স্থির হোয়ে আছে, দশ বার মিনিট পরে একবার পলক পড়চে, ডাক্‌লে সাড়া শব্দ পাওয়া যায় না, ঠেল্লে নড়ে চড়ে না, অনবরত জলেরস্রোতের মত হুড় হুড় কোরে দাস্ত হোচ্চে। আর পাঁচ মিনিট দেরি হোলে আমি ছেড়ে আমার বাবা এলেও বাঁচাতে পাত্তেম না। গৃহস্তকে বোল্লেম এমন অসময়েও কি ডাক্‌তে হয়। আচ্ছা যখন আমি এসেছি তখন কোন ভয় নাই, আমি আরাম কর্ব্বোই কোরব। এই ব'লে একেবারে ষাট গ্রেন কালামিল আর ত্রিশ গ্রেন আফিং একত্রে পীল তৈয়ের কোরে যেমন খাইয়ে দিলেম, তার দু মিনিট পরে দেখি আল রেডিকেল চেঞ্জ। সর্ব্বশরীর আগুণের মতন গরম হোয়ে উঠ্‌লো, মল এঁটে গিয়ে ফট্ ফট্ কোরে গুঠ্‌লে বেরুতে লাগলো। ধাত্ দেখি টং টং কোরে ঘড়ির মতন বাজ্‌চে। ধীরেন্দ্রলাল এম ডি, হরিদাস এম, বি, রুগীটে এলে দিয়ে গেছ্‌লেন। তুমিও পেথিই বল আর য়্যালো—পেথীই বল, আমার ঠেঙ্গা পেথির

কাছে (মাতানেড়ে) কেউ বল্‌কে পাবার যো নাই বাবা।

তপস্বি। (তামাকু প্রদান)

চালাক। কি ডাক্তর মশাই! কাল্ দু বাজী হেরে একবারে মুসড়ে গেলে না কি? আজ যে আর খেল্‌বার নাম্‌টী মুখে নেই।

ভুঁই। (তামাকের ধুঁয়া ছাড়িয়া) দু বাজী কি দুশো বাজী হারলেও শম্মা ডরান্ না। আমার ক্যারেক্টার তো তোমাদের জান্তে বাকি নাই। তবে কি জান? সাদা চখে কিছু মজা লাগেনা, মাইণ্ড চেঞ্জ করা চাই। (টেবিল হইতে চরস প্রদান পূর্ব্বক) এক ছিলিম এইট্রিফোর চালাও, তার পর খেলা যাবে।

(হরিহর ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ।)

হরিহর। ব্রাহ্মণ, একবার তামাক্ খাব বাবা।

ভুঁই। (উঠিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হয়, প্রণাম, বসুন। তবে, ঠাকুরদাদা মহাশয়! ভাল আছেন?

হরি। (উপবেশন পূর্ব্বক এক দৃষ্টে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া সহাস্তে) কে হে! গুই রাম না কি?

ভুঁই। আজ্ঞে হাঁ।

হরি। (সহাস্তে) হা! হা! হা! আমি কিছুই চিন্তে পারি নাই। আগে একহারা ছিপ্ ছিপে পাতলা ছিলে, এখন বেশ্ ভুঁদো ভাঁদা নাদুঁস নুদুঁসটী হোয়েছ। তবে ভাল আছ তো? এখানে কি কর?

ভুঁই। আজ্ঞে, এখানে আমি ডক্‌টর, এই ডিস্পেনসরিটী আমারই।

হরিহর। (তামাকু সেবন করিতে করিতে) দাড়ি রেখেছ কেন? মুখে দাড়ি, ইজের পরা, ঠিক যেন মুছনমানের মতন দেখাচ্চে যে।

ভুঁই। আজ্ঞে, দাড়ি রাখা হোয়েছে এখনকার ফেসান্, সভ্যতার অঙ্গ। আর ভেক্ নইলেও ভিক্ষা হয় না তাই ইজের পরতে হয়। এতে খরচেরও আসান আছে। পাঁচ গজ কাপড় নইলে ধুতি হয় না কিন্তু ডেড় গজে ইজার হয়।

চালাক। (বক্কেশ্বরের কাণে কাণে) আজ আর তবে খেলা হবে না দেখ্‌ছি। এসো আমরা পেছনের ঘরে মৌতাৎ করি গে।

(প্রস্থান)

হরি। তবে গুইরাম! তুমি ডাক্তারি শিখ্‌লে কবে? এই সেদিন তো মুচিদের মেয়েটাকে বারকরার দরূণ কত কেলেঙ্কারই হলো। তারপর শুন্‌লেম্ কয়েদ হবার ভয়ে পশ্চিমে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে আছ?

ভুঁই। আজ্ঞে না, সে সব বিপক্ষ লোকের গুজল্লা কথা, পালাব কেন? আমরা কি মামলা মকদ্দমাকে ডরাই। আপনাদের তো কিছুই অজ্ঞাত নাই। আমার বাপ্ কতবার জরিমানা দিয়াছেন, দু তিন দফা মিয়াদ খেটেচেন, তবু কি মাম্‌লা কোর্ত্তে ছাড়্‌তেন?

হরিহর। যাগ্, সে সব কথায় কায নাই। এখন চল্‌চে কেমন বল?

ভুঁই। মহাশয়দের শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে বেশ চল্‌চে। এখানকার লোকে আমাকে সিবিল ডাক্তার বোলেই জানে। (চুপে চুপে) মহাশয় কিছু প্রকাশ কোর্ব্বেন না। (প্রকাশে) চারিদিকে আমার খুব পসার হোয়েছে। এই ক বৎসর এখানে আছি একটা রোগীও আমার হাতে ম্বাল হয় নাই, বেলকুল আরাম হোয়েছে।

হরি। বল কি হে! কালেজে না পোড়েও কি ডাক্তারী করা যায়?

ভুঁই। আজ্ঞে, কালেজে না পড়্‌লে ডাক্তারি করা যায় না কার মুখে শুনেছেন? আমাদের দেশে যে সকল ড়াক্‌তার আছেন, তার পণের আনা উনিশ গণ্ডা তিন কড়া আমারই মতন; হদ্দ পাঁচ সাত দশ জন কালেজে পড়ে-ছেন। এ কাযে যার হাৎ যশ, হলো সেই বড় ডাক্তার, তারই পসার বেশী। কত শত বড় বড় ডাক্তার কালেজে প'ড়ে ভেরেণ্ডা ভাজ্‌চেন, আর এই দেখুন আমি মহাশয়-দের আশীর্ব্বাদে, নগদ দুহাজার টাকার কোম্পানী কাগজ কোরেছি, বেঙ্কেও হাজার বার শ টাকা জমা রেখেচি, বছর বছর তার ইন্‌টরেন্স পাবো। একখানা দোতালা বাড়ী কিনিছি, স্ত্রীকে ডাইমন কাটা স্বোনার গহনা মুক্তার মালা দিয়েছি বিলাতে সাত আট শো টাকার ঔষধ ইণ্ডাস কোরেছি, হাতেও দশ টাকা আছে। আর এই ডিস্পেন্‌সরী টাতেও কোন্‌ না ডেড়শো দুশো টাকার জিনিষ আছে।

হরি। তাই বটে, "লেখা পড়া ঘোড়ার ডিম্‌ কপাল মাত্র গোড়া, চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া" কত

লোকে লেখা পড়া শিখে আজন্ম কেরাণীগিরি কোরে মেটে ঘর ঘুচুতে পাল্লে না, কিন্তু লেখা পড়া না জেনে মুদিখানা কোরে, ধান খড়ের ব্যবসা কোরে কত লোক ধনি হোয়ে গেলো, কোটা বাড়ি কোল্লে। "কপালঃ কপালঃ কপালঃ মূলং" অদৃষ্টই সকলের মূল। (চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া) কৈ, এখানে তো তোমার রসুইয়ের স্থান টান দেখ্‌চি না খাও কোথা?

ভুঁই। (সহাস্যে) আজ্ঞে, সেসব এখানে হয় না, গ্রামের ভেতর একটা দোতালা বাড়ী কিনেছি। একটী রাঁদুনী, একটী ঝি আছে, দুটী দুদুলী গাই আছে, একটা হিন্দুস্থানী দরওয়ান আছে। পূর্ব্বে ব'ল্‌তে ভুলে গিয়েছি বৈঠকখানা সাজাতে আমার হাজার বার শ টাকা খরচ হোয়েছে। বৈঠকখানার সম্মুখে একটি বাগান কোরেছি। দেখ্‌লে ব্রহ্মার নন্দন কানন মনে পড়ে। আমার বাগানে ফজ্‌লি আঁবের, লেংড়া আঁবের, গোলাপ-বাস কাঁ্যাঠালের, ছিলেটের কমলা নেবুর গাছ কোরেছি। এবৎসর নেবু ফলে ছিল। দেখ্‌তেন তো অবাক্ হোতেন। ঠিক কমলা নেবুর মত বরং তার চেয়ে খুব বড়। আর অতি সুমিষ্টি, রসে ভরা। বেঁচে থাকি তো এবার হোলে মহাশয়কে খাওয়াব।

হরি। বেশ, বেশ, বেঁচে থাক, শুনে বড় সুখী হোলেম। তুমি বংশের তিলক, দৈত্য কুলের প্রহ্লাদ, কণ্ঠক বনে চন্দন বৃক্ষ জন্মে চো। কিছু না শিখে ডাক্তার হোয়েছো, এবড় চমৎকার কথা।

ভুঁই। আজ্ঞে, মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে আমার কাছে ডাক্তরি শিখে কতজন কোরে কর্ম্মে খাচ্চে।

হরি। ভাল ভাল। তোমার মা অনেক দুঃখ মেহনত কোরে তোমাকে মানুষ কোরেছে। পঞ্চু বাবাজী তো গাঁজাগুলি খেয়ে মাম্‌লা মকদ্দমা কোরে ঘটীটে বাটীটে পর্য্যন্ত রেখে যায় নাই।

ভুঁই। আজ্ঞে হাঁ! প্রাণপণে মায়ের সেবা সুশ্রুসা কোরে থাকি। "জননিং জর্ম্মভূমিং সর্ব্বাপেক্ষাং গরিসিতাং" এই মাঘ মাসে তাঁকে পশ্চিমে তীর্থ কোর্ত্তে পাঠাব। আর তাঁর দ্বারা অন্নমেরু এবং তুলো করাব বড় ইচ্ছা আছে।

হরি। উত্তম উত্তম, পুত্রের কার্য্যই এই। ভাল, তুমি যে বাড়ী কিনেছ, তাতে তোমার মাকে এনেছ তো?

ভুঁই। আজ্ঞে না, তিনি সেই পুরান ভাঙ্গা ঘরের মায়া ছাড়তে পারেন না। তাঁর জন্যে আমার স্ত্রী পর্য্যন্ত আস্‌তে চান না। সে বলে যে বৃদ্ধ শাশুড়ীর সেবা করাই আমার ধর্ম্ম।

হরি। আহা! বেশ বেশ। বউটী ভদ্র ঘরের মেয়ে বটে। ভাল, যদি মেয়েরা এখানে নাই তবে তুমি রাঁধুণী চাকরাণী রেখেচ কেন?

ভুঁই। আজ্ঞে, রাঁধুণী বামুন রেখে দেখেচি, তারা ভাল রাঁদতে পারে না "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য জনে লাটি বাজে" স্ত্রীলোক না হলে ভাল টেষ্টফুল রসুই কোর্ত্তে পারে না। যে অব্‌দি স্ত্রীলোক রেখেচি বেশ সুখে খাচ্চি, ঠিক যেন ঘরেই আছি। (উদরের দিকে দৃষ্টি করিয়া) এই দেখুন না, খাওয়ার জোরেই আমার শরীরটা ব'নে গেছে।

হরি। স্বধু তা নয় হে! টাকা হোলেও ভুঁড়ি হয়।

ভুঁই। (হাস্য আস্তে) সেটা মহাশয়দের আশীর্ব্বাদ। াহোগ্ আজই আমি মহাশয়কে বাড়ি দেখাতে নিয়ে গিয়ে পায়ের ধূল নিতেম্ কিন্তু দুরাদিষ্ট বশতঃ তা ঘট্‌ল না। আজ আমার কল আছে, এখনি একটা পেসেণ্ট দেখ্‌তে যেতে হবে। সেটা বড় সিরিয়াস কেশ। তিন দিন ধ'রে ব্যথা খাচ্চে প্রসব হোতে পারে নি। অনেক হোম্‌রা চাম্‌রা ডাক্তর দেখে হার মেনে গেছে, শেষে আমাকে ডকেছে, সেখানে গিয়ে তাকে প্রসব করাতে হবে।

হরি। (সবিস্ময়ে) বল কি! তুমি প্রসব করাতেও ার?

ভুঁই। আজ্ঞে, মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে আমার কোন কর্ম্ম বাকি নাই। আমি এম্‌নি ঔষধ জানি যে চুলে বেঁধে দিলে পোওয়াতির বাবা প্রসব হবে। এই দিন দশ বারো লো একজনকে প্রসব কোরিয়ে হাণ্ড্রেড রূপীস্ পেয়েছি।

হরি। রাজা হও, সুখে থাক। দেশের লোক দশজন নি হোলেই আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক আমাদের বড় আহ্লাদ হয়। তোমার মার অন্ন মেরু কি তুলো করবার ময় যেন আমাকে ভুল না। আজ আসি। এখানে আমার শিষ্য আছে তাই আস্‌তে হয় বারান্তরে তোমার বাড়ি দেখে যাবো।

(প্রস্থান)

ভুঁই। আসুন প্রণাম। (দণ্ডায়মান)

চালাক। (পার্শ্বের ঘর হইতে) ডাক্তর বাবু! আসুন,

সিদ্ধি তৈয়ার হোয়েছে, বিট্‌লে বামুন বেটার জ্বালায় জ্বালাতন হোয়েছি।

ভুঁই। তাই তো ভাই! চরস ছিলিম্‌টা মাঠে মারা গেল।

চালাক্‌। যাগ চরস্‌, তার বড়দাদা আছে। বক্কেশ্বরের টেঁকে একছিলিম ত্বরিতানন্দ ছিল সেটা মজুদ। এই টীকে ধরিয়ে আগুণ—(গান)

"আগুণ লাগিয়ে ব'সে আছি।
যশোর থেকে নূতন গাঁজা কাল কিনে এনেছি।
বিচি গুলি বেছে ফেলে, কসে ধুয়ে গোলাপ জলে,
আস্তে আস্তে ডলে ডলে তিনটী কাট কেটেছি।"

ভুঁই। (সহাস্যে) এই খানে আন।

(চালাকদাসের প্রবেশ)

চালাক। (হুকা প্রদান) আপনিই আগু খান।

বক্কেশ্বর। (ঘটী গ্লাস লইয়া) আজকের সিদ্ধিটা কেমন হোয়েছে দেখুন দেখি? আজ নগদ দুপয়সার দুধ, এক পয়সার চিনি ছেড়েছি।

চালাক। তোর যে আর তর সয়না দেখি। গাঁজাটা ভাল কোরে খেতেই দে।

ভুঁই। না না দাও, বামুন বেটার সঙ্গে বকে বকে গলা শুকিয়ে গেছে, এক গেলাস খেয়ে গাঁজাটাতে শেষটান্‌ মারবো।

বক্কে। এই খান। (গ্লাস প্রদান)

ভুঁই। বা! বা! কি সুন্দর সুস্বাদ হোয়েছে। মিছ্‌রির সর্ব্বত কোথায় লাগে। এতে যদি একটু কেওড়া কি গোলাপ জল দিতে তা হোলে সোনায় সোহাগা হতো।

(পরস্পর সিদ্ধি ও গাঁজা সেবন)

চালাক। কি ডাক্তার! ভোঁ হোয়ে বসে রইলে যে, নেসাটা ধোরেছে না কি ?

ভুঁই। নাহে না। একটা থিয়োরি চিন্তা করছিলেম। অনেক বেটা সাদাচকো সিদ্ধির নিন্দা করে কিন্তু জানেনা যে দেবের দেব মহাদেব এই সিদ্ধি খেয়ে নিদান শাস্ত্র নিখেচেন তবে এদেশে চিকিৎসা হোচ্ছে। এই চিকিৎসা ব্যাবসায়ীদের একটু একটু ড্রীংকরা কর্ত্তব্য। সাহেবেরা প্রায়ই ব্রাণ্ডী খেয়ে থাকেন।

বক্কে। যেতে দিন্, ওঁসব কথায় কাণ দিতে গেলে চলে না। যে বেটাদের পেটে সিদ্ধি রস্ত চু চু কোরছে, তারাই সিদ্ধির নিন্দা করে। আমি দেখেছি, বাড়িতে কোন কাজ কর্ম্ম হোলে বাজারের ফর্দ্দে বাবা আগে সিদ্ধি এক পয়সাই লেখেন।

চালাক। আমার ঠাকুর মা বলেন সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে।

(মুটে সঙ্গে সওদাগরের প্রবেশ।)

সওদাগর। ডাক্তার বাবু। সাল, রূমাল, আলওয়ান, চোগা, টুপী লায়েহেঁ, কুছ্, দরকার হ্যায় ?

ভুঁই। (গম্ভীর স্বরে) বড়াদাম্‌কা একঠো চোগা দরকার হ্যায়।

সওদা। বহুৎ বড়িয়া হ্যায় (বস্তা হইতে বাহির করিয়া) আংমে চড়ায় কে দেখিয়ে।

ভুঁই। (দণ্ডায় মান হইয়া পরিধান পূর্ব্বক বক্কেশ্বরের প্রতি) কেমন হে! গায়ে ঠিক্ হোয়েছে না,? বেশ ফেন্‌সী দেখাচ্চে। (সওদাগরের প্রতি) কেত্‌না মুল হোগা সাঁচা কহো ? হাম্ দো বাৎকা আদ্‌মী নেহি। হাম্‌ছে মুলাই মত করো।

সওদা। হুজুর মুলাই নেহি করেঙ্গে। যো ঠো আপ্‌পসন্ কিয়া, ওঠো দোশও পচাত্তর রূপেয়াছে কম্‌তি নেহি হোগা।

ভুঁই। আচ্ছা, তোম্ আজ রাখ্‌কে জানে সেকগে হাম্ জাচাই করেঙ্গে।

সওদা। আচ্ছা হুজুর। জাচাই করিয়ে মগর আংমে দে কে লাট্ না করিয়ে। কাল্ হাম্ আবেঙ্গে।

বক্কে। বা! তোফা জিনিস বটে, যখন আপ্‌নি গায়ে দিয়ে ছিলেন তখন যেন রাজা রাজড়ার মতন দেখাচ্ছিল।

ভুঁই। জিনিস্‌টে ভাল দেখেই তো নিতে ইচ্ছে হচ্ছে, নইলে একশ ডেড়শ টাকা দামের পাঁচ সাতটা চোগা পড়ে আছে। আমি সে সব ইউজ্ করি না।

(নিমাই পোদ্দারের প্রবেশ।)

নিমাই। কি ডাক্তার মশাই, চোগা কিন্‌লেন নাকি ?

ভুঁই। (সহাস্যে) ঘরের টাকা দিয়ে কিন্তে গেলে কি আমাদের চলে ? (হুকা প্রদান) তামাক খান। সাল রুমাল

চোগা যদি কিনে গায়ে দেবো তবে আর ডাক্তারি করি কেন? সেদিনে মৌলবী মোদ্দাফওৎ মিঞার অন্দরে একটী স্ত্রীলোক কে সাপে খেয়েছিল, অনেক রোজায় ঝেড়ে ঝুড়ে কিছু কোর্ত্তে পারে নি। যখন হিমাঙ্গ বাক্‌রোধ হয়েছে চক্ষে পলক্ নাই, কেবল নিশ্বাস টুকু আছে, তখন আমাকে ডাকে। আমি গিয়ে তাকে নানা প্রকার তদ্বির তাগাদা কোরে আরাম করি। মেয়েটির স্বামী দ্বিতীয় শ্রেণীর মুনসুফি করে। সে এই সংবাদ শুনে খুশী হোয়ে সিমলা পাহাড় থেকে ডাকে এই চোগাটী আমাকে রিওয়ার্ড দিয়েছে। এখনি পোষ্ট পিউন দিয়ে গেল। (হাতে করিয়া) বেশ জিনিস। দেখুন না বোধ হয় চার পাঁচ শ টাকার কমে কিন্‌তে পারে নি।

নিমাই। জিনিসটে বেস বটে, সমস্তই সাঁচ্চা কা'জ।

ভুঁই। সাঁচ্চা না হোলে কি ঝুঁট আমাকে দিতে পারে। আমি তো আর হেঁজী পেঁজী ডাক্তার নয় যে একটা কাবুলে চোগা দিয়ে সার্ব্বে।

নিমাই। আজ কাল চল্‌চে কেমন?

ভুঁই। খাবার অবকাশ নাই। শদাবদি কলেরা কেশ আমার হাতে। কাল দশ বার জনকে পথ্য দিয়েছি, আ'জও অনেক কে ব্রথ দিয়েছি, কাল ডায়েড দেবো।

নিমাই। এবারে ওলাউঠা টা আপ্‌নার জন্যেই এসেছিল। এই যে কথায় বলে "কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষ মাস" "কারু ঘর পোড়ে, কারু হাতে নুরো" আপ্‌নাদের তাই। দেশে রোগ হলেই আপ্‌নাদের পচবাঁরো।

ভুঁই। আমরা তো ফাঁকি দিয়ে টাকা নি না। অনেক লেবার কোরে ঔষধ দিয়ে আরাম কোরে তবে কিছু পাই।

নিমাই। হাঁ আপ্‌নাদের ব্যবসাটা মরুই পোরা বামুনের চেয়ে কিছু ভাল। আর সুখের বিষয় এই যে মড়ুক্ বাঁচুক্ নিকাশ দিতে হয় না। উপরান্ত ভিজীটের টাকা ঔষধের দাম কেউ ছারায় নি। পরমায়ু নেই আমি কি কোড়বো বোল্লেই খালাস্।

ভুঁই। (ঈষৎ ক্রোধে) আপ্‌নাদের মতন শাঁকের করাৎ আমরা নই। আপ্‌নাদের কাছে টাকা ভাঙ্গাতে গেলে বাঁটা নাগে গাঁথাতে গেলেও বাঁটা নাগে। গহনা কিন্‌তে গেলে বানি বাঁটা ধরে দিতে হয়, আবার বেঁচ্‌তে গেলেও বাণি বাঁটা বাদ দিতে হয়, চক্ষু লজ্জার লেশ ও নাই।

নিমাই। আমাদের ব্যবসাতে পুঁজি চাই। আগে ঘড় থেকে টাকা বাড় কোল্লে তার পড়ে "নারু নারুলে গুঁরো লাভের মতন" কিছু পাওয়া যায়। আপ্‌নারা যেমন দু পয়সার মেজেণ্টর কিনে লাল কাল হল্‌দে বেগুনি জল তৈয়ার কড়ে দোকান সাজান, আমাদের তেমন হবার যো নাই। বিশেষতঃ আপ্‌নার মতন যাঁরা তাঁহাদের তো সকলই ফাঁকি। খরচ পত্র কোড়ে কালেজে পরতে হয়নি। কেবল—

ভুঁই। (সহাস্তে) রাগ কোর্ব্বেন না তামাসা কোরে বল্‌ছিলেম। আপ্‌নাদের ব্যবসা সকলের চেয়ে ভাল। এমন ব্যবসা কি আর আছে।

নিমাই। না, না, রাগ কোড়ব কেন? কথার পীটে কথা বলতে হয় তাই বোল্লেম। আপনিও রাগ কোড়বেন না আজ আসি।

বঙ্কে। আমরাও আজ আসি। এসহে চালাক দাস।

(বঙ্কেশ্বর ও চালাক দাসের প্রস্থান।)

(প্রহ্লাদ দাস মুদির প্রবেশ।)

প্রহ্লাদ। ডাক্তার মশাই নমস্কার।

ভুঁই। এসো এসো ভাই এসো নমস্কার—নমস্কার আমার কোটী কোটী নমস্কার। (উচ্চৈস্বরে) তপস্বি! তামাক্ দাওহে।

প্রহ্লাদ। ডাক্তর মশাই! আর তো আমার দোকান পাট চলে না। আজ কিছু টাকা দিতেই হবে।

ভুঁই। আজ ভাই কিছুই দিতে পাচ্চিনে, তোমার কাছে আমি বড় লজ্জায় আছি। টাকা হাতে পেলেই তোমাকে দেবো। আজ কাল আমার ভাল চলচে না।

প্রহ্লাদ। ও রকম কথাতো তুমি রোজ বলচ, তোমার যদি না চলে আমি কি কর্ব্বো? আমি তো আর তোমার দায়ী ভাগী নই। আমাকে আজ টাকা দিতেই হবে। আজ এক বছর কাল খোরাক যোগাচ্চি, আজ নয় কাল আজ নয় কাল এই রকম কোরে ওক্তটালি করচো। আর আমি শুনবো না, আজ আমাকে কিছু দিতেই হবে। "আপ্ত রেখে ধর্ম্ম, তবে পিতৃ লোকের কর্ম্ম" আমার দোকান থাকে তো অনেক বেটা খদ্দের জুটবে।

ভুঁই। রাগ কর কেন? আমি কারো সিঙ্গেল পাইস্ দেনা রাখ্‌বো না। আমার যে রকম চল্‌ছিল সে রকম চল্লে কি আর দেনা থাক্‌তো?

প্রহ্লাদ। তোমার চল্‌চেনা একথা কে শুন্‌বে, যার তার কাছে শুনি তোমার খুব চল্‌চে, বেঙ্কে টাকা জমাচ্চ, কেবল আমাকে দেবার বেলাই ঐ কথা।

ভুঁই। কার কাছে শুনেছো ও সব গুজব কথা, মাইরি তোমার দিব্বি আমার যা হোয়েছে তা আমিই জানি। গ্রামের কজন লোকে বিপক্ষ হোয়ে আমার ডাক্ ডোক্ সব বন্ধ করেছে।

প্রহ্লাদ। কে জানে বাবু! তোমাদের ভদ্দর লোকের কথা তোমরাই জান। আমি কিন্তু আজ টাকা না নিয়ে উঠ্‌বো না। উচিং কথা বোলতেই কি? সে দিন রাম পালের ছেলে বোল্লে তোমার কাছে ওষুদের ২০০ টাকা পাবে, বাড়ুয্যে মশাই বোল্লে যে ঘড়ি চেইন না কি কি দিয়েছেন তিনিও অনেক টাকা পাবেন। তুমি তাদের ঘরে এম্‌নি কোরে ভাঁড়াচ্চ তাই তারা তোমার নামে নালিস কোরে তোমার ডিস্পেন্‌চেঙ্গারী বেচে নেবে। আমি গরিব মানুষ নালিস ফরিয়াদ কোর্ত্তে পারবোনা আমাকে আজ টাকা দিতেই হবে। নইলে আমি হতো দেবো।

ভুঁই। (স্বগত) মানুষের সময় একটু খারাপ হলে এমনিই হয়। "হাতি যখন দঁকে পড়ে চাম চিকেতে লাথি মারে" তা "এয়ছা দিন রহে গা নেহি" (প্রকাশ্যে) ওহে প্রহ্লাদ! আমি কারো সিঙ্গেল পাইস্ দেনা রাখ্‌ব না।

(পাঁচী ধোপানীর প্রবেশ।)

পাঁচী। কৈ ডাক্তার বাবু দাও। (হস্ত প্রসারণ)

ভুঁই। আজ হবে না কাল আসিস্।

পাঁচী। (সক্রোধে) আর আমি রোজ রোজ আস্তে পারব না দিতে হয় তো এক্ষুনি দাও, নইলে জবাব দাও। এক বচর কাপড় কাচিয়ে তার পরুছ ছমাস হলো নতুন ধোবা কেড়েচো, এই ছমাস হলো আজ নয় কাল, এব্লা নয় ওব্লা এই রকম কোরে হাঁটাচ্চ, এমন ছেঁচ্ড়া ভদ্দর নোক তো কোথাও দেখিনি।

ভুঁই। (সরোষে) কি পাজি বেটী! যত বড় মুখ তত বড় কথা। আমি তোর ধারি না যা। তোর মেয়ের মৃত্যুর দিনে আমি হাত্ দেখেছিলেম তাইতে শোধ গেছে।

পাঁচী। (হাত মুখ নেঁড়ে) আচ্ছা বেশ কথা, ধার না। বেশ কথা, ধম্ম আছেন বিচার কোরবেন। ধোবার কড়ি না দিলে কি হয় জান না বুঝি? আর জর্ম্মে ধোবার গাদা হতে হবে, ধোবার মোট বইতে হবে। (সরোদনে) হায়! হায়! আমার সালের কোঁড়া মেয়ে খেয়ে খেলিয়ে বেড়াচ্ছিল. অপ্পেয়ে ডেক্‌রা মাগ্‌রেড়ে কি অষুদ খাওয়ালে আর ধড় ফড়িয়ে মরে গেল এখন আবার বলে টাকা পাবো। (বলিতে বলিতে প্রস্থান)

প্রহ্লাদ। (স্বগত) বিদেশী লোককে এত টাকা ধার দিয়ে ভাল কাজ করিনি, শুনেছি ওর ঘর দোর নেই, পরের বাড়িতে থাকে। এদিকেও তো দেনায় নাক পর্য্যন্ত ডুবে গেছে দেখ্‌চি। এর সর্ব্বস্ব বেচলেও তো আমার টাকা

হবে না। (প্রকাশ্যে) কি হবে ডাক্তবাবু! দেবে কি কিছু না পাঁচির মতন কোরবে?

ভুঁই। না না, তুমি আমাকে খাইয়েছ, যথার্থ পাওনা, তোমাকে ফাঁকি দেব না। দশটা দিন সবুর কর, আমি একটা কুষ্ঠ রূগী পেয়েছি, সেটা একটু ভাল হলেই কিছু পাবো।

প্রহ্লাদ। তবেই হয়েছে "থাক্‌রে কুকুর আমার আশে, ভাত দেবো তোকে পৌষ মাসে। মহাব্যাধ আরাম হবে, তার ঠাঞি তুমি টাকা পাবে, তবে আমায় দেবে, "ন মন তেলও হবে না, রাধাও নাচ্‌বে না"

তপস্বি। দাস মশাই! আপ্‌নি টাকার জন্যে ভাববেন না, ডাক্‌তর বাবু তেমন লোক নন, উনি কারেও ফাঁকি দেবেন না। আমিও এক বৎসর হলো একটী পয়সা মাইনে পাইনি, কাযের গতিক দেখে কিছু বল্‌তে পাচ্চিনে। দু মাস হলো একটীও রোগী যোটেনি।

প্রহ্লাদ। কেন? ওদিকে তো খুব চলছেল?

তপস্বি। উনি যে আপ্‌নার মাতায় আপ্‌নি কুড়ুল মেরেচেন, গ্রামের ভদ্রলোকদের সঙ্গে চটাচটী করায় তাঁরা ইহাঁর গোড়ার খবর জেনে আর ডাকেন না। দুলে বাগ্‌দী, জেলে মালা, পোদ্‌ চাঁড়াল, দেখে তো আর টাকা হয় না। তবে "ব'সে না থেকে বেগার খাটী" ঐ অছিলেতে ঘুরে ঘুরে বেড়ান যদি কেউ ডাকে।

প্রহ্লাদ। আচ্ছা আজ আমি যাই, দশ দিন পরে

আস্‌বো। এবার এসে যদি ফিরতে হয় তা হোলে আর ভাল মানুষী থাক্‌বে না।

(প্রস্থান)

ভুঁই। চলহে তপস্বী আমরাও আহার করিগে।

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

ডাক্তরের অন্তঃপুর।

সুলোচনা আসীনা।

সুলোচনা। (স্বগত) আর জন্মে কত পাপই করেছিনু, কত গো হত্যে বেহ্মহত্যে করেছিনু, কত নোকের হওয়া ভাতে ধুল দিয়েছিনু, তাই আমার এমন দুর্দ্দশা। নইলে বাপ মার আদরের মেয়ে হয়ে (সরোদনে) আজ কিনা এক মুটো ভাতের জন্যে লালায়িত হতে হলো। লোকে বলে এইস্ত্রী মেয়েকে একাদশীতে উপুসি থাক্‌তে নেই কিন্তু কাল বিধবারাও যেমন একাদশী কোরেচে আমার ভাগ্যেও তেম্নি ঘটেচে। এই এত খানি বেলা হলো এখনও মা এলেন না, আজও যে কি ঘটবে জানি না। হা পোড়া বিধাতা! দুঃখীকে কি এম্নি কোরেই দুঃখ দিতে হয়?

বিধু ভূষণের প্রবেশ।

(সবিস্ময়ে) কে ও ঠাকুরপো যে! হঠাৎ কোথা

থেকে? মুখ খানি শুকিয়ে গেছে; গায়ে চাদর নেই, এ রকম কেন বল দেখি? কণে বউ কি সঙ্গে এসেচে?

বিধুভূষণ। না না কেউ আসেনি, আমি একলা এসেচি। তুমি চুপ্ করো, গোল করো না; সব বল্‌চি এখনি। উঃ! বড় গ্রীষ্ম হয়েছে, জামাটা খুলে ফেলি (জামা খুলিয়া উপবেশন পূর্ব্বক) বড় তৃষ্ণা হোয়েছে, একটু জল দাও খাই। মা কোথা? নাইতে গেছেন নাকি?

সুলো। মা আজ্ নদিন হলো ঘরে নেই। গেলো বুধবারে গেছেন, আর আজ্ বেস্পতিবার হলো, তবু তাঁর দেখা নেই। আজ আস্‌বেন আজ্ আস্‌বেন কোরে, রোজ রোজ পথপানে চেয়ে থাকি, আর সন্ধ্যা হলেই ঘরের ভিতর গিয়ে খিল্ দিয়ে শুয়ে পড়ি। যে ভয় হয় তা আর তোমাকে কি ব'ল্‌বো। অন্ধকার রাত্ একটী পাতা নড়লে প্রাণটা চম্‌কে চম্‌কে ওঠে। আবার আঁট্‌কুড়ির বেটারা ভয় দেখাবার জন্যে ঢিল ফেলে। আমি ভয়ে জড়-সড় হয়ে বিছানায় মট্‌কামেরে প'ড়ে থাকি। দুঃখের কথা বল্‌ব কি ভাই! রেতে বাইরে বেরুই না, একটা হাঁড়ি রেখেচি—

বিধু। তিনি গেছেন কোথায়? তোমাকে এই নিবান্ধব পুরিতে একলা ফেলে রেখে যাওয়া কি তাঁর ভাল কায হোয়েছে? ঐ জন্যই আমার সঙ্গে তাঁর কখন বনে না।

সুলো। তিনি কি কোর্ব্বেন ভাই! দোকানি ক মাস্ টাকা পায়নি্ বোলে উট্‌নো বন্ধ কোরে দিয়েছে। ঘট্‌টে বাট্‌টে যা ছিল, সব বাঁধাদিয়ে খাওয়া হয়েছে। তবু

খরচ পত্র এলো না। মা নাচার হোয়ে, শেষে তেলের ভাঁড় টী বাঁদা দিয়ে, পাঁচ আনা ধার কোরে, আপ্‌নি চাট্টী পয়সা রাহা খরচ নে গেছেন, আর আমাকে চার্‌ আনার জিনিস্‌ পত্তর কিনে দিয়ে গেছেন, আমি তাতেই কদিন এক সন্ধে কোরে খেয়ে চাল্‌য়িচি। কাল্‌ থেকে আর উনুনে হাঁড়ি চড়েনি, আপ্‌নি উপস্‌ কোরে আছি তাতেও দুঃখ নেই (সরোদনে) তুমি জল চাচ্চো, তোমাকে কি দিয়ে একটু জল দেবো ভেবে তাই ঠিক্‌ কোত্তে পাচ্চি না।

বিধু। উঃ! ভারি তৃষ্ণা হোয়েছে, গলা শুকিয়ে কাট হোয়ে গেছে। (জিহ্বা প্রদর্শন পূর্ব্বক) এই দেখো জিব্‌টে চট্‌ চট্‌ কোর্চ্চে (মুখ চপ্‌ চপ্‌ শব্দ)। আপাতক্‌ একটু সুধু জলই দাও খাই।

সুলো। চলো চলো, ওদিকে পাশের ঘরে চলো। গাছের একটী পাকা নোনা আছে, যার জন্যে শিকেয় তুলে রেখে ছিনু, তাই খেয়ে জল খাবে চলো।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(পুঁটুলি ও বোতল হস্তে ভাগ্যবতীর প্রবেশ।)

ভাগ্য। কৈ বৌমা কোথা গো! ও বৌমা, শিগ্‌গীর আয় বাছা শিগ্‌গীর আয়।

নেপথ্যে। সুলো। কে, মা এলে? যাচ্চি মা যাচ্চি। আ! বাচ্‌নু মা ——

(সুলোচনার প্রবেশ)

এই যে, এত দেরি হলো কেন মা? ওমা! শরীরটে যে আদ্‌খানি হোয়ে গেছে। বিয়ামো হোয়েছিল নাকি?

ভাগ্য। না মা! বিয়ামো-সিঁয়ামো কিছু হয়নি। (সজল নয়নে) এ পোড়া কপালীর কি আর রোগ আছে, না মরণ আছে; পোড়ার মুখো যোম্‌রা আমাকে ভুলে গেছে।

সুলো। তবে এত দেরি হলো কেন মা?

ভাগ্য। ওমা! আমি যে দিন গেছি, সেই দিনেই বিদেয় হোয়ে এয়েছি। পথে ভারি বিপদে পড়ে ছিনু মা! প্রাণটা গেছ্‌ল আর কি, (সরোদনে) আর দেখা হতোনা মা, জর্ম্মের মতন আমাকে দেশ ছাড়া হতে হতো।

সুলো। কেন মা! কি হয়েছেল মা বলো?

ভাগ্য। হলো কি, যাবামাত্রেই গুইরাম আমাকে বিদেয় কোরে দিলে। আমি তেলের বোতল্‌ আর পুঁটুলিটী নিয়ে এদিক্‌ ওদিক্‌ চাইতে চাইতে ধীরি ধীরি আস্‌চি, এমন সময় একটী ছেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌তে আস্‌তে বল্লে, মা! তুমি কোথা যাবে? আমি বল্লেম বাবা, নিশ্চিন্দিপুরে যাবো। সে বল্লে এসো মা আমিও ঐ পথ দিয়ে ধরমপুরে যাবো। আমার গাড়ী ভাড়া করা আছে, তাতেই বেশ্‌ যাবে এখন। এই বোলে গাড়ীর কাছে গিয়ে, আগে আমাকে তুলে দিয়ে, তারপর আপ্‌নি চ'ড়ে, গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। আমি পথ হাঁটার পর গাড়ীতে খুব বাতাস্‌ পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিনু। ঘুম ভেঙ্গে গেলে পর দেখি, যে একটা মস্ত তেতালা বাড়ির ভেতর গাড়ী খানা ডাঁড়িয়ে রয়েছে।

সুলো। সেটা কাদের বাড়ী মা?

ভাগ্য। সে টা কারু বাড়ী নয় মা, সে টা একটা কুলি-

আপিস্। তারপর সেই ছেলেটী এসে বল্লে, মা! এই খানে নাব, এ গাড়ী খানা আর যাবে না। আমি আর এক খানা গাড়ী ডেকে আনি। সে এই ব'লে চলে গেলো। পরে শুনলুম্ যে, সে আমাকে কুলী আপিসে বেচে পালিয়েছে। এমন্ সময় একটী বাবু সেই খানে আসায় আমি তার হাতে ধোরে কাঁদতে লাগনু। আর বল্নু যে বাবা! আমি ভদ্দর নোকের মেয়ে বিপদে পড়িচি, তুমি আমার ধরম বাপ্, আমাকে রক্ষে কর। দোহাই ধর্ম্মের, আমি এর কিছুই জানি না। সেই বাবুটী বড় ভাল মানুষ, আমাকে বল্লেন মা! কেঁদো না চুপ্ করো। সাহেব যখন আস্‌বেন, তখন্ তুমি তাঁকে এইসকল কথা আগাগোড়া খুলে ব'লো তা হলেই তিনি তোমাকে ছেড়ে দেবেন্। সেই দিন থেকে সাহেব আসেন্ নি বাবুটী আমাকে রোজ রোজ খাবার দাবার যোগাড় কোরে দিতেন্। আমি প্রথম দুদিন কেবল্ দুদ্, কলা, ডাব্ আর গঙ্গাজল খেয়ে ছিলুম। মনে করে ছিনু সাহেবদের বাড়ীতে ছত্তিশ জেতের সঙ্গে রেঁদে খাবনা, কিন্তু কি করি পোড়া পেট্ যে বোঝে না, শেষে নাচার হোয়ে রেঁদে খেতুন্। বাবুটী কিন্তু বেশ্ ভদ্দর। ভদ্দর যাকে বল্‌তে হয়। এই রূপ ক'রে তো কদিন কেটে গেলো, তারপর কাল্ দুপুর বেলায় সাহেব এসে, সব্ নোককে জাহাদে তুলে দিতে নাগ্‌লো, এই দেখে আমার আত্মাপুরুষ শুকিয়ে গেলো, আমাতে আর আমি নেই। ভয়ে খুব্ ডুক্‌রি পীটে কাঁদ্‌তে লাগনু। বাবুটী সাহেবকে বলে কয়ে আমাকে ছাড়িয়ে দিলে। আমি তক্ষুনি, মা সুবচনী কে প্রণাম কোরে বেরিয়ে পড়নু। কাল একাদশী ছিল কিছু

খেতে হয়নি। পথে বাগ্দীদের ঘরে কেবল শুয়ে ছিনু। ভোর বেলা কাগ্ কোকীল না ডাকৃতে ডাকৃতে উঠে বেরিয়েচি। আস্তে আস্তে, টিকুতে টিকুতে, আস্‌তে এতটা বেলা হলো। তেষ্টায় বুক্ শুকিয়ে গেছে মা, আর কথা কইতে পাচ্চিনে। ওদিকের ঘরে তক্তপোষের উপর নড়্‌চে কে ?

স্থলো। ঠাকুর পো এসেছেন যে ?

ভাগ্য। কে, বিধুভূষণ, কবে এসেচে ?

স্থলো। এই তোমার আস্‌বার একটুকু আগে এসে, জল খেয়ে শুয়েছেন তাঁর পরেই তুমি এয়েচো।

ভাগ্য। কণে বউমা এয়েছে কি ?

স্থলো। না, উনি এক পর্ব্ব কোরে পালিয়ে এসেচেন।

ভাগ্য। (সবিস্ময়ে) কি গো, কি কাণ্ড কোরে এয়েছে ভেঙ্গে চুরে বল্ মা। শুনে আমার প্রাণটা কেমন্ কোরে উঠ্‌লো।

স্থলো। উনি তো বল্লেন বাবু, সত্যি মিথ্যে ধর্ম্ম জানেন্ বল্লেন কি, একজন কামারদের একটী বিয়ের কণেকে গয়নার লোভে কে মেরে ফেলে ওঁদের রান্নাঘরের জলের জালার নীচে পুঁতে রেখে গেছ্‌লো। গিরিন্দের মুখে খপর পেয়ে, পুলিসের নোক এসে, ঘর খুঁড়ে, মরা মেয়েটীকে বার্ কোরেচে। দৈবাৎ জলের জালাটা ভেঙ্গে পড়ায়, গয়না গুলো সব বেরিয়ে পড়েচে। কণেবউ তাই দেখে, ভয়ে কোথায় পালিয়ে গেছে, তার খোঁজ খপর নেই। উনি পাইখানা যাবার নাম কোরে পুলিসের কাছে থেকে লুকিয়ে পালিয়ে এয়েচেন।

ভাগ্য। যাগ্, মা মঙ্গলচণ্ডীর আশীর্ব্বাদে, আমার ঘরের ছেলে ঘরে এয়েছে, এই আমার পরম ভাগ্যি। ও বেঁচে থাক্‌লে আমার সব্ হবে। কণেবউকে খুঁজে না পাই তো আর একটা বিয়ে দেবো। (গাত্রোৎথান পূর্ব্বক) যাই মা, ঘাটে পা—টা ধুয়ে আসিগে। বিধু ঘুমুচ্চে একটু ঘুমুগ্, এখন উঠিয়ে কায নেই ; ও আপ্‌না হোতে উঠ্‌লে পরে সব কথা শুন্‌বো। (প্রস্থান।)

(শরৎ নাপিত্‌নীর প্রবেশ।)

শর। হেঁ লা বড়্‌কি ? তোদের বাড়ীতে ডুলি কোরে কে এলো লা ?

সুলো। তুই কি দিনের বেলা স্বপন দেখ্‌চিস্ নাকি ? ডুলি আবার দেখ্‌লি কোথা ? মা তো এখনি হেঁটে এলেন; তাই বুঝি ঠাট্টা কর্চ্চিস্ ?

শর। না ভাই, মাকে কি আমি ঠাট্টা কোর্ত্তে পারি ; উনি কি আমার ঠাট্টা তামাসার নোক। মা তো এক্ষুনি এলেন দেখিচি, ডুলি এয়েচে প্রায় চার ডণ্ড হবে।

সুলো। ও আমার মুখে আগুণ ; হেঁ লো হেঁ ; এত-ক্ষণে মনে পড়েছে ; ঠাকুর পো এয়েচেন যে, তিনিই হয়তো ডুলিচোরে এসে থাক্‌বেন।

শর। কেন ? ওঁযার কি বিয়ামো হয়েচে নাকি ?

সুলো। না ভাই, বিয়ামো হয়নি, সে অনেক কথা ; (ধীরে ধীরে) উনি পুলিস থেকে ডুলিকোরে পালিয়ে এয়েচেন্। দেখিস্ ভাই ! সাবধান, মনের কথা তোকেই বোল্লেম ; তুই যেন কারু কাছে ফুটে ফেলিস্ নি।

শর। কি আপদ্, আমি কি পাগল না হাউড়, আমাকে কি তুই জানিস্ না। আমি তেমন মেয়ে নই! এর কথাটী ওকে বল্লা, ওর কথাটী তাকে বলা, তেমন্ দোচালা মেয়ে মানুষ আমি নই। তুই যে কথা বল্লি, একথা কি কারেও বল্‌তে আছে। যাই ভাই (গমনোদ্যত)

(বিধুভূষণের প্রবেশ।)

বিধু। কে শরো না কি? ও শরো! ডাঁড়া ডাঁড়া, একটা কথা বলি শোন্। তোর দাদা কোথা?

শর। তিনি ভাত্ খেয়ে আঁচাচ্চেন্ দেখে এয়েচি।

বিধু। তুই গিয়েই আমার নাম কোরে পাঠিয়ে দিস্। আমার দাড়ী গোঁফ্‌টা বড়,বড় হোয়েছে, ফেলে দিতে হবে। মাতাটাও ভারি গরম হোয়েচে, নেড়া হতে হবে। অতি অবশ্য অবশ্য পাঠিয়ে দিস্। যেন ভুলিস্ নি।

শর। আচ্ছা, যেয়েই পাঠিয়ে দেবো। একি ভোল্‌বার কথা।

(প্রস্থান।)

(ভাগ্যবতীর পুনঃ প্রবেশ।)

ভাগ্য। (ধীরে ধীরে) উঃ! ঢের পাহারাওয়ালা এসে আমাদের বাড়ির চার দিকে ডাঁড়িয়ে রয়েচে। শরো নাপ্‌তিনী এখান থেকে গিয়ে, চুপি চুপি হাত্ মুখ্ নেড়ে, তাদের সঙ্গে কি কথা কোচ্চে, আর এক্ এক্ বার আমাদের বাড়ির দিকে তাকাচ্চে। কি কথা বোল্‌চে ধর্ম্ম জানেন্। ওরতো অসাধ্যি কায নেই, ও নোকের সর্ব্বনাশ কোর্ত্তে পারে।

বিধু। (মাতাকে প্রণাম পূর্ব্বক) বোধ হয় আমাকে ধরবার জন্যেই এসেছে।

ভাগ্য। কেন বাবা! তোমাকে ধোর্ব্বে কেন? বালাই! সত্রু দুষমুন্ কে ধরুক্।

বিধু। ছোট লোকের মেয়েকে হঠাৎ দেখা দেওয়াটা ভাল হয় নি। বেটীই বা চর হোয়ে এসেছিল। যাহোক্ মা! আমি এখন মেয়ের মতন কাপড় পোরে, পাশের ঘরে শুয়ে থাকি গে; যদি পুলিসের লোক জন কেউ এসে, তবে এই কথাটা ব'লো, যে এবাড়িতে পুরুষেরা কেউ নাই। ছেলেরা সব বিদেশে চাকরী কোত্তে গেছে। (বিধুর প্রস্থান।)

ভাগ্য। হেঁ গা বউমা! রান্না বান্নার কি হোয়েচে?

সুলো। (সরোদনে) কি বল্‌ব মা! কাল থেকে ঘরে কিছুই নেই। কাল বিধবাদের একাদশী গেছে, আমারও একাদশী গেছে, সমস্ত দিন—রেতের মধ্যে একমুটো ভাত যোটেনি। আজ এতখানি বেলা হলো এখনো একমুটো জলপান পর্য্যন্ত খেতে পাই নি। গাছের একটী পাকা নোনা তোমার জন্যে তোলাছিল, ঠাকুরপোকে সেইটী দিয়ে জল খেতে দিয়েছিনু। আমি কেবল নেয়ে এইচি; এখন পর্য্যন্ত বাসী মুখে জল দি নি।

ভাগ্য। আহা! বাছার আমার, তাই মুখ্‌খানি শুকিয়ে আম্‌সি পানা হয়ে রয়েচে! যাই এখুনি দোকানিকে দুটো টাকা ফেলে দিয়ে; চাল, ডাল, নুন্, তেল, ঝাল মস্‌লা সব আনি গে।

(জমাদারের প্রবেশ। সুলোচনার প্রস্থান।)

জমাদার। ওগো বাছা! এ বাড়ির বাবুটী কোথায়?

ভাগ্য। (অবগুণ্ঠনবতী হইয়া) তুমি এই মেয়ে ছেলের পুরিতে কেন এলে বাপু? বাইরে ডাড়াও গে। এবাড়ির পুরুষেরা কেউ ঘরে নেই, সব্বাই চাক্‌রী কোর্ত্তে গেছে। তুমি এক্ষুণি চলে যাও। মেয়ে মানুষের বাড়ীর ভেতর ঢোকবার কোম্পানির হুকুম নেই। বেরবে তো বেরোও, নইলে আমি টেকো রঠ্‌ঠাকুরকে ডাক্‌ব, তিনি এলে ভারি মুস্কিল হবে।

জমাদার। আচ্ছা, তাঁকে ডাকনা তিনি এলেতো ভালই হয়।

ভাগ্য। তোমার যে বড় জোর জোর কথা দেখ্‌চি। মেয়ে মানুষের বাড়ি থেকে চলে যাওনা। এবাড়ীতে পুরুষ কেউ নেই।

জমা। পুরুষ যদি নাই, তো ঐ জামাটী কার?

ভাগ্য। (ভয়ে জড় সড় হইয়া) তাই তো, ও জামাটা কার? ও জামাটা কার। হেঁগা বউ মা ও জামাটা কার?

জমা। আচ্ছা, আমি আস্‌তে উঠে গেলেন, ও মেয়েটী কে?

ভাগ্য। উটি আমার বড় বউ।

জমা। ঐ ঘরের ভিতর গিয়ে, ফুস্ ফুস্ কোরে যাঁর সঙ্গে কথা কোচ্ছেন উনি কে?

ভাগ্য। উটি আমার ছোট মেয়ে।

জমা। আচ্ছা, ওনাদের এক্ এক্ কোরে আমার সুমুখ দিয়ে ও ঘর্ থেকে অন্য ঘরে যেতে বলো।

ভাগ্য কেন, ওরা ভদ্দরনোকের বউ, ভদ্দরনোকের মেয়ে, তোমার সাক্ষেতে বেরুবে কেন ?

জমা। (চাপরাস্ প্রদর্শন পূর্ব্বক) ওগো বাছা ! আমি পুলিসের জমাদার তা জান ? এখনো ভাল মান্ষী কোরে বল্‌চি, ওনাদের এক্ এক্ কোরে আমার সুমুখ দিয়ে এঘর থেকে ওঘরে যেতে বলো, যদি না যান্, আমি এখনি জোর কোরে টেনে বার কর্ব্বো :

ভাগ্য। তা জোর কোরে বার কোর্ত্তে হবে কেন বাবা ! ওরা আপ্‌নারাই যাচ্চে।

জমা। এখন পথে এসো, কেমন্ কাল্ পড়েচে "সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরয় না।" মিষ্টি কথায় কায হয় না।

ভাগ্য। ও গো বউমা ! তোমরা এক্ এক্ কোরে ও ঘর থেকে বেরিয়ে, এদিকের ঘরে যাও।

(সুলোচনার গমন।)

জমা। ইনিকে ? এনার নাম্ কি ?

ভাগ্য। উনি আমার ঘরের লক্ষ্মী বড় বউ, ওর নাম সুরূপসী সুলোচনা।

(বিধুর গমন।)

জমা। এটী কে ? নাম কি ?

ভাগ্য। এটী আমার ছোট মেয়ে বিধু——

জমা। এনার মাতায় খোঁপা নেই কেন ?

বিধু। আমি বৈরাগে গিয়ে, মাতা মুড়িয়ে এসেছি (পলায়নে উদ্যত)।

(জমাদার হুইসেল্ দিবামাত্র পাহারাওয়ালা গণের প্রবেশ ও পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার ।)

জমাদার। কি বাবু! মেয়ে সেজে, ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছিলে? পুলিস্‌কে ফাঁকি দেওয়া বড় শক্ত কথা।

ধকল্ সিংহ। কেঁউ রে শালা! পাইখানাকা নাম কর্‌কে ভাগ্ আয়া, আবি ক্যা হোগা, তেরা কোন্ বাবা রাখেগা।

আলালদ্দিন। শালা! হামারা হাত্‌সে ভাগ্‌কে আয়ো। হামারা নকুরী ছোড়ানে কা ফিকির কিয়াথা। চল্ শালা জল্‌দি চল্ (ধাক্কা মারিয়া) তেরা বাপ্‌কা পাস্ চল্। (প্রহার।)

ভাগ্য। ও বাবা! মেরোনা মেরোনা, ও আমার রোগা ছেলে; এত বেলা হলো এখনও খেতে পায়নি, মারলে এখনি ভোক্‌ছানি লেগে মারা যাবে। (জমাদারের হস্তে দুটী টাকা প্রদান) তোমার হাতে ধরি, মেরেনা বাবা! মার্ত্তে বারণ করো বাবা!

জমাদার। এ ভাই! ধঁওকল সিং! আওর মারো মত্। যো হুয়া সো হুয়া; বাঁধ্‌কে লে চলো। উয়ো জ্যায়ছা কাম্ কিয়া, হাকিম্ ওস্‌কা সাজাই দেঙ্গে।

বিধু। (সরোদনে) ও ভাই! পাহারাওয়ালা! একটী বার ছেড়ে দাও। মাকে প্রণাম করি, জন্মের মতন মায়ের পায়ের ধুলো নি। (পায়ের ধুলা লওনে উদ্যত)।

আলালদ্দিন। চল্‌বে শালা চল্, আবি ভকত হো গেয়া। উধার আদ্‌মি কো খুন্ কিয়া, জেওরাৎ লেলিয়া, আবি পাঁওকা ধুলা খায়ে গা। চল্ শালা চল্ (প্রহার ও বন্ধন করিয়া লইয়া গমন। পুরস্ত্রীগণের রোদন।)

যবনিকাপতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

বিপিন বাবুর বৈঠক খানা।

বিপিন, গিরিধর, ঘনশ্যাম, হরিসুন্দর, রাম হরি উপস্থিত।

গিরিধর। আর তো এমন অন্যায় অত্যাচার জুয়াচুরী দেখ্‌তে পারা যায় না। যেমন মেলেরিয়স্‌ ফিভারের জ্বালায় লোকে অস্থির, তেম্নি নেহাত্‌ হাতুড়ে, খোঁটা মুগুরে, ভুঁইফোঁড় ডাক্তর যুটে লোককে ধনে প্রাণে নষ্ট কোরচে, যাতে এই হাড়্‌হাবাতে লক্ষীছাড়া হাতুড়ে বেটারা চিকিৎসা কোর্ত্তে না পারে, তার একটা উপায় করা উচিত, নইলে অচিরেই দেশটা উৎসন্ন যাবে।

বিপিন। ঠিক বলেছ ভাই! হাতুড়ে ডাক্তরকে দেখান চেয়ে, রোগীকে সাগু মিছ্‌রি খাইয়ে, ফেলে রাখা ভাল। জ্বর বিচ্ছেদে দু চার মোড়া কুইনাইন দিলেই সেরে ওঠে। হাতুড়ের হাতে পড়্‌লে আর নিস্তার নাই। সেদিন বিশে ময়রা, জ্বরের সময় দু একটা ভুল বকেছিল দেখে তার মা ভয়ে ভয়ে ভুঁইফোঁড়কে ডেকে আনে। সে এসেই বোল্লে বিকার হোয়েছে। আর পাঁচ মিনিট্‌ পরে আমাকে ডাক্‌লে, আমি ছেড়ে আমার চৌদ্দপুরুষ এলেও বাঁচাতে পারতেম না। যা হোগ্‌ এখনও একটু সময় আছে। শীঘ্র নাপীত্‌ ডেকে এনে মাতাটা মুড়িয়ে দাও, বরফের জল ঢালো, আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় এই ঔষধ খাওয়াও। দাঁতের গোড়ায় একটু যদি বেদনা হয়, তা হোলে সানে আছ্‌ড়ালেও মর্‌বে না।

আহা! এখন্ তার মুখ্ এসেছে। ক্রমাগত লাল্ ঝর্‌চে, কথা কইতে পারে না, দাঁতের গোড়ার মাংস, খ'সে খ'সে পড়্‌ছে, গলায় এম্‌নি ঘা হোয়েছে, যে, কিছুই গিল্‌তে পারে না, জীবন সংশয় হোয়ে উঠেছে। এদিকে আবার "পচা আদার ঝাল্ ভারি" ভিজিটের আঁটুনী খুব্ আছে। যতক্ষণ টাকা না পান্, ততক্ষণ ওঠেন্ না।

হরিসুন্দর। জান না "নির্ব্বিষ সাপের কুল পানা চক্র" ওদের, পেটে যদি বিদ্যা থাক্‌তো, তা হলে ওরা পৃথিবীকে সরা খানা দেখ্‌তো। ওদের ঘরে যে, লোকে, শমন কিঙ্কর বলে, তা মিথ্যা নয়। আমি সে দিন্, চাঁড়াল্ পাড়ায়, রাজ মিস্ত্রী ডাক্‌তে গিয়ে দেখি, নসে চাঁড়ালের উঠনে, একটা টুলের উপরে, ভুঁইফোঁড় ডাক্তার বসে, কলা বাল্‌দোর হুঁকোতে তামাক্ খাচ্চে, আর গম্ভীর ভাবে, মাতা নেড়ে নেড়ে, বাজ্‌খাঁই স্বরে, আত্মশ্লাঘা যুড়ে দিয়েছে। বল্‌চে কি জান? জমীদার মহাশয়দের বাড়ীতে আমার একাধিপত্য, দেওয়ান্‌জীর বাড়ীতে, মুনশীর বাড়িতে, আমার মাসহারা বরাদ্দ আছে, সমস্ত চাকর নফর আমার মুটোর ভেতর। আমার, খাবার অবকাশ নাই, এই জন্যে আমি, গাঁয়ের ভেতর, রোগী দেখ্‌তে, আস্‌তে পারি না। আমি যে পাড়াতে, কি যে বাড়ীতে, একবার ঢুক্‌বো, সেখানে কি আর অন্য ডাক্তরকে কেউ গ্রাহ্য কর্ব্বে। সেখানে আর কারু কল্‌কে পাবার যো নাই। তবে কি জান, তোম্‌রা, গরিব লোক, গরিবের উপকার করা পরম ধর্ম্ম, তাই আমি তোমরা ডাক্‌লেই, এখানে আসি। গ্রামের ভদ্র লোকেরা,

আমাকে ডেকে পায় না। এইরূপ্ বোল্‌চে, আর চারিদিকে কতকগুলি মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে, হাঁ কোরে শুন্‌চে। এমন সময়ে রোগীর বাপ্, থালা ঘটী বন্ধক দিয়ে, তিনটী টাকা এনে; ভিজিটের এক টাকা, ঔষধের দু টাকা, ডাক্তরকে দিয়ে, যোড় হাত কোরে বোল্লে বাবা! ছেলেটী আরাম হবে তো? ভুঁইফোঁড় টাকা গুলিন পকেটে ফেলে, বোল্লে ভয় কি, ওতো আরাম হোয়েছে, কাল্ পথ্য দেবো। এই কথা বোলে চলে গেলো। আমি একটু ঘুরে, বাড়ি আস্‌চি এমন সময় দেখি, যে কান্না উঠেছে। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করাতে, শুন্‌লেম্ যে, ছেলেটীর মৃত্যু হয়েছে। চাঁড়ালেরা ভুঁইফোঁড়ের চৌদ্দ পুরুষকে উদ্ধার কর্‌ছে।

ঘনশ্যাম। ভুঁইফোড় নাকি অস্ত্র চিকিৎসাও করে?

গিরিধর। করে বই কি, সকল বিষয়েই পণ্ডিত। সে দিন্, একটী মুছলমানের মেয়ে, বঁটীতে পড়ে, পেট্‌টা চিরে গিয়ে, নাড়ি ভুঁড়ি বেরিয়ে পড়ে। তারা, ভুঁই ফোড়কে নিয়ে যায়। বাবুর, দেখেই চক্ষুস্থির। তথাপি সাহসে ভর কোরে বোল্লে, যে, আর একটু পেট্‌টা না চির্‌লে, নাড়ী ভিতরে যাবে না। নাড়ী সকল হাওয়া পেয়ে ফুলে উঠেছে। গৃহস্থ বোল্লে বাবা! যাতে বাঁচে তাই কর। ভুঁইফোড় তখন্ পকেট্ থেকে, চাকু ছুরী বার্ কোরে, পেটের চাম্‌ড়া খানিক চিরে, বালিসের খোলের ভেতর, নেক্‌ড়া পোরার মত, নাড়ী গুলো গুঁজে গুঁজে দিয়ে, ছুঁচ সুতাতে সেলাই কোরে, প্রস্থান করে। মেয়েটীর চিৎকার ও গেংরানীতে পাড়া ফেটে যেতে লাগ্‌লো, কিন্তু প্রাণের আশায়, সকলেই

সেটা, সহ্য কোরে থাক্‌লো। ক্ষণকাল পরেই, মেয়েটী একেবারে, যন্ত্রণার হাত হোতে মুক্ত হোয়ে, পরলোকে গেলো।

ঘনশ্যাম। আহা! হা! তবে কেন ও যমদুতকে লোকে ডাকে?।

রামহরি। তুমি তো বোল্লে, কেন ডাকে? বিপদ যখন্ পড়ে, তখন লোকের জ্ঞান থাকে না। বদে জানা, ভীমে নস্কর, বুদো বাগ্দীকে ডেকে দেখায়।

গিরিধর। ওর আরো অনেক গুণ আছে। সেদিন, রামপ্রাণ চাটুর্য্যের, ভারি গাত্রদাহ হোয়েছিল, জ্বালায় ছট্‌ফট্ কোচ্চে দেখে, তার বাপ্ ভুঁই ফোড়কে ডেকে আনে। ভুঁই ফোড় দেখে বোল্লে, এ জ্বালা আমি এখনি ভাল কোরে দিচ্ছি, গোটা কতক, পচা মান্ ডাঁটা আনুন, একটা লিলিমেণ্ট তৈয়ার কোরে দি। এই বোলে পকেট্ থেকে, খানিক্ কর্পূর বার্ কোরে, মান্ ডাঁটার রসে মিলিয়ে, যেমন গায়ে মাখিয়ে দিলে, অম্‌নি চিড়্‌বিড়্ কোরে চুল্‌কে উঠ্‌লো। "গোদের উপর বিষ ফোড়া" বামুণের ছেলে তো, বাপ্‌রে মলেম্‌রে কোরে, চিৎকার কোর্ত্তে লাগ্‌লো, ভুঁই ফোড় বোল্লে "বিষে বিষক্ষয়" এখনি সেরে যাবে, বোলেই প্রস্থান। সে এখন রোগ ছেড়ে, ঔষধ সঙ্কটে পড়েচে। সমস্ত অঙ্গে যেন বোড়া সাপের গরল হয়েছে।

বিপিন। বটে? বেটা মরেচে বটে? আমাকে সেদিন্ ভুঁইফোড় ডাক্তর জিজ্ঞাসা কোল্লে, যে, তোমার দাদার গাত্র দাহ, ডাক্তর চন্দ্র কি দিয়ে আরাম কোল্লেন? আমি হাস্‌তে হাস্‌তে তামাসা কোরে বোল্লেম্ যে, তাঁর মুষ্টিযোগ

বড় চমৎকার, পচা মান্ডাঁটার রস আর কেম্ফর মিলিয়ে, গায়ে মাখিয়ে দিতে বল্লেন। যেমন দেওয়া গেলো, অম্নি যেন আগুনে জল দিয়ে নিবান হলো। তাই শুনেই বেটা সত্য মনে কোরে, বামুণটার সর্ব্বনাশ কোরেছে। অমন্ আস্ত গরু তো আর দেখা যায় না। আরে মর্, চিকিৎসা কর্ব্বি তো একটু শেখ্, কেবল ফাঁকি দিয়ে কি এ কায চলে।

(ধীর চাঁদের প্রবেশ)

ধীর। (সহাস্যে) আচ্ছা হোয়েচে, বেশ হোয়েচে, যেমন "কুকুর তেম্নি মুগুর" হোয়েছে, "দশ দিন চোরের এক দিন সাধুর," "বারে বারে মুর্গী খেয়ে গেছে ধান, এই বারে মুর্গীর বধিবে পরাণ" বেটা যেমন্ বদ্মাইস্, তেম্নি হোয়েছে।

গিরিধর। কি হে! ব্যাপার কি? আগে বলো, তার পর হেসো। কোথাও কিছু নেই, আপ্নিই যে হেসে ঢলে পড়্লে দেখ্‌চি।

ধীর। ভারি হাসির কথা, বড্ড মজা হোয়েছে। শুন্লেম্, ভুঁইফোঁড় ডাক্তার, বলাই বাগ্দীর স্ত্রীকে দেখ্তে গিয়ে, গোপনে কি খারাপ কথা বোলেছিল। বলাই ঐ কথা শুনে অব্দি, গায়ের ঝাল্ গায়ে মেরে, চুপ্ কোরেছিল। রাত্রি এক প্রহরের সময় গিয়ে, হাঁপাতে হাঁপাতে বোল্লে, ডাক্তার বাবু, ঝট্‌কোরে আসুন, ঝট্‌কোরে আসুন, রুগী সাঁজ বেলা থেকে ছট্‌ফট্ কোচ্চে, আর আপ্নাকে ডাক্‌তে বল্‌ছে। ভুঁইফোঁড় আহ্লাদে আট্‌খানা হোয়ে, তৎক্ষণাৎ গোঁফে দাড়িতে আতর দিয়ে, ছড়ি হাতে নিয়ে বল্লে, চল চল

তবে যাই চল। এই বোলে দ্রুতবেগে, তার আগে আগে যেতে লাগ্‌লো। বলায় রাগে গা গিস্‌ গিস্‌ কোচ্ছিল, সে আর থাক্‌তে না পেরে, মাঠের মাঝখানে, তেমাথা পথে ফেলে, কীচকবধের মতন "প্রহারেণ ধনঞ্জয়" কোরেছে। গাঁয়ের অনেকেই তা টের পেয়েছে, কিন্তু ভুঁইফোড় চালাক্ কম্ নয়, কিল্ খেয়ে কিল্ চুরী কোরেছে। উত্থান্ শক্তি নাই, মড়ার মতন বিছানায় পড়ে আছে, তথাপি লোকে, জিজ্ঞাসা কোর্‌লে বল্‌ছে যে, কাল্ রাত্রে ঘোঁড়া থেকে ভারি পড়ে গিয়েছি।

গিরিধর। মরে নাই? তবে আর মেরেছে কি? অমন্ মার তো ওর অভরণ। ও রকম প্রায়ই ওর ভাগ্যে ঘটে থাকে। পাঁচ ছমাস হলো, গোরাচাঁদ দাসের মেয়েমানুষের সঙ্গে ফুক্‌কুড়ি কর্‌ছিল দেখে, সে ধমাধম্ উত্তম মধ্যম দিয়েছিল, চুণের ঘরে মুখ্ রগুড়ে দিয়েছিল, সেই অব্‌ধি, আর সে দিক্ মাড়ায় না।

ধীর। এবারে আর গোরাচাঁদ দাস নয়, বাগ্‌দীর জোওয়ান্ কুঁৎকেচে, হাড় পিসে গেছে, এবারে ছ মাস ঝোল্ ভাত খেতে হবে।

গিরি। বেটার হাড় বড় শক্ত হে! ওর গুঁতো গাঁতায় কিছু হবে না। ও তো আর বড় মানুষের ছেলে নয়, যে মাখমের মত শরীর, অল্পে কষ্ট হবে? আমি শুনেছি ও নিতান্ত গরিবের ছেলে, ওর বাপ্ ভারি নেসা খোর ছিল, গুলি গাঁজা আফিং মদ কিছু আর বাকি ছিল না। তার গা শুঁক্‌লে লোকের নেসা হতো, নেসার জন্যে শেষ দশাতে

ঘটীটে বাটীটে পর্য্যন্ত বেচে সাবাড় করে। সর্ব্বশেষে স্ত্রীর মাথার চুল কেটে, বিক্রী কোরে যায়। ওর মা, ধান্ ভেনে রাঁধুনি গিরি কোরে, ওকে একটু বড় করে। ও বড় হোয়ে, একজন ডাক্তারের কাছে খান্সামা ছিল। সেই-খানে ঔষধ কুট্‌তে কুট্‌তে, ওর হাড় গুঁড়ো হোয়ে গেছে, ওর হাতে আজও কড়া পড়ে আছে। সামান্য কিল্ লাথ চড়ে কি ওর সানায়।

ঘনশ্যাম। "লক্ষ্মী ছাড়ার কথা ডাগর" বেটার লম্বা লম্বা আস্ফালনের কথা শুনেছ? ডিস্পেন্সরীতে গিয়ে বস্‌লেই দেখ্‌বে, কটা বওয়াটে ছোঁড়াকে নিয়ে, কেবল আষাড়ে গল্প ঝাড়চে, রাজা রুজি মারচে। পেটেতো ক অক্ষর মহামাংস। কথায় কথায় বলে, সেক্সপীয়ার এই কথা বোলেছেন, মিল্‌টন এই কথা লিখেছেন, কমট্, মিল্, বাইরণ, এই কথা বলেছেন। আমি মিলের, মত্ ফলো করি। ডাক্তারিতে আমাকে, বাঙ্গালিদের সঙ্গে তুলনা কোর্‌লে, সেটা আমাকে গাল্ দেওয়া হয়। ডাক্তর গুডিবের সঙ্গে বরং আমার তুলনা কল্লে, এক দিন্ চল্‌তে পারে। আমি অনেক ভারি ভারি সিরিয়েস কেস আরাম কোরেছি। ওলাউঠাতে, আমাকে ধন্বন্তরি বোল্লেই হয়। কাটা ছেঁড়াতে আমি অদ্বিতীয়। উদরী আরাম কোর্ত্তে, আমার মতন কেহই পার্ব্বে না। একটা উদরী রোগীকে, এক ডোস্ ঔষধ খাওয়ালেম্, আর সে একেবারে হুড় হুড় কোরে, এক মোণ ডেড় মোন প্রস্রাব কোল্লে। এক দিনেই আরাম। এইরূপ লাথ্ পচাশী কোরচে আর হাত পা নাড়চে। ছোঁড়া গুলো

থ হোয়ে, ভেল্ ভেল্ কোরে চেয়ে,যেন কথাগুলো গিল্‌চে। বাবুর যেমন চেহারা, তেমনি পোশাক, ঠিক যেন আলাদী দরজীর নানা, ফজু খান্‌সামা, বোতল খানায় বসে তামাক্ খাচ্চে।

হরিস্থ। ও সব ছোঁড়ারা, ওখানে বসে বসে কি করে?

ধীর। গুড়ুক ফোঁকে, আর গাঁজা চরসের শ্রাদ্ধ করে। আগে আগে একটু একটু সিদ্ধি টিদ্ধি খেতো, এখন আর তাতে সানায়না, প্রায় সকল ছোঁড়াই মদ খেতে শিখেছে। ভুঁইফোড়ের তো আর ডাক্ ডোক্ নেই, ভিজিটও যোটে না, ওষুধ ও বিক্রী হয়না, এখন গোপনে মদ বেচ্‌তে আরম্ভ কোরেচে। মিছামিছি একখানা পিস্কৃপসন লিখে, সই কোরিয়ে লয়, আর মদ দেয়। ছোঁড়ারাও এমনি মৌতাতি নেসাখোর হয়েছে যে, একদিন না হোলে আর চলেনা। রেতেরবেলা চুপী চুপী ধারে খেয়ে যায়, দিনের বেলা বাড়ি থেকে চুরি চামারি কোরে, কেউবা স্কুলে মাহিনা দিতে হবে বোলে, টাকা এনে, মান বজায় করে।

গিরিধর। তবে তো বেটাকে পুলিসে ধরিয়ে দিলে হয়?

ধীর। ধরাবে কেমন কোরে? ও তো আর আপ্‌নার অনুগত মৌতাতি ছোকরা ভিন্ন, অন্য কারেও মদ বেচেনা। যারা খায়, তারা বোল্‌বে আমরা সুঁড়ির দোকানে কিনে খাই। ও বেটা কি কম্ চালাক্? কিছু মাত্র লেখাপড়া জানে না, তবু দেখো কেমন লোক কে ঠকিয়ে খাচ্চে।

(নেপথ্যে গোল, ও হেমেন্দ্রের প্রবেশ।)

ঘনশ্যাম। ওহে! হেমেন্দ্র। রাস্তায় গোল কিসের হে?

হেমেন্দ্র। ভারি মজা হোয়েছে, তাই আমি বোলতে এলেম। মালা পাড়ায়, একটী পঁচিশ বচ্ছরের ছেলের, ওলাউঠা হোয়েছিল; সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন রমেশ বাবু, অনেক দেখে শুনে, বলে গিয়েছিলেন "হোপ লেস কেশ" কিন্তু ভুঁই ফোড়, সেই রোগীকে দেখে বলে যে, এ রুগী বেশ আছে, কখনই মর্ব্বে না। এ যদি মরে তো আমি এ দাড়ি রাখব না, এইরূপ আশা দিয়ে, দশ টাকা ফুরণ কোরে, তার অর্দ্ধেক নিয়ে যেমন বাড়ি থেকে বেরিয়ে, খানিক দূর চলে এসেছে অম্‌নি রোগী খাবি খেতে লাগলো। এই দেখে, মালা পাড়ার গুণ্ডরা, ভুঁই ফোড়কে ধরে, পীট্‌বে বোলে, ধর শালাকে ধর, ধর শালাকে ধর, বোল্‌তে বোল্‌তে হোই হোই কোরে্ দল বেধে ছুটেছে, আর ভুঁই ফোড়, সেই বেটো ঘোড়াতে চড়ে, সপাসপ্ কোরে, কঞ্চির খাড়ি, পীট্‌তে পীট্‌তে প্রাণ নিয়ে দৌড়েছে। মালারা, ধোত্তে পাল্লে আজ্ খুন কোরে ফেল্‌বে।

ঘন। (ব্যস্ত হইয়া) তবে চল চল, তামাসাটা দেখা যাগ্‌গে।

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

চতুর্থ অঙ্ক।

সব্‌লোট্‌ হাল্‌দারের একচালা।

দলপতি, অগ্নিশর্ম্মা আসিন।

(ভুঁইফোড় ডাক্তর ও বক্কেশ্বরের প্রবেশ।)

দলপতি। দুটী যে মাণিক্‌যোড় দেখ্‌তে পাই। একদণ্ড ছাড়াছাড়ি নেই, যেখানে দেখি সেইখানেই দুটীতে আছো। তবে কোথা ছিলে বল দেখি? কদিন দেখ্‌তে পাইনি কেন?

ভুঁইফোড়। আজ্ঞে, কোথা আর থাক্‌বো, ঐ শ্রীচরণের কাদা হো'য়ে লেগেই আছি, চরণ পানে দিষ্ট কোল্লেই দেখ্‌তে পান। আমি কোথা থাকি, তা মহাশয়ের জান্‌তে তো বাকী নেই, তথাপি নিবেদন করি শ্রবণ করুন।

বহুপদা, পদ্য।

যেখানে পুষ্প, সেই খানেই সৌরব।
যেখানে কুরুক্ষেত্র. সেইখানেই কৌরব্‌॥
যেখানে ধন, সেইখানেই গৌরব্‌।
যেখানে পাপ, সেইখানেই রৌরব্‌॥
যেখানে পীঠস্থান, সেইখানেই ভৈরব্‌।
যেখানে ভেড়া, সেইখানেই ভ্যাভ্যা রব্‌॥
যেখানে দর্জ্জী, সেইখানেই কাঁচি।
যেখানে ঘা, ছে, সেইখানেই মাচি॥

যেখানে রথ, সেইখানেই কাচি।
যেখানে শরুদী, সেইখানেই হাঁচি॥
যেখানে চাচা, সেইখানেই চাচী।
যেখানে পেঁচো, সেইখানেই পাঁচী॥

যেখানে নৌকা, সেইখানেই মাজি।
যেখানে ডাল, সেইখানেই ভাজি॥
যেখানে সাদী, সেইখানেই কাজী।
যেখানে মোচ্ছব, সেইখানেই বাবাজী॥
যেখানে বিবাহ, সেইখানেই বাজি।
যেখানে মক্কা, সেইখানেই হাজী॥

যেখানে দোল, সেইখানেই ফাগ্।
যেখানে জঙ্গল, সেইখানেই বাগ্॥
যেখানে ভাত্ ছড়ান, সেইখানেই কাগ্।
যেখানে কাঙ্গাল, সেইখানেই শাগ্॥
যেখানে কালীপূজা, সেইখানেই ছাগ্।
যেখানে দেইজি, সেইখানেই ভাগ্॥
যেখানে পীলে, সেইখানেই দাগ্।
যেখানে মস্তরাম, সেইখানেই রাগ্॥

যেখানে হাট্, সেইখানেই গোল্।
যেখানে অধ্যাপক্, সেইখানেই টোল্॥
যেখানে সঙ্কীর্ত্তন, সেইখানেই খোল্।
যেখানে মাতা মুড়ান, সেইখানেই ঘোল্॥

যেখানে ভুতের ভয়. সেইখানেই রামবোল্।
যেখানে সন্ন্যাসী, সেইখানেই কম্বল্॥
যেখানে অরুচি, সেইখানেই অম্বল্।
যেখানে দই, সেইখানেই দম্বল্॥

যেখানে গরীব, সেইখানেই কুঁড়ে।
যেখানে জগন্নাথ, সেইখানেই উড়ে॥
যেখানে দাতব্য, সেইখানেই কুড়ে।
যেখানে টাকাকড়ি, সেইখানেই ভুঁড়ে॥
যেখানে দুগ্ধ, সেইখানেই কেঁড়ে।
যেখানে বুযোচ্ছ্গ্গু, সেইখানেই এড়েঁ॥
যেখানে দাঁত্ নাই, সেইখানেই মেড়ে।
যেখানে বাবাঠাকুর, সেইখানেই দেড়ে॥
যেখানে হুচুক্, সেইখানেই নেড়ে।
যেখানে ল্যাজ্কাটা, সেইখানেই বেঁড়ে॥

যেখানে স্কুল, সেইখানেই মাষ্টার।
যেখানে রুগী, সেইখানেই ডাক্তার॥
যেখানে রোকড়, সেইখানেই পোদ্দার।
যেখানে ফাঁড়ি, সেইখানেই জমাদ্দার॥
যেখানে পেটীকোট্, সেইখানেই দেনাদার।
যেখানে জেলখানা, সেইখানেই একাকার॥

যেখানে কুম্ভকার, সেইখানেই চাক্।
যেখানে পানাপুকুর, সেইখানেই পাঁক্॥

যেখানে মুখ, সেইখানেই নাক্।
যেখানে গাজন, সেইখানেই ঢাক্॥
যেখানে চৌকিদার, সেইখানেই হাঁক।
যেখানে রোগী, সেইখানেই আক্॥
যেখানে ঠাকুর, সেইখানেই শাঁক্।
যেখানে খোলার ঘর, সেইখানেই ফাঁক্॥
যেখানে লক্ষ্মীছাড়া, সেইখানেই জাঁক্।

যেখানে মধু, সেইখানে ভোম্‌রা।
যেখানে একপুত্র, সেইখানেই যোম্‌রা।
যেখানে দলাদলী, সেইখানেই আম্‌রা।

দলপতি। (সহাস্যে) বা! বা! অতিচমৎকার হোয়েছে।

ভুঁই। মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে, আমি মাইকেলী ছন্দেও ঢের পদ্য রচনা কোরেছি।

দল। একটা বল না, শোনা যাগ্।

ভুঁই। (ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক) শুনুন, তবে বলি।

মাইকেলি ছন্দ।

শুন, শিশুরাম, ভাই! শুন, মন দিয়ে।
ব্রাহ্মণের, পদধূলি, নেবে, এঁটে এঁটে॥
মনসাধে, দুইবেলা, ক'সে খাবে তুমি।
হইবে শরীর, ঠিক ভোঁদড়ের মত॥

পেন্নাম্ করিবে, পথে, ঘাটে, বিপ্রবরে।
পূজিবে, গো, বিপ্রে, দ্বিজে, প্রহ্লাদ য়েমতি ॥
গাভীগণ, পুচ্ছ তুলি, করে চেঁচায়ন।
শুনিলে, মধুর বুলি, প্রাণ ওঠে কেঁদে ॥
হায় রে! এহেন, হরি,নাম উশ্চারণে।
হইওনা আলস্য, যত দিন, বেঁচে থাকো ॥
সবিনয়ে, বলি ভাই! শুনহ, বিশেষঃ।
অনায়াসে, চ'লে যাবে, যম্‌কে, দিয়ে, ফাঁকি ॥

অগ্নি। আর বিদ্যে ফলাতে (থক্ থক্ থক্) হবে না, খুব হোয়েছে। আরো কিছু আছে নাকি? (থক্ থক্ থক্)

ভুঁই। আজ্ঞে, হাঁ, অনেক আছে। আপ্‌নি আমার কেরাণী পুরাণ দেখেন্ নি। অতি চমৎকার সুমিষ্টি হোয়েছে। সেখানি আমার কল্‌কাতার একটী সুরসিক পরমবন্ধু লোক্‌কে দিয়েছি, তিনি তাই বিক্রী কোরে, বেশ্ দশটাকা পাচ্চেন। তার পরে সংপ্রতি জয়দেবের গীত গোবিন্দ রচনা কোরেছি, শীগ্‌গীরই ছাপাবো।

বঙ্কে। আমি এখন্ আসি। বিলের টাকা আদায় করিগে যাই।

ভুঁই। চট্ কোরে ফিরে এসো। বেঙ্কে টাকা জমা দিতে যেতে হবে। এতো টাকা ডিস্পেন্‌সারীতে, ফাঁকা জায়গায় ফেলে রাখাটা ভাল নয়। আইরনচেষ্ট হোলে কি হয়, চোরেরা, অনায়াসে সিন্ধুক সমেত নে পালাতে পারে।

(বঙ্কেশ্বরের প্রস্থান)

(দলপতির প্রতি।)

আমি বরাবর, ব'লে আস্‌চি যে, এই বেলা একটা কিছু করুন; নইলে গাছের শেকড়, বেশী বস্‌লে, আর টেনে তোলা যাবেনা, তখন কুড়ুল খন্তার দরকার হবে।

দলপতি। ওদের মধ্যে মানুষ কে বলো না? যে কটা ছোঁড়া যুটেছে, তাদের একটু চক্ষু রাঙ্গিয়ে, দুটো দাব্‌ড়ি দিলেই, কাপড়ে চোপড়ে অসামাল্‌ হোয়ে প'ড়্‌বে।

ভুঁই। আজ্ঞে না, ওরা বড় ছোঁড়া নয়, ভারি জেঠা, ইঁচড়ে পাকা ছেলে, ধম্‌কানীতে কিছু হবে না। ওদের ভাল কোরে শাসিত কোর্ত্তে হবে।

(আর্যধর্ম্ম মর্ম্ম বিস্তারিণী সভার সম্পাদকের প্রবেশ)

আসুন্‌ আসুন্‌, হরিদাস বাবু আসুন্‌, প্রণাম! দলপতি মশাইকে, সেই সব্‌ কথা বল্‌ছি।

হরিদাস। হরি হরি; ভালই তো। সেটা তো কোর্ত্তেই হবে; না কল্লে আর হিঁদুআনি থাকে না। একবার, সবাই উঠে পড়ে, লাগ্‌লে কে কোথা ছুটে পালাবে, তার ঠিকানা থাক্‌বেনা।

দলপতি। কি কোল্লে ভাল হয়, বল দেখি?

হরি। নাপিত্‌ বন্ধ কোরে দিন্‌, আর কেউ যেন বেটাদের হুঁকো ছিলিম না দেয়, এই কথা সকলকে বোলে দিন্‌। বেটারা কিছু দিন্‌, এক্‌ ঘরে হয়ে থাকুক্‌, তা হলেই জব্দ হবে।

অগ্নিশর্ম্মা। ভেলা মোর ভাইরে! খুব্‌ জব্দ কোর্ব্বে বটে? তুমি কি তাদের, দশঘরকেই এক ঘরে কর্ব্বে নাকি?

তারা, ওতে ভূরায় না। হুঁকো বন্ধ কর্ব্বে কার? তারা কেউই তামাক্ খায় না। নাপিতের তো দরকারই নেই, সকলেই দাড়ি রেখেচে।

ভুঁইফোড়। রাখুক্ দাড়ি, নাপিত্ খুঁজতেই হবে। তাদের গুষ্টীশুদ্ধ তো আর বেম্মজ্ঞানী নয়?

(মস্তরাম চৌধুরীর প্রবেশ।)

মস্ত। প্রেন্নাম বিপ্পোচরণে।

দলপতি। (দক্ষিণ হস্তোত্তলন করিয়া) কল্যান হোগ্। অনেক দিনের পর দেখা হলো, তবে ভাল আছত? কর্ম্ম কায চল্‌চে কেমন্? (উচ্চৈস্বরে) হাল্দার ও হাল্‌দার একবার তামাক্ দে যা।

মস্তরাম। (তোত্‌লা স্বরে) মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে ভ ভ বড় ছেলেটীর, ফ ফ পরকাল হোয়েচে, ছো ছো ছোট্টীকে নিয়ে, যমে মান্‌ষে টা টা টানা টানি কোচ্চে ছা ছা চাক্‌রীটে রা রাগ্‌কোরে ছে ছে ছেড়ে দিচি। ঝা ঝা যাগ্‌গে, বেঁ বেঁচে থাকিতো ঢেঢে ঢের চাক্‌রী যুট্‌বে। অনেকেই খো খো খোষামোদ কোচ্চে, ছে ছে ছেলেটার জন্যে কো কো কোথাও যাইনি। হা হা আজ এ একটা খ খ কথা ভ ভ বল্‌তে এ এইচি।

হরি। কথা টা কি? আমাদের সাক্ষাতে বল্‌তে কি বাধা আছে?

মস্ত। ভ ভ বল্‌ব বই কি? থো থো তোমারই ঝ ঝ জজ্‌মানের কথা। ভ ভ বলি ঐ, ঘি ঘি গিরের মা মা মা মোরেচে, খা খা কাল্ তার ঘা ঘা ঘাট্। হে হে এই

সময় তা তার মা না নাপিত্ ভভ বন্দ কোল্লে ভা ভালো হয় না ?

হরি। ঐ কথাই এখনি হোচ্ছিল।

ভুঁই। আপ্নি যা বোলেছেন, ঐ বেস্‌টো প্লান্. ধোবা নাপিত্ হুঁকো, এবং ছিলিম্ বন্ধ কোল্লেই কাবু হবে।

মস্ত। হা হা আমি, ঘি ঘি গিরেকে আর তার থা থা কাকাকে, ঢে ঢে ডেকে এই চি। হে হে এক্ষুনি আস্‌বে, থা থা তাকে একটু, থ থ কড়্কে নিতে হবে।

(সব্লোট্ হালদার, হুঁকা অগ্নিশর্ম্মারহস্তে প্রদান পূর্ব্বক দণ্ডায়মান।)

অগ্নি। (তামাক্ খাইতে খাইতে) বেশী কড়্কালে চল্‌বে না। (কাশীতে কাশীতে) অল্প দড়ীতে বেশী জিনিস বাঁধতে গেলে, টান্‌তে টান্‌তে (খক্ খক্ খক্) ছোটা ছিঁড়ে যায়। (খক্ খক্ খক্)

ভুঁই। যায় গেলো, ও রকম লোক, দলে থাকা চেয়ে না থাকাই ভালো।

মস্ত। (ভুঁইফোড়ের প্রতি) থো থো তোমার ভেয়ের থি থি কি হলো ?

ভুঁই। তার দ্বিপান্তরের হুকুম হয়েছে। হাকিম্ বেটা ভারি বজ্জাত্, কোন ওজর শুন্‌লেনা। যুড়িরে কেউ কেউ, নাট গিল্টী, বোলেছেল, কিন্তু ক বেটা বেহ্মজ্ঞানী যুড়ি ছেলো, তারা ঘুস্ খেয়ে, গিল্টী দিলে। আমার উকীল বোল্লেন্, বেহ্মজ্ঞানী বেটাদের জ্বালায় আর মাম্‌লা মকর্দ্দমার সুখ্‌নেই। (স্পর্দ্ধার সহিত) আমিও, নাছোড়্ বান্দা, সহজে

ছাড়্‌চিনা; হাইকোর্টে, ফুল বেঞ্চে, মোশিয়ান্ কোরিচি। আমার উকীল, শচীন্দ্র বাবু, আর কনিং সাহেব, বোলে-চেন, এ মকর্দ্দমা, তিন্ তুড়িতে ফায়ার কোরে দেবো।

মন্ত। থো থো তোমার সেই ভা ভা ভাদ্দর বউটীকে খুঁ খুঁ খুঁজে পেয়েচ কি?

ভুঁই। না, এখনও পাওয়া যায়নি। তবে সন্ধান পেয়েছি, পশ্চিমে এক্ বেটা বেহ্মজ্ঞানীর বাসাতে আছে। আমি আন্‌বার চেষ্টা পেয়েছিনু, কিন্তু শুন্‌তে পাচ্চি যে, ছোঁড়ার, দ্বিপান্তরের হুকুম হয়েছে শুনে, তারা, বিয়ে দেবার চেষ্টা কোচ্চে। তাই ভাব্‌চি, আন্‌ব কি না।

হরি। দূর দূর দূর হোগ্‌গে, আর তাকে এনে কায নেই, যে, ব্রহ্মজ্ঞানীর ভাত্ খেয়েছে, তাকে কি আর আন্‌তে আছে। আবার যখন তাকে, বিয়ে করবার লোভ দেখি-য়েছে, তখন কি আর তার জাত্‌ কুল কিছু আছে? তার মুখ্‌ দে'খো না। এমন্ সোনার চাঁদ ভাই যে পথে গেছে, বউও সেই পথে যাগ্‌।

ভুঁই। বেশ বলেছেন, যদি ভাইকে খালাস্ কর্ত্তে পারি, তখন তার আর একটা বে দেবো।

হরি। তা বইকি, সেই বেটীর, গয়নার জন্যেই তো এই কু-কায করেছেল। নইলে, তার চরিত্র তো এমন্ খারাপ্ নয়। মদ্‌টা আস্‌টা খেতো বটে, কিন্তু তার প্রাণটা বড় খোলসা ছেলো।

মন্ত। হা হাঁ, আমিতো ঐ জন্যেই, ভে ভে বেহ্মজ্ঞা-

নীদের উপর, হে হে এতো·চটা। ঝে ঝে যেতো খারাপ্ কায আছে, তা স·স সব ঐ বেটারা করে।

(নিরক্ষর মণ্ডলের প্রবেশ)

নির। পেন্নাম বিপ্পো চন্নে। (মন্তরামের প্রতি) ওরে বাবা! একবার ঘরে আয়না। রাত্ দিন্ দলাদলী কোরে বেড়াবি,তো ঘর চল্‌বে কিসে? খাবি কি? দলাদলি কোরে কোরে, দশ জনের মন্নিতে প'ড়ে, বেটাটা গেলো,—কম্মোটা গেলো, ছোট ছেলেটা শুষ্‌চে, তবু কি তোর চেত্‌না হলো না? বদে জানা এয়েছে। সে বোল্লে রোগ্‌টা বাতিক শেলেষ্মা বিগের। যদি ছেলে বাঁচাতে চাও, তো একটী নগদ্, বাঁদা আহুলি ছাড়ো, ও রোগ্ ঝেমন, আক্‌খেতের পাতি শেলের মতন, ঘুপ্‌টী মেরে বসে আছে, আমিও তেম্নি বিলিতি ডালকুত্তার বাচ্ছার মতন তেঁতুলে বড়ি ঝেড়ে দেবো, রোগের বাবাকে টেনে বার্ করে দেবে।

মন্ত। থ থ তবে আর আমাকে, ঝে ঝে যেতে হবে কেন? থু থু তুমিই গিয়ে একটা হা হা আধুলি দাও গে।

নিরক্ষর। আমি কোথা পাবো?

মন্ত। ঘ ঘ ঘরের ভেতর সা সা সাঙ্গার উপুরে, বে বেতের ফে ফে পেড়াটা আছে, তার মধ্যে, হে হে একটী টীনের কোটোতে, হে হে একটি আহুলি আর ধু ধু দুটী পয়সা আছে, সেই আধুলিটী দাওগে।

ভুঁই। আমি বর্ত্তমান থাক্‌তে, বদেকে ডাক্‌লে কেন? আমাকে খপর দিলেই তো হতো। না হক্ আধুলিটে, জলে ফেল্‌বে। ওদের ওযুধে কিছুই হবে না।

নিরক্ষর। না বাপু! তোমাদের চেয়ে, বদে ঢের ভালো, ও তিকিচ্ছেও জানে, ঝাড় ফুঁক্‌ও জানে, টোট্‌কা টাট্‌কিও জানে। ওর মুষ্টিযোগ বড় মাত্‌বর।

(নিরক্ষর মণ্ডলের প্রস্থান)

মস্ত। (ভুঁই ফোড়ের প্রতি) ধে ধে দেখুন্‌, ভ ভ বদে জানার, থেঁ থেঁ তেঁতুলে বড়ী, বড় ও ও ওস্তাদ। খু খু খুব থেঁ থেঁ তেঁতুল খেতে দ্যায়, ধে ধে দেদার তেল মা মা মাখ্‌তে দ্যায়, ফা ফা পান্তা ভাত খেতে দ্যায়, শী শী শীগ্‌গীর আরাম করে।

(টেঁপু ঘোষ ও গিরিধরের প্রবেশ।)

দলপতি। এসো এসো টেঁপু এসো। তুমি আস্‌বে বোলে, অনেক্ষণ থেকে, আমরা সবাই বসে আছি।

টেঁপু। প্রণাম বিপ্র চরণে। একলা প্রাণি, নানান্ ঝন্‌ঝাট্‌, যাই যাই কোরে, বেরুতে বেরুতে, এতো বেলা হয়ে উঠ্‌লো। একখানা কোওয়ালা লিখ্‌তে হবে, তাই আছলু মিঞা, ডাক্‌তে এয়েছেলো, তাকে বোলে কোয়ে বিদেয় কোরেই আস্‌চি। সব দিক্ বজায় রাখাতো চাই।

ভুঁই। (দলপতির কাণে কাণে) দেখলেন্ মশাই, গিরিধর, আপ্‌নাদের প্রণাম কোল্লে না। ঐ বেটাই যত নষ্টের গোড়া। ঐ তো সব ছেলেদের খারাপ্ কোচ্চে, ওকে এবার জব্দ কোর্ত্তেই হবে।

টেঁপু। এই তো পুরুৎ বাবাঠাকুর আছেন, মস্তরাম চৌধুরী ভায়াও আছেন, সকলেই আছেন। এখন কি কর্ত্তব্য, একটা অনুমতি করুন ?

দলপতি। (ক্ষণকাল পরে) সকলেই চুপ্ কোরে রইলে যে, কেউই কথা কোচ্ছনা, মানে কি? "যায় শত্রু পরে পরে" না কি?

ভুঁই। বল না, মন্তরাম বাবু বলো না, "পেটে ক্ষিদে মুখে নাজ্, এ কুটুমে কি কাজ্" পষ্ট কথা, বলে ফেলো। এতে আর, ঢাক্ ঢাক্, গুড়্ গুড়্ কি?

অগ্নি। নাচ্তে নেবে আর (থক্ থক্ থক্) ঘোম্-টাতে কায কি? (থক্ থক্ থক্) কাশীটের জ্বালায় গেলুম, বড়ো বড়ো ডাক্তার আছেন, কেবল টাকা গেঁড়াদিতে, গরিব ব্রাহ্মণকে, একটু ঔষধ দিতে পারেন না। বড় কোল্লে পেটের পুত, (থক্ থক্ থক্)।

মন্ত। ভ ভ বলবো আর কি? ভে ভে বেহ্মজ্ঞানীদের সঙ্গে, হা হা আম্রা চল্বো না।

টেঁপু। গিরিধর তো আর ব্রহ্মজ্ঞানী নয়, তবে পাঁচ জনের সঙ্গে, একবার একবার ব্রহ্মসভায় যায়, এই মাত্র। না হয় আর নাই যাবে।

গিরি। ব্রহ্ম সভায় বক্তৃতা শুন্তে যাই, তাতে আর দোষটা কি? বেশ্যালয়ে সৌণ্ডিকালয়ে যারা যাচ্চে, মুসল-মানের খানা খাচ্চে, মদ খেয়ে মাত্লামী কোরে বেড়াচ্চে, তাদের বেলা আপ্নারা কিছু বলেন না, যারা মদ খায়না, মাত্লামী করেনা, বেশ্যালয়কে নরক মনে করে, তারাই কি দোষী হলো? ধন্য বিচার!

দলপতি। তারাতো, তোমাদের মতন, ধর্ম্ম ত্যাগ করে নি। তারা পিতৃ পুরুষদের, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই মানে, দেবতা

ব্রাহ্মণকে ভক্তি করে। লুকিয়ে, কে কোথা কি করে, তা ধোর্ত্তে গেলে চলে না। প্রকাশ্যে করাটাই হোচ্চে দোষ।

ভুঁই। চিকিৎসা শাস্ত্রে লেখা আছে, "লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়" লুকিয়ে কে কি করে তা ধোর্ত্তে নেই।

মস্ত। লু লু লুকিয়ে, তুইও, স স সব্ কর্‌গে যা। কেউ ঝি ঝি জিজ্ঞাসা কোল্লে বলিস্, হা হা আমি, খ খ করিনি।

গিরি। মিথ্যা কথা বলা কি ভদ্র লোকের উচিৎ?

মস্ত। ভে ভে বেটা আমার, স সত্যবাদি যুধিষ্ঠীর। ম ম্ম মহাভারতে, লেখা আছে জানিস্? রা রা রাজা যুধিষ্টীর ধ ধ ধর্ম্মপুত্র হোয়ে, ভি ভি বিরাট রাজার কাছে, মি মি মিথ্যে বলেছেন্।

গিরি। আজ্ঞে হাঁ, সেই জন্য তাঁকে, নরক দর্শন কোর্ত্তেও হয়েছিল।

ভুঁই। (মস্তরামের প্রতি) ওদের ঘরে, কথায় আঁটতে পার্ব্বেন না। আসল কথা, যা বল্‌তে হয় বোলে ফেলুন্। বেলাটা অধিকান্ত হোয়েছে। মধ্যন্ন উত্‌রে গেছে।

হরি। তাই বটে, বাঁজা কথায় ফল কি? আসল কথা বোলে দাও। শুনে চলে যাক্। একঘরে হোয়ে, থাক্‌তে চায়, থাকুগ্‌গে।

মস্ত। দে দে দেখ টেঁপুদাদা! থো থো তোমার খাতিরেই, হা হা আমার মে ম্মে মেটাবার চেষ্টা, নইলে আমি, হো হো ওদের একঘরে কত্তুন।

গিরি। কি অপরাধে, একঘরে কোর্ত্তেন? যাদের বউ বেরিয়ে গিয়ে ছত্রিশ জেতের ভাত্ খেলে, মেয়ে বেরিয়ে

গিয়ে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন কোল্লে, যারা জেলখানায় হাড়ী, মূচি, জেলে, মালা, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতির সঙ্গে ভাত্ খেয়ে এলো, একত্রে বাস কোরে এলো, তারা একঘরে হলোনা ; যারা হরিনাম কোরে বেড়াবে তারাই একঘরে হবে।

মন্ত। (সক্রোধে)। হ হ হরি নাম কোল্লে কি হে হে একঘরে হতে হয়। ঝে ঝে যে বেম্ম সভায় যাবে, ভে ভে বেম্ম নাম কোর্ব্বে, সেই এক ঘরে হবে।

গিরি। যারা মালা গলায় দ্যায় না, টীকি রাখে না, তিলক্ করে না, মদ খায়, মাংস খায়, বদমাইসের চূড়ান্ত, তারাই যদি, মুখে হরি হরি বোল্লে ভাললোক হয়, যারা বেশ্যাশক্ত, কুচরিত্র ; যারা নিত্য লোকের সর্ব্বনাশ করে, মিথ্যা সাক্ষী দেয়, জুয়াচুরী করে, তাদের হরিনামই হরি-নাম ? ব্রহ্মজ্ঞানীদের হরিনাম কি, হরিনাম নয় নাকি ?

ভুঁই। তোমরা কি, বসুদৈবকিনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে, হরি বল, না মানুষ বলে ঠাট্টা কর ?

গিরি। যাও যাও, তোমার আর অডাক্ মধ্যস্থ হোত্তে হবে না। তোমার কথার জবাব দেব না। তুমি কে হে! উড়ে এসে যুড়ে বসেছ ? বিদেশীয় লোক তুমি, তোমার কথা কয়ে কাজ কি ? মান্ না মান্, তেরা বাড়ীমে ম্যাজ্‌মান” তোর কথায় কায কি বব্বু।

ভুঁই। তুমিই তো, গ্রামের ছেলে গুলোকে, খারাপ্ কোল্লে ?

গিরি। খুব কোরেছি, তোর বাবার কি ? তুই বল্‌বার কে ?

টেঁপু। ও গিরিধর, করো কি? থাম না। ওর সঙ্গে তোমার, ঝগড়ায় কায কি? (ভুঁই ফোড়ের প্রতি) ডাক্তার মশাই, তুমি থামো থামো। তুমি আপ্‌নি বিদিশী লোক, আমাঘরের কথায়, কথা কোয়ে কায কি?

ভুঁই। আমি, কি বোল্‌তে, উনি কি বল্লেন্, শুন্‌লেন্ তো? আমি কি অমঙ্গল কথা বলিচি।

হরি। যেতে দিন, ডাক্তার মশাই, রাগ্ কোর্ব্বেন না। সব ছেলে মানুষের কথা ধোর্ত্তে নেই, ওরা কাল্‌কের ছেলে, হাল্‌কা বুদ্ধি, কি বোল্লে কি হয়, তা কি জানে। আপ্‌নি কি বস্তু, ওরা তা কি বুঝবে। "রাখালের হাতে শাল গেরামের মরণ" জানেন্ তো?

ভুঁই। না না, আমি কি রাগ্‌বার লোক, রাগ কর্ব্বো কেন? আমাকে ওরা, কত ঠাট্টা বিদ্রুপ করে, আমি কি তা গায়ে মাখি? আপনারা যাহয় একটা শেষ বেশ করুন। আমি আসি। বেলাটা অনেক হয়েছে। আমি গিয়ে আজ রাজকুমারের পথ্যের ব্যবস্থা কর্ব্বো।

(ভুঁইফোড়ের প্রস্থান।)

অগ্নি। শালা চামার, ডুগড়্যার চ্যাং। (থক্ থক্ থক্) "যে পাতে খায়, সেই পাতই ছেড়ে" যায় (থক্ থক্ থক্) যার সঙ্গে দশদিন বেড়াবে, তারই সঙ্গে শেষে ঝগড়া করে (থক্ থক্ থক্)।

দলপতি। ওহে টেঁপু! আমাদের সকলেরই এই মত স্থির হয়েছে, ব্রহ্ম সভায়, যে যাবে, তাকেই প্রাশ্চিত্তির কোর্ত্তে হবে। গোবোর খেতে হবে। তা হলেই তাকে দলে

লওয়া যাবে, নইলে তাকে নিয়ে আমরা চলবোনা। বুঝ লে তো ?

(রণকালী দেবীর প্রবেশ।)

রণ। এই যে, এক পাড়া ছেড়ে, আর এক পাড়ায় এসে, বসে আছেন। ওয়ার জন্যে আমার, লজ্জা সরম কিছু রইল না। পাড়াময় খুঁজে খুঁজে হায়রান্ হোয়ে—

দল। কি জ্বালা, তোমাকে এখানে আস্তে, কে বোল্লে ? তুমি এখানে কেন ? যাও যাও, বাড়ী যাও, আমি যাচ্ছি।

রণ। (সরোষে) এখানে এনু সাধ কোরে, আমার পায়ের সুড়সুড়ুনি, ভাংতে। বল্তে একটু নজ্জাও হয় না। দলা দলিতে, মাত্লে তো হুস্ থাকে না।দেখ বাবা ! হরিদাস ! কাল রাত্রে, বিয়াই এয়েছে। ব্রাহ্মণ, রেত্রে কিছু খায়নি। বোল্লে অবেলায় নেমন্তন্ন খেইচি, ক্ষিদে নেই, এক ঘটী জল একটী পান দাও। তোমাকে বলতেই কি বাবা ! ভগবান মান রক্ষে করেছেন। ঘরে যাছিল, সব খেয়েদেয়ে, নিশ্চিন্দি হইচি, এমন সময়, তিনি এলেন। এক ঘটী, জলও যে কি দিয়ে ব্রাহ্মণকে দেবো, তাই ভেবে অস্থির। হরি রক্ষে কোল্লেন, এমন সময় ছেলেটা, হরি সভা থেকে বাতাসা আন্লে, তোমার কল্লেনে, তাই দিয়েই এক ঘটী জল দিনু। পান ছেলনা, বঙ্কার মাসীর কাছ থেকে, একটা পান চেয়ে এনে, মান রক্ষে করেছি। আজ এতো খানি বেলা, উনি রইলেন এখানে বসে। জানেন্ ঘরে তিনের তেরো নেই, বিয়াই বাড়ীতে, কাল অবধি রাৎ উপুসি রয়েছে। এতে কি মুখ্ দে বেরোয় বলোনা—

দল। কি আপদ্, তুমি যাওনা, আমি যাচ্চি বল্‌চি, তবু হয় না ? এমন বদ্ মেয়ে মানুষ তো কোথাও দেখিনি বাবু।

রণ। আমি তোমার, আপদ্ বৈ কি ? আগে যারা ছেলো, তারা তোমার নক্ষী ছেলো। আমিই আপদ হইচি। (সরোদনে) ছেলে বেলা থেকে, এক সন্ধে, একবেলা খেয়ে, খেটে খেটে, শরীল্‌টে দড়ি হয়ে গেলো, কি ছিনু কি হইচি, তবু একটু যশ নেই, বল্লেন কি না আপদ। হায় ! হায় ! আমার পোড়া কপাল আর কি। সে দিনে ছনুর মা, আমাকে দেখে বোল্লে, বামুন দিদি ! তোমাকে যে আর, চেনা যায় না। কাট হয়ে গেছো যে। রূপ যেন জাত্ হরুণীতে হ'রে নে গেছে।

দল। যাওনা, মিছে গেজর গেজর কর্চ্চো কেন ?

রণ। দলা দলি কোরে, লোকের সাঁপ মন্নি কুড়িয়ে, খুব লাভ হয় কি না। সোনার চাঁদ ছেলেরা, বেহ্ম সভা কোরেছে, উপসনা করে, কেত্তন কোরে বেড়ায়, তা এদেঁর বুকে সয় না। (সরোদনে) আপ্‌নার সালের কোঁড়া, মোটা সোটা, দোহারা, দাহারা ছেলে, কুসঙ্গে যুটে, মদ খেয়ে ছাত্ থেকে পড়ে, মারা গেলো ; যে গুণো আছে তারাও মানুষ হলো না। এক্ এক্ দিন্ মদ খেয়ে, যে কাণ্ডটা করে, তা দেখেও, নোকের ভাল ভাল ছেলেদের সঙ্গে নেগেই আছেন। এতে কি পাপ হবে না ? গিরিধর, সোণার ছেলে, ওর কথা শুন্‌লে প্রাণ যুড়য়, দেখ্‌লে চক্ষের পাপ যায়, তার মার——

দল। (সরোষে) ভাল আপদে পড়লুম, তুমি তো

ভারি বেহায়া মেয়ে মানুষ। ঘরে বাইরে সব যায়গাতেই সমান্। একটু আক্কেল অকুব নেই। দুই গালে, চার চড় হয়, তো টের পায়।

রণ। কি বল্লে? মার্ব্বে, মার্ব্বে; মারনা, , মারনা; না মারোতো তোমার ইষ্ট গুরুর দিব্বি। নক্ষী বামুনের দিব্বি, নক্ষী বামুনের রক্তে পা ধোবে.—

দল। (উঠিয়া দাড়াইয়া) দেখ্‌বি একবার, দেখ্‌বি একবার, (মারিতে উদ্যত।) হারাম জাদি, পাজী, দেখ্‌বি এক্‌বার।—

হরি। (রণকালীর কাছে গিয়া) চলো মাসী চলো, খেপেচো না কি?

রণ। (সরোদনে) দেখ দেখি বাবা! বুড়ো হনু, তিনকাল গিয়ে এককালি ঠেক্‌লো, এখনও কি না বলে মার্ব্বো। ও আমায় মেরে ফেলুগ্, নইলে আমি ওর কাছে আপ্ত হত্যে হবো। গলায় দড়ী দে মর্ব্বো।

মস্ত। হ হ হরিদাস! থু থু তুমি সঙ্গে কোরে, ভা ভা বাড়ীতে রেখে এসোগে।

হরি। চলো চলো মাসী চলো। (উভয়ের প্রস্থান)

দল। (বসিয়া) কি উৎপাৎ দেখ দেখি। এলুম এক্‌টা ভাল কাযে, এখানেও জ্বালাতন কোর্ত্তে এলো।

টেঁপু। তাই তো, একে উৎকণ্ঠার সময়, তাতে আপন্যার মনটা খারাপ হয়ে গেলো। এ সময়ে কোন কথা বল্‌তেও সাহস হয় না কিন্তু না বোল্লেও নয়। কাল হচ্চে ঘাট্, আজ যাহোক্ একটা স্থির কোর্ত্তেই হবে।

মস্ত। ঠি ঠি ঠিক্ তো হয়েছে। ফে ফে পেরাচিত্তি খো খো কোত্তে হবে, ঘো ঘো গোবর খেতে হবে। (গিরিধরের প্রতি) খে খে কেমন ঘি ঘি গিরিধর! রা রা রাজি আছ তো?

গিরি। আজ্ঞে, প্রায়শ্চিত্ত কোত্তে হলে, অনেক্‌কেই কোর্ত্তে হবে। বোমা মাল্লে, অনেকেরই পেট্ থেকে, ব্রহ্মজ্ঞানীর অন্ন বেরিয়ে পড়বে। শুধু ব্রহ্মজ্ঞানীর নয়, মুসলমানের রুটী কাবাব, হোটেলের কালিয়া পোলাও, আর মুর্গীর ট্যাং, মটন্ চপ্ বেরিয়ে পড়বে। "ঠক বাছ্‌তে গ্রাম উজাড়" হবে, কম্বলের লোম বাছ্‌লে, যেমন কিছুই থাকেনা, তেম্নি হবে।

মস্ত। সে সে সে কথা যাগ্। থু থু তুই কর্ব্বি কি না বল্? থো থো তোর আর লেক্‌চার দিতে হবে না।

গিরি। আজ্ঞে না। আগে আপ্‌নার ছেলে, আপ্‌নার ভাই, ভাইপো, প্রায়শ্চিত্ত করুক, তার পর অন্যকে বোল্‌বেন।

মস্ত। খি খি কি বল্লি? হা হা আমরা পেরাশ্চিত্তির কর্ব্বো। ঝে ঝে যেতো বড় মুখ, থে থে তে তো বড় কথা। ঝা ঝা যা চলে যা। (বলিয়াই প্রস্থান।)

অগ্নি। নিরক্ষরের বংশের সবাই সমান। (খক্ খক্ খক্) এক্ একটী, এক্ এক্ অবতার। কাল্ পেঁচা ছোঁড়াও যেমন্ গাল বেঁকা ছোঁড়াও তেম্নি, যেন সপ্তমে চড়েই (খক্ খক্ খক্) আছে। কথা গুলো লম্বা লম্বা, যেন লাট সাহেবের পৌত্র। (খক্ খক্ খক্)

(হরিদাস ও বচন সর্ব্বস্ব বিদ্যাপতির প্রবেশ।)

হরি। কি দাদা! অতো কাশ্‌চো কেন? আবার বেড়েচে নাকি? কিছু ওষুধ খাচ্চ কি?

অগ্নি। ওষুধ খাবে না হাতি খাবে। একেবারে সুঁদরী কাঠের সঙ্গে ভাল হবে।

হরি। বিবাহের কি হলো?

অগ্নি। হলো ছাই। শালারা কেবল, এসে এসে, অন্নধ্বংস কোরে যায়। (থক্ থক্ থক্) এই ক বারে আমার সাড়ে পাঁচ টাকা খরচ হোয়ে গেছে। (থক্ থক্ থক্)

হরি। মেয়েটী দেখ্‌তে কেমন্?

অগ্নি। যোম্ জানে।

হরি। তুমি দেখনি।

অগ্নি। আমাকে দেখায় কৈ।

হরি। ঘটকটা কে?

অগ্নি। ঘটক্ যম্। আর্ তার্ বাবা।

হরি। তামাসা কর্চ্চিনা। বলি, এই পীড়িতো শরীর। বিয়ে হলে, একটী রেঁধে দেবার, সেবা শুশ্রূষা করবার, লোক হয়।

অগ্নি। আরে ভাই! তাতো বুঝি? শালারা (থক্ থক্ থক্) মেয়ে দ্যায় কোই।

হরি। তুমি নিজেই একটু চেষ্টা করনা।

অগ্নি। য়্যাতো ভুতে ধরে নি। আমার সঙ্গে তোমার মেয়ের বে দেবে গা, (থক্ থক্ থক্) আমার সঙ্গে

তোমার মেয়ের বে দেবেগা, বোলে, গরু খোঁজার মতন, খুজ্‌তে হবে নাকি ? (থক্ থক্ থক্)

হরি। তবে যে সে দিন্ শুন্‌লুম, সব্ ঠিক্ ঠাক্ হোয়েছে।

অগ্নি। কোন্ বেটার মুখে শুনেছো ?

হরি। ঐ, ভুঁইফোড় ডাক্তার, বল্‌ছিল।

অগ্নি। ও শালা সব বলে। ওর্ মতন পাজী কি আর (থক্ থক্ থক্) আছে নাকি ? ও শালা সবাইকেই ভাংচি দ্যায়। বলে কি জান ? বলে ও লোক্‌টা বড় বদ্‌রাগী, তাই ওর্ নাম, লোকে অগ্নিশর্ম্মা বলে। তাতেই তো ওশালার সঙ্গে আমার বনে না।

দলপতি। ও কথা থাক্। এই তো বিদ্যাপতি খুড়ো এসেছেন। ইনিই আজ্ সমস্ত মিমাংসা কোরে দেবেন।

বিদ্যা। কথাটা কি ?

দল। এই গিরিধরের মার শ্রাদ্ধ উপস্থিত। কাল্ ঘাট্। কিন্তু গিরিধর ব্রহ্মজ্ঞানী বোলে, ওকে প্রাশ্চিত্ত কোত্তে বলা হচ্ছে।

বিদ্যা। অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত কোর্ব্বে। প্রায়শ্চিত্ত করা তো আর দোষ নয়। সকলেই কোত্তে পারে। চন্দ্রায়ণ টা শরীর শুদ্ধির নিমিত্তে সকলেরই করা কর্ত্তব্য, এতে আর দোষ কি ? কি বলো, টেঁপু কি বলো ?

টেঁপু। আজ্ঞে, মশায় যা আজ্ঞে কচ্ছেন, তা বটে, কিন্তু তার তো, সময় আছে ?

বিদ্যা। এতে আর সময় অসময় কি ?

গিরি। মহাশয় তা যদি বল্লেন, তবে আমি একটী নিবেদন করি। হরি নামের চেয়ে কি আর প্রায়শ্চিত্ত আছে ?

এক হরি নামে জীবের যত পাপ হরে।

পাপী হোয়ে তত পাপ করিতে না পারে ॥

বিদ্যা। আহা! বেশ্ বেশ্, বেশ্ বলেছো, বেঁচে থাকো। ওহে তোমরা পড়া শুনো করেছো, জ্ঞান লাভ করেছো, তোমরা যদি না বুঝ্‌বে, তো বুঝ্‌বে কে ? তবে কি জান, কলিতে হরি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা বেশী। দেখ নন্দ নন্দন শ্রীকৃষ্ণ, ভৃগুমুনির পদ চিহ্ন, বক্ষে ধারণ কোরেছেন। ব্রাহ্মণের মুখেই, দেবতারা ভোজন করেন। ব্রাহ্মণ অশুচি কি মূর্খ হোলেও পূজ্য। আর শূদ্র যদি মহাপণ্ডিত, মহাবিদ্যান্, মহাজ্ঞানী হয়, তথাপি সে, ব্রাহ্মণের সমতুল্য হতে পারে না। শাস্ত্রে আছে যথা—

যদি বিপ্র ভবেৎ মূর্খ, শূদ্ররপি জিতেন্দ্রিয়।

অভক্ষ্য ভক্ষতে গাভী, শূকরঃ কুশ মূলকঃ।

অস্যার্থ।

ব্রাহ্মণ যদি মূর্খ হয়, আর শূদ্র যদি জিতেন্দ্রিয় পণ্ডিতও হয়, তথাপি ব্রাহ্মণ শূদ্রাপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ। যেমন শূকর, কুশের মূল ভক্ষণ করে, তথাচ তার দুগ্ধ পবিত্র নয়; কিন্তু গাভী যদি অভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করে, তথাপি তার দুগ্ধ, শুদ্ধ, পবিত্র, অতি পবিত্র। দেবতাকে দিতে পারা যায়।

গিরি। আজ্ঞে হাঁ! মহাশয় যা বল্‌ছেন, তা আছে কিনা জানি না। কিন্তু আদ্যাশক্তি ভগবতীকে, দেবাদিদেব মহাদেব বোলেছেন।—

হে দেবি ! পশুনাং মধ্যে; শূকরঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
গবাস্তুল্য ভবেদ্‌বিপ্র, শূকরাবতারস্বয়ং।

অর্থ এই যে

হে দেবি ! পশুদিগের মধ্যে, শূকরই শ্রেষ্ঠ পশু। ব্রাহ্মণ গরুর তুল্যই বটেন,কিন্তু ভগবান স্বয়ং বরাহ অবতার হোয়েছিলেন, সুতরাং (গো-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা) শূকরই শ্রেষ্ঠ।

আরো পাষণ্ড দলন গ্রন্থে লিখিত আছে যথা—

যদি বিপ্র ভবেৎমূর্খ, বেদপাঠ বিবর্জ্জিতং
সম্ভবেৎ মানবো মধ্যে, চাক্রিকো বৃষভঃ সমা।

বিদ্যা। অবশ্য অবশ্য। ভাষা কথাতেও আছে বামুনের মূর্খ কলুর বলদ। তবে কি জান ? ব্রাহ্মণের ছেলে মূর্খই হোগ্, আর যাই হোগ্। তার ব্রহ্মতেজটা তো আছে। দেখ, সমিকমনির পুত্র শৃঙ্গির সাঁপে, রাজা পরীক্ষিতের সর্পাঘাতে মৃত্যু হলো। ব্রাহ্মণের ছেলেকে তোম্‌রা, বড়, ছোটো খাটো, মনে ক'রোনা। সাপ চেয়ে সাপের সলুয়ের বিষ, বড় সর্ব্বনেশে বিষ। সাপে খেলে বাঁচে, কিন্তু সাপের সলুই কাম্‌ড়ালে, মানুষ বাঁচে না। তোমরা তো শূদ্র, তোমাদের সঙ্গে তো ধর্ত্তব্যই নয়। দ্যাখো, ভগবান্ স্বয়ং ব্রাহ্মণের মান, বাড়িয়েছেন বোলে, ব্রাহ্মণ সন্তান, মহাকবি দাসরথী রায়, যে পদ রচনা কোরেছেন তাতেও আছে—

"মম মানস সদাভজ, দ্বিজচরণ পঙ্কজ।
দ্বিজরাজ করিলে দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ ॥
যাঁর গমন দ্বিজরাজে, নখরে দ্বিজরাজ সাজে, দ্বিজচরণ

শোভে যার হৃদয় পঙ্কজে, ভ্রান্ত হয়ে পদে পদে, হেন দ্বিজের অভয় পদে, দাস না হোয়ে দাসরথী দুঃখ পায় সে দোষে নিজ।

হরিতে অসাধ্য ব্যাধি, বৈদ্য নাহি পান বিধি, এ রোগের ঔষধি কেবল ব্রাহ্মণের পদরজ ॥"

শুনেছি, দাসু রায়ের, মহাব্যাধি হোয়েছিল, কেবল ব্রাহ্মণের পদধূলি খেয়ে খেয়ে ভাল হয়েছে। শাস্ত্রেও পাদোদক, সেবনের ব্যবস্থা আছে।

গিরি। বলেন কি মহাশয়! শাস্ত্রে বিধি আছে? না নিষেধ আছে। নিগমে, ভগবতীকে মহাদেব বোলেছেন।

"হে দেবি! মানবো মধ্যে, পাদোদকং দদাতি যঃ।

সযাতি রৌরবং নিশ্চিৎ যাবচ্চন্দ্রার্ক তারকং ॥"

হে দেবি! মনুষ্যদিগের মধ্যে যিনি, মনুষ্য হোয়ে মনুষ্যকে, পাদোদক্ দান করেন, তাঁকে নিশ্চয়, রৌরব নামক নরকে, বাস কোর্ত্তে হবে, যাবৎ চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র থাক্‌বে।

বিদ্যা। হাঁ হাঁ! শাস্ত্রে নানামুনির নানামত আছে। তবে কি জান? মহাজনগণ, পূর্ব্ব পুরুষগণ, যে পথে গেছেন, সেই পথেই যেতে হবে। যথা—

"বেদো বিভিন্ন স্মৃতিও বিভিন্ন নানা মুনিনাং বচনং বিভিন্ন। ধর্ম্মস্য তত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনস্য যেন গতস্য পন্থা।

অস্যার্থ।

বেদও বিভিন্ন বিভিন্ন, স্মৃতিও ভিন্ন ভিন্ন, নানা মুনির মতও নানা প্রকার। ধর্ম্মের যে তত্ব, তা গহ্বরের ভিতর

লুক্কায়িত আছে। মহাজনগণ, 'কি না পিতৃ পিতামহগণ, যে পথে গেছেন, সেই পথে যাও।

আরো অনেক শ্লোক আছে, তার মধ্যে একটা বলি শোনো। আর যা আছে তা পরে বলবো।

"যৎপথে ভবতি পান্থ, পিতৃ পিতানহাদিনাং
ন বক্তব্যং ন ধর্ত্তব্যং তত্তদ্দোষ কদাচনঃ
নাকঃ বা নিরয় গম্যং কদাপি ন বিচারয়েৎ
গচ্ছত্বং ভদ্র তদ্বত্মাং গড্ডলিকা প্রবাহবৎ ॥

অস্যার্থ

পিতৃ পিতামহ প্রভৃতি. যে পথের পথিক হোয়েছেন, কদাচ তার দোষ ধ'রোনা, দোষ ব'লোনা। স্বর্গে যেতে হবে,কি নরকে যেতে হবে,তার বিচারও ক'রোনা। "গচ্ছত্বং ভদ্র তদ্বত্মাং!! কি না, হে ভদ্র! তুমি সেই পথে গমন কর, "গড্‌ডলিকা প্রবাহবৎ।" যেমন একটা মাড়ল্‌কে জলে ফেলে দিলে, ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ কোরে, সকল গুলো জলে পড়ে অর্থাৎ তার পশ্চাৎগামী হয়, তোম্‌রাও তেম্‌নি তাঁদের পশ্চাৎ গমন করিতে থাকো।

গিরি। (সহাস্যে) এ কি আপ্‌নার ঘর কোটা শ্লোক নাকি, মহাশয়?

বিদ্যাপতি। হেঁসোনাহে হেঁসোনা, এ হাঁসির কথা নয়, শাস্ত্রের কথা, তোম্‌রা শূদ্র হোয়ে, জান্‌বে কি বল দেখি? শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যথা—

"যো শূদ্র বদতে নিত্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মেতি বচনং
স যাতি নরকং নিশ্চিৎ শূল যক্ষ্মা সদাভবেৎ।"

অস্যার্থ

যে শূদ্র, নিত্য, ব্রহ্ম ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করে, সে নিশ্চয় নরকে যাবে। আর তাকে সর্ব্বদা শূল যক্ষ্মা রোগ ভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে মর্‌তে হবে।

"যত্র যত্র সভামস্তি হরিভক্তি প্রদায়িনীং
তত্র তত্র ব্রহ্মজ্ঞানী ন ভবতি কদাচনঃ।"

অস্যার্থ

যেথানে যেথানে হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা থাক্‌বে, তার চতুষ্পার্শে, চারি যোজন মধ্যে, ব্রহ্মজ্ঞানী হতে পার্ব্বে না, থাক্তে পার্ব্বেনা। অতএব পূর্ব্ব পুরুষগণ, যা কোরেছেন, তাই করগে। ওহে! আগে দাগা বুলাও, মক্‌সো কর, তার পর, নিজে লিখো।

দল। দেথ টেঁপু! বিদ্যাপতি খুড়র কথা শুন্‌লে তো? তুমি আজ্ রাত্রে একবার, আমাদের বাড়ীতে এসো। এখন উৎকণ্ঠার সময়, আর কোন কথায় কায নেই। মনান্তর, বিবাদ রাখাটা উচিৎ নয়। ঝিঙ্গে ভাঙ্গার, হরিসভার লোকে, অমরা পাড়ার, ব্রর্ম্মজ্ঞানীদের সঙ্গে, যেরূপ লেগেছে, বিদ্যাপতি খুড়র কাছে শুন্‌লে অবাক্ হবে। দাঙ্গা ফেসাদ্, লুট তরাজ, মামলা মকর্দ্দামা, লাগিয়ে দিচ্ছে। ব্রহ্মজ্ঞানীদের ভিটেয় বাস্তবি করা দায় হয়েছে। ফক্‌রে ফোঁসা বেটারা, একটা স্কুল ঘর কোরে ছেলো, কে সেটা পুড়িয়ে দিয়েছে। ব্রহ্ম সভার ঘরটাও কোন্ দিন্ পুড়িয়ে দেবে। তাই বলি, ওদের একটু সাবধান হতে ব'লো। মস্তরাম যে গুঁয়ার, তার অসাধ্যি কোন কায নেই, তাতো জান? সে

গঙ্গাজলী কোত্তে, মিথ্যে বোল্‌তে, ডরায়না ; দাঙ্গা কোর্ত্তেও মজবুত। আর তার ঘরে ঘরে, যে কাণ্ডটা হোচ্চে, তাতো আর কারু জান্তে বাকি নেই। তাই বলি যাতে সব্ মিটে যায়, তাই করাই উচিৎ। আমি ভাই! কিছুতেই নেই, সকলের যা মত, আমারো তাই, অতএব যাতে মিটে যায়, তাই কর গে। দেখো গিরিধর। বাবা! তুমি অবুঝ্ ছেলে নও। সব বুঝতে পারো "যখন যেমন তখন তেমন" শাস্ত্রে আছে। তাই বলি, তুমি সকলের কাছে, একবার বল্লেই হবে, যে "আমি গোবর খেইচি, আমি আর ব্রহ্ম সভায় যাবনা" তাহ-লেই সব মিটে যাবে। নইলে ঐ ভুঁইফোড় বেটা, মন্তু-রামের সঙ্গে মিলে, মহা গোলোযোগ বাধাবে। ওরা শনি-রাজা মঙ্গল পাত্র তো দুটী বেশ্ যুটেচে। বেটার তো কোন আক্কেল নেই। আমাকে টুপু চুপু লাগাচ্ছেলো। মশাই দেখ্‌লেন, গিরিধর প্রণাম কোল্লে না। আর ওর মাতৃ বিয়োগ হয়েছে, অশুচগায়ে প্রণাম কোত্তে নেই, সেটা বুদ্ধিতে যোগালো না। আচ্ছা, আজ্ তবে, সকলে যাই চলো, রাত্রে একবার অবশ্য অবশ্য এসো।

(কাঙ্গালী কৈবর্ত্তের প্রবেশ।)

কাঙ্গালী। ওগো বাবা ঠাকুর গো! দোরে এসো দোরে এসো। ঝট্ কোরে এসো। সর্ব্বনাশ হোয়েছে। সর্ব্বনাশ হোয়েছে।

হরি। কিরে কেংলা হোয়েছে কি?

কাঙ্গা। এই কত্তা বাবাঠাকুর, তাঁর বাড়ীর মা ঠাকু-রুণকে মেরেচেন, না কি বকেছেন, তাই তিনি আগ্-

কোড়ে, গড়ুর দরি নিয়ে, গলায় দরি দে মস্তে লেগেছেন। ঘরে খিল দেছেন। কেউ ঢোকবার যো নেই। মট্ কোরে এসো, মট্ কোরে এসো। (প্রস্থান।)

সকলেই (সবিস্ময়ে) চলো চলো, শিগ্গীর চলো দেখা য্যাগ্গে।

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

পঞ্চম অঙ্ক।

বারএয়ারির আট্‌চালা।

(ধীরচাঁদ, রোগী সাজিয়া শয্যায় শয়িত,
গিরিধর পার্শ্বে উপবিষ্ট)

গিরি। বা! ঠিক্ যেন বিকারের রোগী হয়েছো। একে পাৎলা একহারা ডিগ্‌ডিগে, তাতে কণ্ঠায় তেল, চক্ষে কাজল দেওয়াতে, কি বিশ্রী রোগাই দেখাচ্ছে।

(ঘনশ্যামের প্রবেশ)

ঘন। কি হে! হোয়েছে? (দৃষ্টি করিয়া) বা! বা! তোফা সেজেছে। আমারই রোগী বোলে, ভ্রম হচ্ছে। চক্ষু দুটো সাদা রয়েছে, ওতে একটু লেভেণ্ডার দিয়ে লাল কোল্লে হয় না?

গিরিধর। (পকেট হইতে শিশী বাহির করিয়া) এই মজুদ্, ডাক্তর আস্‌বার একটু আগেই দেবো।

ঘন। না, না, এখনি দাও। (শিশী লইয়া প্রদান)

(বঙ্কেশ্বরের প্রবেশ)

ঘন। এই যে, নাম কোর্ত্তে কোর্ত্তেই এসে হাজির। অনেক দিন বাঁচ্‌বে হে! একটা কায কোর্ত্তে হবে?

বঙ্কে। কি কায? বলো?

ঘন। একজন ডাক্তরকে ডেকে আন্‌তে হবে। কাকে আনা যায় বল দেখি?

বক্কে। ভুঁই ফোঁড় বাবু নিকটেই আছেন, তাঁকেই ডেকে আনিগে। নিকটো বটে, সুতরাং ঔষধ আন্‌বার খুব সুবিদে হবে। আর আজ্‌কাল্‌ তাঁর হাত যশ্‌টা অধিকান্ত হোয়েছে। যদিও তিনি কালেজে পড়েন্‌ নি, কিন্তু আমরা তাঁর গোড়ার খপর বিলক্ষণ জানি, এটা তাঁর দৈবি বিদ্যা। বিশেষতঃ তিনি নিজের সুতীক্ষ্ণ প্রখর বুদ্ধি শক্তির জোরে আনাটুমি শিখেচেন। তিনি সারজরি শেখ্‌বার জন্যে, অনেক সময়, পাড়াগাঁয়ের গোভাগাড়ে ব'সে থাক্‌-তেন। এরপর সব এক দিন্‌ খুলে বল্‌বো। এখন যাই আনিগে।

ঘন। (সহাস্যে) আচ্ছা, তবে তাঁকেই শীঘ্র আনগে? ঔষধের বাক্সটাক্স থাকেতো তা শুদ্ধ এনো।

গিরি। দেখেচো, কেমন গোঁড়া। ওরা সব্বাই ভুঁই ফোড়ের দালাল্‌। গ্রামে কারু পীড়া হলে, ওদের মাতায় যেন টনক্‌ নড়ে। সুধু বক্কা নয়, সকল পাড়াতেই অম্‌নি দু একজন আছে। যাতে লোকে ভুঁইফোড়কে ডাকে তাই করে।

ঘন। (সহাস্যে) সকলেই কি ঐ রকম প্রশংসা করে নাকি? (ধীরচাঁদের প্রতি) দেখো! ডাক্‌তর এলে, খুব প্রলাপ্‌ বক্‌তে থাক্‌বে। হটাৎ যেন সে, কৃত্রিম বোলে ঠাওরাতে, না পারে। টের পেলে সব মাটী হবে।

ধীর। সে ছেড়ে, তার বাবা এলেও, ঠাওরাতে পার্‌বেনা। কত রকমের কত মজা কর্ব্বো দেখো না। তাকে বাঁদর নাচাবো তবে ছাড়্‌বো।

(বাবাজীর প্রবেশ।)

বাবাজী। জয়রাধে কৃষ্ণ। জয় হোগ্ বাবুদের।

ঘনশ্যাম। এই যে, বাবাজী বেঁচে আছেন। তবে যে সেদিন্ ভুঁইফোড় ডাক্তর বল্‌ছিল, বাবাজী কৃষ্ণ প্রাপ্ত হয়েছেন।

বাবাজী। তাই বটে বাবা! হাতুড়ে ডাক্তারের হাতে পড়ে প্রাণটা গিছ্‌লো আর কি? ভাগ্যে কবিরাজ মশাই ছেলেন তাই বেঁচেচি। আজও কাহিল শোধরাতে পারিনি। ভিক্ষা না কল্লে চলেনা, তাই বেরিয়েছি বাবা। বলশক্তি কিছুই নাই।

(আনন্দলহরী বাজাইয়া,)

গীত।

(বাউলের সুর—খেম্‌টা।)

ভুলনা মন হরি বলো।
যা ছিল হিন্দুয়ানি ক্রমে ক্রমে ফুরাইল।

১। কল্‌কাতা সহরেতে, রাত্রি দিন লহরেতে, গঙ্গাজল থাকৃতো পোরা খেতেন্ না হিন্দুতে; এখন লহর ঘুচে নলে নলে, পল্‌তার জল আস্‌চে কলে, সব জেতেই কান্টীম'লে, খেয়ে পাণি বেঁচে গেলো।

২। পূর্ব্বে শূদ্রের ভবনে, শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া দিনে, লুচির সহ তরকারি খেতেন্ না ব্রাহ্মণে; এখন সে ভাবের হয়েছে অভাব্, সদাই চল্‌ছে কালিয়া কোপ্তা কাবাব্, ছক্কা ডাল্ ভাজা বিনা ব্রাহ্মণ ভোজন হয় না ভাল।

৩। আর একটী মজা ভারি, হালুই করের তরকারী, সিঙ্গেড়া লুচি পুরি চল্‌তেছে প্রকাশ্যে; সেথা ছত্রিশ জেতের ছুঁয়া ঘাঁটা, কল্মিশাক মূলাছেঁচ্‌কী কুমড়া ঘাঁটা, চল্‌ছে শ্রীক্ষেত্রের মত ভাত্‌টা চল্লেই আপদ গেল।

৪। তীর্থস্থান দরশনে, রেলগাড়ী আরোহণে, যারা যায় দূরদেশে তাদের কথা বলি; তারা শতেক জেতরে মাঝে যখন, গাড়ীর ভিতর করে শয়ন ভোজন, তখন তো জেতের বাঁধন, নিশ্চয়ই হতেছে এলো।

৫। যে ভাত্‌ এখানে ছুঁলে, খায় না জাত্‌ যাবে বোলে, যায় না জাত্‌ সেই ভাত কিনে উড়িষ্যাতে খেলে; ধন্য ধন্য উড়ের বাহাদুরী, তারা বাহির কোরে নর নারী, খাওয়াচ্ছে পান্তা পচা, হিঁদুর চক্ষে দিয়ে ধুলো।

৬। লিমনেড সোডার পাণী, রাখ্‌লে না হিন্দু আনি, অনেকের উদর তারা ক'রেছে পবিত্র; আবার কসাইকালী স্থানে স্থানে, কত মাংস রেঁধে দিচ্ছে এনে, ডাক্তরের প্রীস্কৃপ্‌সনে, মুর্গীর ঝোল্‌টাও চলে গেলো।

৭। মরা ঘোড়া গরু বাছুর, কুকুর বিড়াল ছুঁচো ইন্দুর, এই সকল মরা জন্তুর চর্ব্বি বাহির কোরে, আবার সেই চর্ব্বি মিশাইয়ে ঘিয়ে, দিচ্ছে সকল জাত্‌কে খাওয়াইয়ে, সেই সকল চর্ব্বি খেয়ে, জাতী আর কোথায় রহিল।

৮। হিন্দু জাতি রূপ বৃষ, হুতাশে হয়ে কৃশ, পালাচ্ছে হোটেল পানে দেখে কতক হিন্দু; ধ'রে রাখ্‌বে ব'লে হিন্দুয়ানী, কষে পুচ্ছ ধ'রে টানাটানি, ল্যাজ্‌ ছিঁড়ে রইল হাতে, জাত্‌ হোটেলে ঢুকে গেলো।

৯। আর একটী তীর্থ আছে, সব তীর্থ তাদের কাছে, একেবারে হার মেনেছে এজনমের মত; তথায় প্রধানা দেবী অবিদ্যে, তাঁরা উড়িয়ে দেয় সকলের বিদ্যে, মদ মাংস মাত্‌লামিতে, ক'রে দ্যায় তিন কুল্‌ উজ্জ্বল।

১০। সত্য দাস হেসে বলে, জ্ঞানালোক প্রকাশ হ'লে, সহজে যাবে চ'লে অজ্ঞানতান্ধকার; তখন সবাই মিলে ভক্তি ভাবে, জগতে জগৎপিতার যশ গাবে, জাত্‌ জাত্‌ রব্‌ দূরে যাবে, হবে দেশের মুখ উজ্জ্বল।

জয় হোগ্‌ বাবা। চারটী পয়সা আজ্‌ হুকুম কোর বাবা।

ঘনশ্যাম। (সহাস্যে) আচ্ছা আচ্ছা, পয়সাই হবে। আর একটী গাও।

বাবাজী। বাবা। তবে হাতুড়ের হাতে থেকে বেঁচে উঠে, যে গান্‌টী রচেচি, তাই গাই শোনো।

ঘনশ্যাম। বেশ্‌ বেশ্‌ তাই গাও, তাই গাও।

বাবাজী। (আনন্দলহরী বাজাইয়া।)

গীত।

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

(আমরি!) হাতুড়ের ব্যবসাটী কি চমৎকার। এরা নিত্য নরহত্যা করে, লোকে তা দেখেও ডাকে পুনর্ব্বার।

১। হস্তীমূর্খ ষণ্ডামার্ক নাস্তি কাণ্ডজ্ঞান, প'রে পেণ্ট্‌লুন চাপ্‌কান, যত ডিমে রোগা, ঝুলিয়ে চোগা, সেজেছে নেটীব ডাক্তার॥

২। ডাক্তার চন্দ্র কিম্বা সরকার চেয়ে যেন বড় লোক, এম্নি কোরে জাঁক্ জমক্, মুখে রাজা উজির বাদ্সা মারে, ভিতরে সব ফক্কিকার।

৩। উন্পাঁজুরে বরাখুরে যত আনাড়ি, তারাই দেখ্তে যায় নাড়ী, তারা ছোট ধুক্ ধুক্, বড় ধুক্ ধুক্, ইহা ভিন্ন তো জানে না আর।

৪। কি কুক্ষণে এসেছিল ম্যালেরিয়া জ্বর, তাতেই কত গুণধর, ঔষধ কুটে তামাক্ সেজে, হয়েছে ডাক্তার; এরা শত মারির চৌদ্দ পুরুষ, এদের হাতে কারু নাই নিস্তার।

৫। দেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে গরিবের সন্তান, কিনে পেন্টুলেন চাপ্কান, ঔষধালয় খুলে করে বড় লোকের ভান্; বাবু খুব নবাবী করেন সেথা, হেথা অন্ন পায় না পরিবার। (পরিবার বস্ত্র পায় না পরিবার)।

৬। বিপদে পড়িয়ে যদি কেহ ডাক্তে যায়, যেন পাকা কলা পায়, ছিনে জোঁকের মতন ধরে নাহি ছাড়ে তায়; সে যে ধনে প্রাণে সারা হয়ে চক্ষে দেখে অন্ধকার।

৭। পথে ঘাটে ঠেঙ্গিয়ে মানুষ বধ করে যারা, ঠেঙ্গাড়ে লেঠেড়া তারা, তাদের চেয়ে এরা কিছু ভদ্র লেঠেড়া; এরা বিছানাতে শুইয়ে মারে, রোগীর যাতনা নাই মরিবার।

৮। যেমন মড়ুই পোড়া টাঁকে রোগী মলেই লভ্য হয়, এরা তেমন্তর নয়, এরা ভাবে বাঁচ্লে কিছু হবে ফলোদয়; মড়ুই পোড়ার চেয়ে ভাল বটে, এরা খোঁজে কিন্তু জ্বরবিকার।

৯। ভাল ভাল ডাক্তার আন্‌তে যাদের সাধ্য নাই, তাদের কাছে গুডিব সাহেব ইহারাই সবাই ; বিকায় কুঁড়ে গাদা ঘোড়ার দরে, হয় নায়ে (ক্ষ্যার) কড়ি দে ডুবে পার।

১০। পর নিন্দা মিথ্যা বাক্য ভিন্ন পূঁজি নাই, তাই আত্মশ্লাঘা পরনিন্দা করে সর্ব্বদাই ; লোকে লাথ-পচাশী শুনে হাসে, জেনে ভিতরকার ব্যাপার।

১১। একটু আদটু মাদক দ্রব্য কোল্লে বিতরণ, গোঁড়া যোটে বিলক্ষণ ; তারা পাড়ায় পাড়ায় বোলে বেড়ায়, এদেশে এমন ডাক্তার নাইকো আর।

১২। নিজের কার্য্যে ষোলো ক্রোশ পথ হেঁটে চলে যান, পথে কড়াই মুড়ি খান ; যেতে রোগীর বাড়ী, পাল্‌কী গাড়ী ভিন্ন চরণ আর চলে না তাঁর।

১৩। চাষা পাড়ায় প'রে গেলে পেণ্টুলুন চাপ্‌কান্‌, বাড়ে অতিশয় সম্মান, ভাবে তারা নাহি কেহ এবাবুর সমান ; কিন্তু জানে না যে মাকাল্‌ ফলের ভিতর্‌টা সব কদাকার।

১৪। না প'ড়ে চিকিৎসা শাস্ত্র হলে চিকিৎসক, তার হয় মহাপাতক, উপরান্ত লোকে তারে কয় নরঘাতক ; সত্যদাসে বলে দয়াল্‌ প্রভো ! হাতুড়ের হাত হোতে কর নিস্তার।

সকলে—বা—বা—বেশ—বেশ।

গিরি। (পয়সা প্রদান পূর্ব্বক) আচ্ছা বাবাজী, আর একদিন শুন্‌ব। ঐ ডাক্তার বাবু আস্‌ছেন, আজ্‌ আর শোনা হলো না। আগেতো রবিবারে আস্‌বেন। আজ্‌ আসুন্‌।

বাবাজী। যে আজ্ঞা বাবা! সুখে থাকো তোম্‌রা।

(প্রস্থান।)

(ছড়ি হস্তে ভুঁইফোঁড় ডাক্তার ও চেঙ্গারী হস্তে বক্কেশ্বরের প্রবেশ)

গিরি। আসুন্, আসুন্; ডাক্তার বাবু! এই বিপদ দেখুন্। হঠাৎ রোগটা বেড়ে উঠেছে। যা উপায় হয় করুন্।

ভুঁইফোঁড়। (রোগীর নিকট উপবেশন পূর্ব্বক) আচ্ছা, সাধ্যিপক্ষে কসুর কর্ব্বো না।

ধীর। ঐ গো ঐ আশ্চে, ঐ—আ—আশ্‌চে। ঐ ঐ এলো ঐ এলো। ধোল্লে, ধোল্লে, ধোল্লে; (চীৎকার) ও বাবারে ভয় করে, ভয় করে, ভারি ভয় করে। যম দূত, যম দূত, যম দূত। (মুখে লেপ্ ঢাকা দিয়া) যম দূত। ধোল্লে গো—ও ও ধোল্লে (চিৎকার)।

গিরি। (নিকটে গিয়া) ভয় নাই, ভয় নাই। ধীর! ও ধীর? কি বল্‌ছ?

ধীর। য়্যা, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। (ক্ষণকাল পরে রোদন ও চিৎকার) ওগো—মাগো—ধল্লে গো—ধল্লে গো। ধল্লে ধল্লে ধল্লে, (ডাক্‌টরকে একদৃষ্টে দেখিয়া) যমদূত, যমদূত, আমায় ধল্লে ওরে- বাবারে! ধল্লে, ধল্লে, ধল্লে। (লেপ্ মুড়ি দিয়া) যা—না, যা—না, দূর হ না, দূর হ না। এখানে কেন মর্ত্তে এলি। দূর হ দূর হ। নইলে কাম্‌ড়াবো—আঁচড়াবো, কাম্‌ড়াবো। চুলয় যা, চুলয় যা। (ক্রমাগত প্রলাপ বাক্য) গেছে? গেছে?

গেছে-গা ? (গুন্ গুন্ স্বরে গান) এতো সাধের কালা গেলো কলঙ্ক গেলো না গো (চিৎকার) আবার এয়েছে, আবার এয়েছে, দূর, দূর, দূর। খেংরা মার্, খেংরা মার্। মেরেচিস্ মেরেচিস্, (হাস্য) হা, হা, হা, বেশ্ করিছিস্। (বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট স্বরে বকুনি, এপাশ ওপাশ করণ)

ভুঁই। (রোগীর হস্তধারণ পূর্ব্বক বদন বিকৃত করিয়া মস্তক নাড়িয়া) রক্ষা পাওয়া ভার্। ভারি সিরিয়াস হোয়েছে। পল্সো টা বেআড়া চল্চে। তার উপরে আবার, ডিল্লিরিয়াম কঞ্জেষ্টন্ হোয়েছে, (বক্ষে অঙ্গুলীর আঘাৎ করিয়া) বঙ্কাইটীসও আছে, নিমনিয়াও আছে। কে দেখ্ছিল ?

গিরি। কেউ ই দেখেনি, হঠাৎ আজই এমন্ হোয়েছে।

(হেমেন্দ্র প্রভৃতির প্রবেশ)

ভুঁই। (পুনরায় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) ঈস্! নাড়ীটে যেন, সালুক ডাঁটা হোয়েছে। নিদানে লিখ্চে, "ক্ষীনেচং প্রবলং নাড়িং আনাড়িং প্রাণং ঘাতকা" যা হোগ্ গোটা দুই শিশি আনুন। একটা খুব কড়া এষ্টিমুলণ্টস্, আর একটা টনিক্সো, দিতে হবে। আগে ক'সে আ'ল বাঁধা চাই। যেখানে একসের জল, সেখানে এক ছটাক ছাতু দিলে হয় না, এক পোওয়া কি আদ্সেব দিলে, তবে সম্ভব্য হয়।

গিরি। ঐ যে শিশি ধুওয়া প্রস্তুত আছে।

ভুঁই। ঔষধের দাম অনেক পড়্‌বে। যেমন "আদাড়ে কচু, তেম্‌নি রাগা তেতুঁল তো চাই" যেমন রোগটা বিদ্‌কুটে তেম্‌নি খুব চন্‌চনে ঔষুদ দিতে হবে। আপনারা ফুরিয়ে দেবেন? কি নগদ নগদ ভিজিট ও ঔষধের দাম চুকিয়ে দেবেন?

ঘন। (সহাস্যে) ফুরনে কাজ কি? আপ্‌নি এখনি হাতে হাতে নগদ পাবেন।

ভুঁই। আচ্ছা তবে দুই শিশি ঔষধের দুটাকা চোদ্দ আনা, আর ভিজিটের এক টাকা, এই তিন্‌ টাকা চৌদ্দ আনা দিতে হচ্চে।

ঘন। টাকা এখনি দিচ্ছি। টাকার জন্য চিন্তা নাই, ঔষধ দিন্‌ না, টাকা (টেঁক বাজাইয়া) এই মজুত্‌ আছে।

ভুঁই। বক্কেশ্বর! ঔষধের টুক্‌রীটা কাছে আনত?

বক্কেশ্বর। (চেঙ্গারি প্রদান।) এই নিন্‌।

হেমেন্দ্র। ওটা কি ডাকতর বাবু! চেঙ্গারী ডিস্পেন্‌সরি নাকি? (সকলের হাস্য)

ভুঁই। (হাস্য পূর্ব্বক) চেঙ্গারী ডিস্পেন্‌সরীই বটে। মেডিসিন চেষ্টোটা, সেদিন হণ্টর কোম্পানীর আড়গড়াতে, মেরামত কোর্ত্তে দেওয়া হয়েছে, তাই এইটাতে আনা গেলো। আমার বাক্স কি আপনারা দেখেন্‌ নি? ডেড়শ টাকায় খরিদ। অতি উৎকৃষ্ট। আসল বিলিতি। লণ্ডনের গোরা মিস্তিরির হাতের গড়ন। ইণ্ডিয়াতে কেবল মাত্র দুটী এসেছিল। এক্সচেঞ্জের নিলামে, আমি একটী খরিদ করি। আর একটী, পাইকপাড়ার রাজারা কেনেন্‌। মেরামত

হোয়ে এসে দেখাবো। সে বাক্‌সো, দেখ্‌লে রোগী আরাম হয়। (বলিয়া ঔষধ প্রস্তুত পূর্ব্বক প্রদান) এভ্‌রি হাপ আউওয়ারে খাওয়াতে থাকুন্। মাথাটা মুড়িয়ে নেড়া কোরে বরফ দিন্। আর চিকন্ ব্রাথ্, লাইমজুস্ জুদ্ একটু একটু খেতে দিন, এ সকল বড় নরসিং ডায়েড।

(হরিহর ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

হরি। এই যে, ডাক্তর ভায়া এখানে। আমি ভাই! খুঁজে খুঁজে তোমার বাড়ী দেখ্‌তে গিয়েছিলেম। তোমার নন্দন কানন দেখেই তো চক্ষু স্থির, হাপরমালির গাছ, আর শেয়াল্‌কাঁটার গাছেই পরিপূর্ণ। আবার বাড়িখানি কি ডাক্তর বাবুর কেনা গা? এই কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্বা মাত্রেই, একটী উগ্রচণ্ডার মত স্ত্রীলোক, রেগে আগুণ্ হোয়ে, যা মুখে এলো, তাই বোলে গাল্ দিলে। খেংরা মার্ব্বো মুখে বারম্বার বোলেছে, কেবল মার্ত্তেই বাকী রেখেছে। আমি না পালিয়ে এলে কি ঘট্‌তো বলা যায় না "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি" তুমি কি ভুলেও সত্য বলোনা ভা—

ভুঁই। সেখানে আপ্‌নি কেন গিয়েছিলেন, আপনার সেখানে একলা যাওয়াটা ভাল হয় নি। তারা আপ্‌নার মান্য মর্য্যাদা কি জানে, সেখানে যাওয়াটা ভাল হয় নি। বসুন্ বসুন্, এইখানেই বসুন্।

হরি। বসি—(স্বগত) যা শুনে এলেম তাই তো সব ঘটেচে দেখ্‌তে পাচ্চি। যা হোক্ শেষ পর্য্যন্ত নাকাল্‌টা দেখে যেতে হবে। (উপবেশনপূর্ব্বক ঘনশ্যামের দিকে দৃষ্টি

করিয়া প্রকাশ্যে) বাবা! একবার বামুনের হুঁকোতে তামাক্ দিতে বলো। অনেকক্ষণ থেকে খেতে পাইনি।

ঘন। কে আছিস্ রে! ব্রাহ্মণের হুঁকোটা এনে এক্-বার তামাক্ দে যা।

(নেপথ্যে আজ্ঞে যাচ্চি।)

ধীর। ও বাবা! পেট্‌টা যে ফুল্‌তে লাগ্‌লো গো। ওগো! আর যে নিশ্বেস ফেল্‌তে পার্চ্চি না। (ছট্‌ ফট করিতে করিতে) ওমা! গেলুম্ যে। (এপাশ ও পাশ করন)।

ঘনশ্যাম। ও ডাক্‌টর মশাই! ভাব্‌ছেন কি? যা দিতে হয় শীঘ্র দিন্, যা কোর্ত্তে হয় শীঘ্র করন্, দেরি কোর্ব্বেন্ না।

ভুঁই। না দেরি কর্‌লে কি চলে, এই বলিয়া উদর পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ধীর। (চিৎকার করিয়া) ও বাবা! আর বাঁচ্‌বো না গো আর বাঁচ্‌বো না। (কোৎ পাড়িয়া) ওগো আর বাঁচবো না। গেনু গেনু গেনু গেনু। (অস্থির) গেনু গো! গেনু গো! আর বাঁচিনে, সব টেনে ধোরেছে, বুকে পীটে টেনে ধোরেছে। মনু মনু মনু মনু। (হস্তপদ সঞ্চালন করিয়া।

ভুঁই। ঈশ! ভারি কুলক্ষণ, (পেট্‌ বাজাইয়া) এটা য়্যাব্‌ডমিনেল্‌ টীম্পেনাইট, শেলেশ্মার পেট্‌ ফোলা, সহজে সার্ব্বে না। এক্‌খানা সুদীর্ঘ পেট্‌ যোড়া পলস্তারা দিতে হবে। (চেঙ্গারী হইতে মষ্টার্ড লইয়া এক তা বাঙ্গলা কাগজে প্লাষ্টার প্রস্তুত পূর্ব্বক) লেপ্‌ খানা খুলুন দেখি। এইটে রোগীর পেটের উপর দিতে হবে।

গিরি। (লেপ্ তুলিয়া) এই দিন্। আপ্নার চাপ্কান্টা খুলে রাখুন্, নইলে দাগ্ লেগে খারাপ হয়ে যেতে পারে।

ভুঁই। বেশ্ বোলেছেন্। (চাপকান্ খুলিয়া রাখিয়া) এটার দাম আট্ আনা লাগ্বে।

গিরি। (বিরক্ত হইয়া) আপ্নি তো ভারি পাগল দেক্তে পাই, আপ্নি কি কখনো ভদ্র লোকের সঙ্গে ব্যবহার করেন নাই নাকি? টাকার জন্যে ভাব্চেন্ কেন? যা কর্ত্তে হয় শীঘ্র করুন্, টাকাত মজুত রয়েছে। আমরা কি ছোটোলোক্, যে রোগী আরাম হলে আর টাকা দেবো না?

ভুঁই। না না, আপ্নাদের জানিয়ে রাখ্চি। তিন টাকা চৌদ্দআনা হোয়েছে, আর এই আট আনা; চার টাকা ছ আনা মোট হলো। (এই বলিয়া হাঁটু পাতিয়া পেটে প্লাষ্টার দিবার উদ্যোগ করণ)।

ধীর। (ভুঁইফোড়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া) কাম্ড়াবো, কাম্ড়াবো, (দন্ত কিড়্মিড়্ করিয়া) ঘাড়টা মট্কে খাবো। খাবো—খাবো—জ্যান্ত খাবো।

ভুঁই। উ হু হু! ধরুন্, ধরুন্, আপনারা শীগ্গীর ধরুন্; বিগার নয়, বিগার নয়, এ ডাইনে খেয়েছে মশাই, একে ডাইনে খেয়েছে।

ধীর। (দন্ত কিড়্মিড়্ করিয়া) ডাইনে নয়, ডাইনে নয়, বোক্কসে খেয়েছে, বোক্কসে খেয়েছে। তোকেও বোক্কসে ধরেছে রে, (দুই হস্তে দাড়ি ধরিয়া) তোকেও বোক্কসে ধরেছে, তোকেও বোক্কসে ধরেছে। খোক্কসে

ধরেচে, যাবি কোথা, খোক্কসে ধোরেচে। (দাড়ি ধরিয়া টানন)। (সকলের হাস্য)

ভুঁই। উহু হু! আপনারা হাস্‌চেন কি? ধরুন্, ধরুন্। নইলে আমার প্রাণ যায়।

হেমেন্দ্র। (ঘোটকারোহণের ন্যায় ভুঁইকোড়ের পৃষ্ঠে চড়িয়া, মুখে ট্যাক্ ট্যাক্ করিয়া চাবুক প্রহার) আচ্ছা ঘোড়া পায়া, হাম্ আচ্ছা ঘোড়া পায়া; চল্ চল্ চল্ শালার ঘোড়া জল্‌দি চল্। (ধীর চাঁদের প্রতি) সইস! টান্ লাগাও, টান্ লাগাও। খুব টান্ লাগাও। জোরসে টান্ লাগাও। (ধীর চাঁদ দাড়ি ধরিয়া টানন ও হেমেন্দ্রের সপাসপ্ প্রহার)।

ভুঁই। গিরিধর বাবু! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, (কোৎ পাড়িয়া) কোমরে ফিক্ লেগেছে বাবা। আর কথা কইতে পাচ্চিনা।

(ধীর চাঁদ ও হেমেন্দ্রের ছাড়িয়া দিয়া নৃত্য।)

ধীর। (ঝিঙ্গে ফুল কাঁকুড়, কাঁকুড়, বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে) আমার কি হয়েছে রে গাদা, হাড়-হাবাতে, লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগা, গণ্ডমূর্খ, বেটা হাতুড়ে গোবদ্দি। নাড়ী দেখ্‌তে জাননা ডাক্তারি কোর্ত্তে এসেছো? কেবল লোক্‌কে ঠকিয়ে খাবে? "বারে বারে মুর্গী খেয়ে গেছো ধান, এই বারে মুর্গীর বধিব পরাণ" (সকলের হাস্য ও করতালি দান।)

গিরি। ওরে ধীরেকে দান পেয়েছে রে, ধীরেকে দান পেয়েছে।

ধীর। এই যে ওর চেলা রয়েছে। ধর বেটাকে ধর, ওকেও ঘোড়া কর্ব্বো। (বক্কেশ্বরের পলায়ন)

ঘনশ্যাম। ওরে বকা! ডাঁড়া ডাঁড়া পালাস্‌নে, পালাস্‌নে

বক্কে। কেন ডাঁড়াব কেন? কেন পালাব না? পালাব না তো ডরাব নাকি? (প্রস্থান)

ভুঁই। (স্বগত) এমন ঠকাতো কখন কোথাও ঠকি নাই, বক্কেশ্বর জেনে শুনে এখানে অপমান কোর্ত্তে এনে, আমায় ফেলে পালালো। ঔষধের চেঙ্গারীটে নিয়ে যাই কেমন কোরে। যাক্, ঔষধ যায় যাগ, মান্ তো গেছেই, ভট্টাচায্যী মশাই তো দেশে গিয়ে গোল কোরে দেবেন, তার আর সন্দেহ নাই। যাহোগ্ এখন প্রাণটা নিয়ে পালাতে পাল্লে বাঁচি।

গিরি। কি ডাক্তার বাবু! আপ্‌না আপ্‌নি মনেমনে কি বল্‌ছেন? ভিজীটের আর ঔষধের টাকার হিসাব কোচ্ছেন নাকি?

হরিহর। যা পেয়েছেন তাই নিয়ে ঘরে ফিরে যেতে পাল্লে হয়, আর কিছু দিতে হবে না যথেষ্ট হয়েছে বাবা।

ধীর। (দৌড়িয়া ভুঁই ফোড়ের গলায় চাদর দিয়া ছড়ি লইয়া) ওর হোয়েছে কি? হয়েছে কি? ওর কি লজ্জা আছে? না সরম আছে? ও লজ্জা সরম সব পুড়িয়ে খেয়েছে। ওর লজ্জা থাক্‌লে, বলা বাগ্দীর পেটন্‌চণ্ডী খেয়ে আর এ দেশে মুখ দেখাতো না। আজ ওকে ভালুক নাচাবো, তবে ছাড়বো। (চাদর এক হাতে টানিয়া ও এক হাতে ছড়ি ঠুকিয়া)

আচ্ছা কোরে নাচ মিঞা আচ্ছা কোরে নাচ,
ভাল কোরে নাচ মিঞা ভাল কোরে নাচ,

(ছড়ির আঘাৎ।)

নাচো আমার ডাক্তার,
নাচো আমার যম দুত,
নাচো আমার ফটীক চাঁদ,
নাচো আমার ভুঁই ফোড়,
নাচো আমার বোকারাম,
নাচো আমার কালা মুখো,
নাচো আমার মেনি মুখো,
নাচো ডাক্তার গড্ডি।

(সজোরে ছড়ির আঘাৎ ও টানন)

ভুঁই। উ হু হু! গেলেম্ গেলেম, মহাশয়! ছেড়ে দিন্, ঘাট্ হোয়েছে। আমাকে এ যাত্রা মাপ করুন, আপনি আমার ধরম্ বাপ। আর যদি আমাকে এদেশে দেখ্তে পান্, তবে যা মনে যায় তাই কোরবেন্। (জোড় হস্তে) আমায় এস্কিউজ করুন্ (চরণ ধারনোদ্যত) আমায় ক্ষমা করুন্। কোন্ গুহর বেটা আর এ কায কোরবে! আমি ভেক নিয়ে বৈষ্ণব হোয়ে, ভিক্ষা কোরে খাবো, তবু আর এ গুখুরী কায কোর্ব্বোনা।

ঘন। ছেড়েদে, ছেড়েদে, যথেষ্ট হয়েছে, আর না। আর না। ওর যেমন কর্ম্ম তেম্নি ফল হোয়েছে।

হরিহর। হাঁ বাবা! যা হয়েছে তা বিলক্ষণ হয়েছে।

যেমন পাপ তেম্নি দণ্ড হোয়েছে। "সর্ব্বদা না ফলে পাপ, সময় পেয়ে ফলে।"

(ধীর ছাড়িবা মাত্র দ্রুত পলায়ন)

গিরি। (উচ্চৈস্বরে) ও ডাক্তার মশাই! তোমার ঢেঙ্গারী ডিস্পেন্সরী নিয়ে যাও, নিয়ে যাও।

যবনিকা পতন।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

আর্য্যধর্ম্ম মর্ম্ম বিস্তারিণী সভা।

যশধর তর্ক বৃহস্পতি, হংসেশ্বর বাবাজী, নূতন চাঁদ, ধর্ম্ম বাতুল আসীন।

যশোধর। (গ্রন্থ খুলিতে খুলিতে) নারায়ণ নমস্কৃত্যং নরসিংহ নরোত্তমঃ। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদিরয়েৎ। হাঁ হে! তোমাদের সম্পাদক্ কোথা? তিন সপ্তাহের মধ্যে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, চাকুরী নাই, বাকৃরি নাই, অন্য ব্যবসা বাণিজ্য নাই, এই হলো উপজীবিকা; এতে যদি ছ-সাত মাসের বেতন প'ড়ে থাকে তা হলে আমার চলে কেমন কোরে? তোমাদের কাছে বল্‌তেই কি, আজ্ আসবার সময় ব্রাহ্মণী ভারি বকাবকি কোরেছেন।

ধর্ম্মবাতুল। আজ্ঞে তাভো বটে, টাকা না পেলে সংসার চল্‌বে কেমন কোরে। সম্পাদক মশাই কারবার নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। ছেলে গুলো তাঁর মতন চালাক্ চতুর ব্যবসাদার হতে পাল্লে না, বিশেষতঃ তিনি নিজে থাক্‌লে যেরূপ বেশী লভ্য হয়, ছেলেরা থাক্‌লে তেমন হয় না। সম্পাদককে ধাৰ্ম্মিক মনে কোরে, লোকে তাঁর কথায় অবিশ্বাস করে না, এই জন্য তিনি যা বলেন, সকলে তাই দিয়ে থাকেন, কেউ দ্বিরুক্তিটী করেন না, সুতরাং লাভ্‌টা যথেষ্ট হয়।

যশধর। তোমাদের সভার তো বিলক্ষণ আয় আছে, মাসে মাসে অনেক টাকা চাঁদা আদায় হয়, সে টাকা হয় কি?

নূতন চাঁদ। সে কথা সম্পাদক জানেন, আর ধর্ম্ম জানেন। আমরা ক্ষুদ্রপ্রাণী লোক্, আমাদের কথা শোনে কে? একদিন্ ঐ কথা উত্থাপন করায়, সম্পাদক অগ্নিশর্ম্মা হোয়ে বোল্লেন "তুই আদার ব্যাপারি তোর জাহাজের খবরে কাজ কি" সেই অব্‌ধি আর ও কথায় থাকি না।

যশধর। "বেদে রামায়ণে পুণ্যে পুরাণে ভারতে তথা,
আদাবন্তেচ মধ্যেচ হরি সর্ব্বত্র গীয়তে।"

হংসেশ্বর বাবাজী। (যশধরের প্রতি) প্রভু! আমার একটী নিবেদন আছে।

যশধর। আচ্ছা বল।

হংস। বলি প্রভু! হরি সভার সভ্য হয়ে যদি গলায় মালা না পরেন, তিলক না করেন, তা হলে দোষ হয় কি না? আর এক কথা, বিষ্ণুর পাদপদ্ম হতে জন্মেছেন

গঙ্গা। সেই বিষ্ণুর পাদোদক স্বরূপা গঙ্গাজলে চাল ধুয়ে বিষ্ণু পূজা করা হতে পারে কি না?. আর তৃতীয় কথা—কালী যিনি মদ মাংস ভোজন করেন, তাঁর প্রসাদ যদি বৈষ্ণবে খান, তাঁকে প্রায়শ্চিত্তির কোর্ত্তে হয় কি না?

যশধর। (সক্রোধে) এ গোঁড়ামির জায়গা নয়। এখানে গোঁড়ামী কল্লে টীক্‌তে পার্ব্বে না। এ হচ্ছে হরি সভা। এখানে সকল মতের লোক যুট্‌বে। যার যা মত আছে তাই বজায় থাক্‌বে। কেবল একবার একবার সভায় আসাটা চাই। আমাদের সভার গান কি তুমি বুঝ্‌তে পার না। শোনো দেখি—

"বদন ভরে বল্‌রে নাম।
কালী, কৃষ্ণ, রাধা, শিব, গঙ্গা, বিঘ্নবিনাশন, রাম।
পাঁচ পথ আছে এক পথেতে শীঘ্র গিয়ে লও বিশ্রাম।"

এই তো শুন্‌লে। এখন্‌কার কালে জেয়াদা টানাটানি কোল্লে চল্‌বে না। কাঠের মালা গলায় দাও, মাটী মাখো। টিকি রাখো, নামাবলী গায়ে দাও, এ সব্ বল্‌তে গেলে চল্‌বে না। মদ, মাংস, খাওয়া, হোটেলে যাওয়া, এ সকল হচ্ছে এখনকার বাবুগিরির লক্ষণ, এ সব বারণ কোল্লে, কেউ সভায় আস্‌বে না। বিশেষতঃ তুমি যা বল্‌ছ. ওরকম আঁটাআঁটী, গোঁড়ামি, এখন্‌কার কালে খাট্‌বে না। দুর্গা পূজা, কালী পূজা, ষষ্ঠী, মাকাল, মঙ্গল-চণ্ডী পূজা, যে যা কোরে থাকে সে তাই করুক; কেবল ব্রহ্মসভায় না গিয়ে, আমাদের সভায় আসুক, এই হোচ্ছে সার কথা। যে আস্‌তে না পারে, সে যদি আমাদের

সভার সাহায্যার্থ পয়সা দেয়, তাকেও সভ্য বোলে জেনো। দ্বেষাদ্বেষ করা ভাল নয়, কারু দ্বেষ ক'রোনা। সর্ব্বদা হরি হরি বলো।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্ণামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা।"

[জানকীনাথ সাধুর প্রবেশ]

জানকী। প্রণাম বিপ্রচরণে।

ধর্ম্ম বাতুল। হরি হরি। এসো এসো, দাদা এসো।

যশধর। এই যে জানকীনাথ। বসো বসো, মঙ্গল তো সমস্ত।

জানকী। প্রভুর যেমন আশীর্ব্বাদ।

যশঃ! ভাল, ভাল—

তুলসী কাননং যত্র, যত্র পদ্ম বনানীচ।
পুরাণ পঠনম্ যত্র, তত্র সন্নিহিতোহরিঃ॥

ওহে দেখ, তোমাদের এ সভাটী বোধ হয় আর টেঁকে না। আমি বর্ষাকালে জলে ভিজে ভিজে, গ্রীষ্মকালের রৌদ্রে তেতে পুড়ে, এই সুদীর্ঘ পথ, হেঁটে হেঁটে যাওয়া আসা করি, কিন্তু তোমাদের গ্রামে হোম্‌রা চোম্‌রা এত লোক রয়েছে, কারু টীকি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। "কিং করোতি বক্তারং শ্রোতা যত্র ন বিদ্যতে।"

জানকী। আজ্ঞে, এখানকার লোকের কথা বল্‌বেন না, এরা কেবল দলাদলী করতে, আর ঘরের ভিতর বসে লম্বা লম্বা কথা বল্‌তে মজবুত। দলাদলীর ঘোঁট নিয়ে, বাড়ী বাড়ী ঘুরতে, হাট বাজার কর্ত্তে সময়ের অভাব হয়না।

কেবল ধর্ম্ম কর্ম্মের বেলাই সময়ের অভাব। স্ত্রীর অলঙ্কার গড়াবার জন্যে, সেক্‌রা বাড়ী সমস্ত দিন বসে কাটাতে পারেন, সভায় আস্‌তে হলেই যেন মাথায় কি পড়ে।

হংস। আহা! বাবা আমার যা বল্‌চেন, তা সব ঠিক্ ঠিক্। হরি হরি।

যশঃ। তোমাদের চেয়ে ব্রহ্মজ্ঞানীরা ভাল হে, আমি এক দিন, কলকাতায় রাস্তা দে যেতে যেতে, একটা সভায় দেখলাম, লোকে লোকারণ্য, মেয়ে পুরুষে কম বেশ হাজার লোক হবে। দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক্ পরে, শান্ত শিষ্ট হোয়ে, চুপ করে বসে আছে। বেদির উপর বসে এক জন বক্তৃতা করছেন, সকলে ভক্তির সহিত শুন্‌চে। এমন না হলে পাঠকের কি সুখ হয়।

জানকী। আজ্ঞে, ব্রহ্মজ্ঞানীরা আমাদের চেয়ে, সহস্র গুণে ভাল। মহাশয় যে উপদেশ দেন, তা সাঁকোর জলের মত একাণ দে শুনেন ওকাণ দে বেরিয়ে যায়। সাধন, ভজন, আহ্নিক পূজা, ব্রত, হোম কিছুই নাই। স্নান করে দ্বাদশ বার ইষ্ট মন্ত্র জপ করেন কিনা সন্দেহ। আবার শুন্তে পাই এখনো অনেকের দীক্ষা হয় নাই। হিন্দুর প্রধান চিহ্ন গলায় মালা—নাসিকায় তিলক, সেটাও কেউ করেন না। টীকি রাখাটা যেন উঠেই গেছে। যদি কেউ মালা পরেন, টীকি রাখেন, তিলক করেন, তবে অসভ্য বলে তাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা যেরূপ উপদেশ শ্রবণ করে, তা সাধন ও পালন করতে যত্নের ক্রুটী করে না। প্রতিদিন যেমন স্নান ভোজন তেমনি তাদের উপাসনা।

অসৎ সঙ্গ, অসৎ কথা, অসৎ গ্রন্থ পাঠ, তাস্‌খেলা, পাসা খেলা, তারা একেবারে পরিত্যাগ করেছে। গাঁজা গুলি, তাড়ি মদ প্রভৃতি নেশা করা দূরে থাকুক্ তামাকটুকু পর্য্যন্ত খায় না।

হংস। আহা! তাদের ভক্তি দেখ্‌লে, আমাদেরও প্রাণ জুড়োয়। একদিন, একটা ছেলে, চোক্‌বুজে বসে, উপাসনা করছে. আমি আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে দেখি, যে চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্চে। আবার এম্‌নি একটি মধুর গান গাইলে, তা শুনে আমার ও চোক্‌দে জল পড়তে লাগ্‌ল।

জানকী। আমাকে আর বল্‌তে হবেনা। আমি ব্রহ্ম সভায় গিয়ে ওসব অনেক দেখিছি। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেমন, জগাই মাধাইকে উদ্ধার করেছেন, কেশব বাবু তেমনি, শত শত জগাই মাধাই উদ্ধার করেছেন। আমাদের এখানে যে ভুঁইফোঁড় ডাক্তর ছিলেন—

যগঃ। হাঁ হাঁ, সে লোকটা এখন কোথায়? অনেক দিন তাকে সভায় আস্‌তে দেখি নাই।

ধর্ম্ম। তিনি এখানকার লোকদের সঙ্গে, ফাজিল চালাকি কর্‌তে গিয়ে, মার খেয়ে, অপমান হয়ে পালিয়েছেন।

জানকী। আ! থামনা, "ধান ভান্‌তে শিবের গীত আন কেন?" (যশোধরের প্রতি) মহাশয়! তাঁরই কথা বল্‌ছিলেম। তিনি যখন এখানে ছিলেন; তখন তিনি একটী পাকা বদ্‌মাইস্ ছিলেন। তাঁর অসাধ্য কোন কার্য্যই

ছিল না বোল্লে হয়। তিনি এক্ষণে এখান থেকে গিয়ে কলকাতায় নববিধানীদের সঙ্গে মিশেচেন্। আজকাল তিনি যেন দেবতা হোয়ে উঠেছেন। মদ্য মাংস মৎস্য পরিত্যাগ কোরে, এক সন্ধ্যা নিরামিষ ভোজন করেন। তামাক্ টুকু পর্য্যন্ত খান্ না। গেরুয়া বস্ত্র পরিধান কোরে, খোল করতাল বাজিয়ে, নাম সংকীর্ত্তন কর্চ্চেন। দিবানিশি ধর্ম্ম চর্চ্চা, ধর্ম্মালাপ নিয়েই আছেন।

যশঃ। নববিধানী কারাহে? নববিধানী আবার কি? কালে কালে কতই হবে। আবার শুন্‌তে, পাই নব হুল্লোড় একটা দল হয়েছে।

জানকী। কেশব বাবুর দলের লোকদিগকে লোকে নববিধানী বলে। নব হুল্লোড় সে একটা আলাদা সেট কতকগুলো ভদ্রলোকের টাকাওলা ছেলে যুটে করেছে।

যশঃ। কেশব বাবুত ব্রহ্মজ্ঞানী?

জানকী। আজ্ঞে হাঁ, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী বটেন কিন্তু আদি ব্রাহ্ম সমাজের, সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অপেক্ষা তাঁর মত অতিশয় উচ্চ। তিনি বলেন লোকদিগের প্রয়োজন বুঝে ভগবান যুগে যুগে যোগী ঋষি সাধু ভক্তগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন; সেই মহাপুরুষগণ, ঈশ্বরানুপ্রাণিত হোয়ে, যে সকল মত প্রচার করেন, তাহার নাম যুগধর্ম্ম বিধান। খ্রীষ্ট বিধান, মহাম্মদ বিধান, গৌরাঙ্গ বিধান প্রভৃতি অনেক বিধান প্রচলিত আছে; কিন্তু ঐ সকল দেখ্‌লে, বোধ হয় যেন, ইহা এক ঈশ্বরের বিধান নয়। সকল মতাবলম্বীর ঈশ্বরই যেন আলাদা আলাদা। পরস্পর

মতভেদ, দ্বেষ হিংসা, বিবাদ বিসম্বাদ, কাটাকাটী চল্‌চে। হিন্দু মুসলমান্‌ খ্রীষ্টানের সম্মিলনের কথা দূরে থাকুক, শাক্ত বৈষ্ণবে মিল নাই, পরস্পর যেন সাপে নেউলে হয়ে আছে। কেশব বাবু, সকল মতের সম্মিলন কোরেছেন। বৌদ্ধ খ্রীষ্ট মহম্মদ গৌরাঙ্গ নানক কবির প্রভৃতি সমস্ত সাধু মহাপুরুষকে সমান সম্মান করতে হবে, সকল শাস্ত্রেরই সার গ্রহণ করতে হবে, সমস্ত নরনারীকে ঈশ্বরের পুত্র কন্যা জেনে, ভ্রাতৃভাবে সম্মিলিত হোতে হবে, এই হোচ্চে তাঁর মত।

"একএব পরিত্রাতা একোধর্ম্মস্তথৈবচ।
প্রত্যক্ষ ভগবান্‌ নিত্যঃ জীবানাং হৃদয়েস্থিতঃ॥
প্রত্যাদিশতি পাপীনাং পরিত্রাণায় সদ্‌গুরুঃ।
শ্রুত্বা শ্রীমুখতো বাক্যং অমরাজায়তে নরঃ॥
প্রার্থনা সাধনা মূলং ভক্তি হি পরমাগতিঃ।
ভক্তানাং দলমেকঞ্চ বিধানমিদমুচ্চতে॥"

মহাভারতের বনপর্ব্বে ভগবান বেদব্যাস লিখেছেন—
ধর্ম্মং যো বাধতে ধর্ম্মো ন সধর্ম্মঃ কুধর্ম্ম তৎ।
অবিরোধী তু যোধর্ম্মঃ সধর্ম্ম সত্য বিক্রম॥

অস্যার্থ

যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে বাধা দেয়, তাহা ধর্ম্ম নহে কুধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম অবিরোধী সেইটী যথার্থ ধর্ম্ম।

আরো শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান বলেছেন—(মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে) মর শ্লোকটা মনে, আশ্চেনা শেষে আছে।

"—সম্ভবামি যুগে যুগে।"

যখন পৃথিবী পাপে অধর্ম্মে পূর্ণ হয়, তখন আমি পাপী দিগকে পরিত্রাণের জন্য, যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। এসকল কথা ত চিরকালই শাস্ত্রে আছে, তবে আর নূতন টা হলো কি ?

যশঃ। এতো ভাল কথা, এ সকলত চিরকালই আছে।

জানকী। বিচারকরে দেখুন্না, সকলই নূতন দেখ্‌তে পারেন। হিন্দুতে মুসলমানেতে খ্রীষ্টানেতে কখনই মিল নাই। মুসলমান্‌কে খ্রীষ্টান্‌কে, হিন্দুরা, ম্লেচ্ছ বোলে, ঘৃণা করেন। মুসলমানের দেবতার নাম, কোন হিন্দু শুনিলে, কাণে হাত দেন। কোরাণ কি বাইবেল পাঠ করাকে পাপ মনে করেন। অপর পক্ষে মুসলমানেরাও তদ্রূপ ব্যবহার কোরে থাকে। আবার দেখুন্ শাক্ত কখনও ভুলেও হরিনাম কোর্ত্তে চান্ না। বৈষ্ণবদিগকে নেড়া নেড়ী বলিয়া বিদ্রূপ করা হয়; ওদিকে বৈষ্ণবেরাও হরিনাম ভিন্ন আদ্যাশক্তি জগজ্জননীকে কখন মা বল্লেন না। কেশব বাবুর দলে এরূপ ভেদাভেদ নাই—বিদ্বেষ ভাব নাই। তাঁরা বেদ পুরাণ, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাভেস্তা, ললিত বিস্তার প্রভৃতি সমস্ত গ্রন্থের সার সংগ্রহ কোরেছেন।

হিন্দু যোগী, ঋষি, সাধু, ভক্তি, গণের সঙ্গে খ্রীষ্ট, মহম্মদ, প্রভৃতি মহাপুরুষগণকে, সমান শ্রদ্ধা ভক্তি করে থাকেন। গড্, খোদা, জিহোবা, জোভ, আল্লা, হরি, শিব, শক্তি ইত্যাদি কোন নাম করিতে কুণ্ঠিত নন্। আহা! তাঁরা কখন হরি হরি বোলে, হরি প্রেমে মত্ত হোয়ে, সঙ্কীর্ত্তনে

উন্মত্তের ন্যায় নৃত্য করেন, কখন বা, মা—মা বোলে ভক্তিতে গদ্ গদ্ হোয়ে রোদন করেন। এ সকল কি নূতন নয়?

যশ। বল কি? ব্রহ্মজ্ঞানীদের মধ্যে কি এতদুর উন্নতি হোয়েছে? আমি জান্তেম তারা ভারি ম্লেচ্ছো ভারি স্বেচ্ছাচারী। পিতা মাতাকে মানেনা, জলশৌচ করে হাতে মাটী দেয় না। জাতীর বিচার করেনা, লজ্জা সরম নাই। হাড়ি, ডোম্, চণ্ডাল সকলে মিলে, মেয়ে পুরুষে, একাসনে বসে উপাসনা করে, একত্রে বসে খায়, খাদ্যাখাদ্য জ্ঞান নাই, আবার একজন ভদ্রলোকের মুখে শুনেছিলাল যে, মুসলমানের রাঁধা মাংস ও পাঁওরুটী খেতে এবং বাটী অভাবে জুতার ভিতরে ডাল রেখে খেতে, স্বচক্ষে দেখেছেন। (সকলের হাস্য)

ধর্ম্ম। হাঁ হাঁ মশাই ঠিক কথা, আমিও এক দিন খঞ্জনীতে কোরে, একটী বের্ম্মজ্ঞানীকে মুড়ী খেতে দেখিছি।

জানকী। আজ্ঞে না, সেটা লোকের বাড়ান কথা। আমি তাঁদের সঙ্গে মিসে অনেক দিন বেড়িয়েছি, অনেক দেখেচি, তাঁদের ভিতরের খবর আমি বিলক্ষণ জানি। তাঁরা অতি পবিত্রভাবে থাকেন, পবিত্র দ্রব্যাদি ভোজন করেন এবং সাত্বিক ব্যবহার করেন।

(হাঁটন দাসের প্রবেশ।)

হাঁটন। প্রণাম পূর্ব্বক। আজ্ খুব সঙ্কীর্ত্তন হবে, খুব আনন্দ হবে। ব্রহ্মজ্ঞানীরা এক দল আজ, গ্রামে এসেছে। আমাদের এখানকার সেই ভুঁইফোড় ডাক্তার

তাদের সঙ্গে আছে। তাকে আর চেনা যায় না। গেরুয়া বস্ত্র প'রে ঠিক যেন যোগী ঋষিটী হয়েছে। শুনুলেম, তারা আজ আমাদের সভায় এসে বক্তৃতা দেবে, সঙ্কীর্ত্তন করবে।

নূতন চাঁদ। না, তাদের বক্তৃতা করতে দেওয়া হবেনা। তাঁদের বক্তৃতা শুনলে মন ভারি খারাপ হোয়ে যায়।

ধর্ম্ম। ঠিক বলেছ ভাই। আমি দিন কতক তাদের বক্তৃতা শুনে, খারাপ হয়ে গেছলুম আর কি। আফিং খোরের মত মৌতাতি হয়ে পড়েছিলুম। গুলি খোর যেমন রোজ রোজ নাখেলে থাকতে পারে না, আমারও তেম্নি রোজ রোজ শুন্তে যেতে ইচ্ছা হতো।

যশঃ। না না, বাধা দিয়ে কাজ নাই। তারা সঙ্কীর্ত্তন করবে, বক্তৃতা করবে, তাতে ক্ষতি 'কি'? তারাতো ভাল কথা ভিন্ন মন্দ কথা বলবেনা। সভা স্থলে বক্তৃতা করবার সকলেরই অধিকার আছে। তাতে বাধা দেওয়া উচিত নয়।

জানকী। আজ্ঞে হাঁ। বাধা দিয়ে ফল কি? তারাতো আর আমাদের হাতে ধরে, টেনে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মজ্ঞানী কোর্ত্তে পার্ব্বেনা। যত পারে বলুক না কেন? কাণ আছে শুনব এই পর্য্যন্ত। আমাদিকে ফাঁদে ফেলে, এমন বেটা-ছেলে, এখন জন্মায়নি। আমি ব্রহ্মজ্ঞানীদের কথা ঢের শুনিচি, ঢের কেঁদিচি, ঢের মেতেছি, কিন্তু এ দিকে ঠিক আছি। এক বিন্দু টলিনি।

হাঁটন। তারা কিন্তু বাবু! যেরূপ সঙ্কীর্ত্তন করে, এমন

মধুর সঙ্কীর্ত্তন প্রায় শুন্‌তে পাওয়া যায় না। একেবারে যেন সকলকে মাতিয়ে তোলে।

জানকী। কেন, আমাদের সঙ্কীর্ত্তন কি তোমাকে ভাল লাগেনা নাকি? তারা সঙ্কীর্ত্তন শিখ্‌লে কোথা থেকে। আমাদের কাছেই তো শিখেছে। আমাদের গৌরাঙ্গ মহা প্রভুর খোল কর্ত্তাল ছেড়ে, ওরা কীর্ত্তন করুক দেখি। ওরা কেমন বাপের বেটা দেখা যাক্।

হাঁটন। আচ্ছা বাবা! আর তক্‌রারে দরকার নাই। "হাতের শাঁখা দর্পনে দেখ্‌তে হবেনা" এখনি এখানে এসে পৌঁছলেই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তাদের কীর্ত্তন, মড়া ফেলা কীর্ত্তন নয়, যথার্থ নাম সঙ্কীর্ত্তন। কেমন সুর, কেমন ভাব, আহা! শুন্‌লে প্রাণ যুড়োয়। ঘরে বসে "হাম্ বড়া" বোল্লে তো হবে না। দশ জনে যাকে ভাল বলে সেই তো ভাল হবে।

(আর্য্যধর্ম্ম মর্ম্ম বিস্তারিণী সভার সম্পাদকের প্রবেশ।)

সম্পাদক। হরি হরি, হরি হরি। (ভূমিতে পড়িয়া) ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। (উঠিয়া) হরি হরি, হরি হরি।

যশ। এই যে এসো এসো। তুমি যে ডুমুরের ফুল্ হলে দেখ্‌তে পাই। কোথা থাকো? কর্ত্তা না থাক্‌লে কি মানায়। সভার শোভাই হয় না।

সম্পা। হরি হরি, কর্ত্তা কে? কর্ত্তা তো আপ্‌নি। আপ্‌নি থাক্‌লেই হলো।

যশ। তা কি হয়? "মেঁই ছাড়া মাড়ন্ হয় না" বিশেষতঃ

"একচন্দ্র জগতের অন্ধকার হরে।
লক্ষ লক্ষ তারা দেখো কি করিতে পারে ॥"

সম্পা। হরি হরি, এই যে সকলেই আছেন। চাঁদের হাট বসে রয়েছে, আমি ক্ষুদ্র জোনাকী পোকা বই তো নয়।

যশ। ওহে! তোমাকে দেখ্‌লেও সুখী হই। তোমাকে সভাতে না দেখতে পেলে, পাঠ কোরে সুখ হয় না। তুমি শিব; শিবো বিহীন যজ্ঞ কি হতে পারে? যাগ্, তুমি কোথা থাক বল দেখি?

সম্পা। থাক্‌বো আর কোথা, হরির কাযেই আছি। এবারে সাম্বৎসরিক টে কোর্ব্বো বড় মানস আছে; তাই চাঁদার যোগাড়ে বেড়াই। রবিবার না হলে চাক্‌রে বাবু-দের সঙ্গে তো দেখা হবার যো নাই।

হাঁটন। তুমি তো বরাবরই সাম্বৎসরিক কর্চ্চো। প্রতি বৎসরই সাম্বৎসরিকের ঢেউ তুলে আদায় কোরে বেড়াও, শেষে দশ মাসের গর্ভ, এক, এ, তেই কাবার। যদি পার্ব্বেনা তো এত গাবাও কেন? আর চাঁদাই বা আদায় কর কেন?

সম্পা। "সাধ যায় বৈষ্ণব হতে," কি ফাটে মোচ্ছব দিতে" মুখে বল্‌তে অনেকেই পারে, কাযের বেলায় কোন বেটাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না। আদায় তো হয় ঢের, ঘ্যাম্ন কে হে? এক এক বেটার বাড়ী চোদ্দবার কোরে হাঁটিতে হয়।

হাঁট। দ্যায় না তো হাঁটো কেন ?

সম্পা। হাঁটা আমার রোগে। "মন বোঝে না তীর্থ করে, মিছে কাযে ঘুরে মরে" তাই হোয়েছে আমার। মন বোঝে না তাই ঘুরে মরি।

হাঁটন। আচ্ছা, বছর বছর যা আদায় কর তা হয় কি ?

সম্পা। হয় কি দেখ্‌তে পাওনা,গায়ক বাদক পাঠকের টাকা এসে কোৎ থেকে ?

হাঁটন। সে তো মাসিক চাঁদা যা আদায় হয় তাইতেই চলে ?

সম্পাদক। (সক্রোধে) তবে সে টাকা আমি জুয়াচ্চুরি কোরে নিয়ে চাল্ কিনে খাই, বটে ?

হাঁটন। ঐতেই তো তোমার সঙ্গে কেউ কথা কইতে চায় না, তুমি হঠাৎ রাগো কেন ?

সম্পাদক। রাগ্‌বো না তো কি, দেবার সময় তো কোন বেটাকে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কর্ম্ম কাযের সময়েও কোন বেটার টীকি দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। হিসাব নেবার বেলা অনেক বেটা আছে।

হাঁটন। তোমার মুখের দোষেই তো সভা উচ্ছন্ন যাচ্চে। হরিসভার সম্পাদক, কোথা ঠাণ্ডা মেজাজ্ হবে, না একেবারে যেন অগ্নিশর্ম্মা। রেগেই আছেন। শরী-র্‌টে যেন লঙ্কা দিয়ে গড়া, এম্নি ঝাল।

সম্পাদক। আমার রাগ আছে আমারই আছে, তোর বাবার কি ? তুই বেটা বলবার কে ? বেটাদের "উদ্‌খেতে ক্ষুদ্ নেই চাট্‌গেঁয়ে ভাব" কোন বেটা এক পয়সা দেবেন্

না কিন্তু আগে আমি দাঁতে কুটো কোরে মেগেপেতে এনে সভ্য চালাবো, তারপর অনেক বেটা অনেক্ কথা বোলবে। শুন্‌লে সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে।

হাঁটন। রাগ হয় ঘরের ভাত বেশী কোরে খেয়ো। যদি সভা চালাতে পারবে না, হিসেব দিতে পার্ব্বে না তো সম্পাদক হয়েছ কেন? এক্ষুনি ছেড়ে দ্যাওগে যাও। তারপর সভা চলে কিনা দেখো। দশ জনের টাকাতে কত্তাত্তি করে, তার আবার বাহাদুরিটে কি? "যে দেশে কাগ নেই, সে দেশে আর রাত পোওয়ায় না" তুমি যেখানে নাই সেখানে আর সভা চলে না।

জানকী। ওহে হাঁটনদাস! থামো থামো, আর কথা বাড়িয়ে কায নাই।

হাঁটনদাস। "পেট ভরে খাবো লক্ষ্মী ছাড়েন ছাড়ুন, উচিৎ কথা বল্‌ব বাবু চটেন্ চটুন" উচিত কথা বলা উচিৎ।

সম্পা। থাম্ থাম্, মিছে ট্যাঁক্ ট্যাঁক্ করিস্ নে বড় উচিৎ বল্‌তে শিখেছিস্। তোর ট্যাঁক্ ট্যাঁকানি আমাকে আর ভাল লাগে না। ঠোঁট কাটা কাকের মতন সকল নৈবিদ্দিতেই ঠোকর দিয়ে বেড়াস্। কোন্ দিন্ কোন্ গুঁয়ারের পাল্লায় পড়ে অপমান্ হবি দেখ্‌চি।

হাঁটন। অপমান্ করে এমন বেটা আজিও জন্মেনি। এ আর আলোচাল খেকো বামুন নয়। চাষার জোঁওয়ান্। "ন চাষা সজ্জনায়তে" জান। আমরা শুক্কর গামছা বই না।

সম্পাদক। তুই বেটা যে বড় বেড়ে উঠেছিস্ দেখ্তে পাই। এ হরিসভা তা জানিস্।

হাঁটন। হরিসভা তা কি? আমি তো আর হরিসভার টাকা ভেঙ্গে খাইনি, যে ভয় কর্ব্বো?

সম্পা। এ বেটা চাষার মরন ঘুনিয়েছে দেখ্চি।

জানকী। তাইতো, কিছুতেই যে থামে না।

হাঁটন। বেটা বেটা কোরো না। বেটা তোমার স্ত্রীর ভাই, বেটা তোমার শালা সম্বন্ধীকে বলগে যাও।

ধর্ম্মবাতুল।—ছি ছি! ওকথাটা বলা ভাল হলো না।

সম্পা। (সক্রোধে) কি বল্লি হারাম্জাদা চাষা, যতবড় মুখ ততবড় কথা। এখুনি মুখ ছিঁড়ে দেবো জানিস্।

হাঁটন। (কোমর বান্ধিতে বান্ধিতে) মুখ্ সামালে কথা কস্। নইলে কে কার মুখ ছেঁড়ে দেখ্বি।

সম্পাদক। (কিঞ্চিৎ অগ্রসর) তুই কি মার্বি নাকি? আয় দেখি, কে কত মায়ের দুধ খেয়েছে দেখা যাগ্।

যশ। (উঠিয়া মধ্যস্থলে দণ্ডামান হইয়া) তোমরা খেপ্লে না কি? ছি ছি ছি! এই বুঝি বিশ বৎসর হরিসভা করার ফল হলো? হচ্ছিল মুখে মুখে কথা, ক্রমে যে হাতা হাতির যোগাড় দেখ্তে পাই। ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও।

হাঁটন। বিশ বৎসরে ঢের ফল ফলেছে। কত বিধবার ফল ফলিয়ে দিয়েছেন। দিনের বেলা তেলকমাটী মেখে কুঁড়োজালি ঠক্ ঠকিয়ে বেড়ান কিন্তু রেতের বেলায় আর জ্ঞান থাকেনা।

সম্পা। শুন্‌লেন্ মশাই। পাজী বেটার কথা শুন্‌লেন। বেরো হারাম্‌জাদা, সভা থেকে বেরো। "দুষ্ট গরু চেয়ে শূন্য গোওয়াল ভাল"।

হাঁটন। বেরোবো কেন? তোর বাবার্ সভা নাকি?

জানকী। কি জ্বালা, দুজনেই যে সমান হলে দেখতে পাই। (হাঁটন্ দাসের হস্ত ধরিয়া) চলো চলো—আজ আর এখানে থেকে দরকার নেই চলো।

হাঁটন। তুমি আমায় বার কোরে দিচ্ছ, আচ্ছা চল্লুম, যদি কখনও যথার্থ সভা হয়, আর ঐ চোর বেটা সম্পাদক্ না থাকে তবে আস্‌বো। (প্রস্থান।)

যশধর। (সম্পাদকের হস্ত ধরিয়া) বসো বসো। আপদ্ গেলো। দিন যায় না ক্ষণ যায়" কখন যে কি উপস্থিত হয় তা বলতে পারা যায় না। আজকের পাঠটা বেশ বেরিয়ে ছিল। আজ একাদশীর মাহাত্ম্য পাঠ হতো, গোলমালে কিছুই হলোনা।

যশধর। ওহে! একবার তামাকটা আনো।

ধর্ম্ম। তামাকটা সভাতে খাওয়া হবে কি?

যশ। কেন হবে না? তামাক খেতে দোষ কি? এ তো আর মদ্ তাড়ী নয়।

ধর্ম্ম। সভায় তামাক খেলে, বেহ্মজ্ঞানীরা বড় ঠাট্টা করে।

যশ। আজ যে কাণ্ডটা হলো, এটা দেখ্‌লে কি তারা ঠাট্টা করে না।

ধর্ম্ম। আজ্ঞে, এটা দৈবাৎ হোয়ে গেলো।

সম্পা। আর জেটামীতে কায নেই। ভট্টাচার্য্যি মশাই যা অনুমতি কচ্ছেন তাই করো। গুরুকে আর উপদেশ দিতে হবে না।

যশ। ওহে! তামাকের বিবরণ যা শাস্ত্রে লেখে, তা কি ব্রহ্মজ্ঞানীরা জানে? যদি জান্‌তো, তা হলে তামাকের নিন্দা কোর্‌তো না।

"লোকানাং গত শ্রান্তয়ে জন ভূবি
শ্রী তাম্রকূটোঽমৃতং। ব্রহ্মাপি কমণ্ডলু
দৈত্যারি মুরলীঞ্চ ধূর্জ্জটী ধুস্তুরং পুষ্পং দদৌ।
অগ্নিঃ বরুনঃ গত্বা তত্তৎ স্বয়ং
বিনাবাদন নারদ, হরি হরি, ব্রহ্মাক্ষরং গায়তিঃ।"

অর্থ কি জান?

লোকদিগের শ্রম দূর করিবার জন্য শ্রীতাম্রকূট নামে অমৃত জন্ম গ্রহণ কোল্লেন। তাই দেখে আহ্লাদিত হোয়ে ব্রহ্মা আপনার কমণ্ডলুটী দান কল্লেন, তাহাতে হুকোর খোল হলো; দৈত্যারি শ্রীকৃষ্ণ নিজের মূরলিটী দান কল্লেন, তাতেই হুকার নলিচা হলো, ধূর্জ্জটী মহাদেব আপন্ কাণের ধুতুরা ফুলটী দিলেন, সেটী কল্‌কে হলো, আর অগ্নি এবং বরুণ স্বয়ং গিয়ে তাতে প্রবিষ্ট হলেন। দেবর্ষি নারদ সময় পেয়ে বিনা বাজিয়ে, হরি হরি এই ব্রহ্মাক্ষর দুটী গান কোর্ত্তে লাগলেন। হুকা টানিলে যে শব্দ হয়, সেটী কেবল হরি হরি, হরি হরি, শব্দ জান্‌বে। (সকলের হাস্য।)

সম্পা। (জানকীর প্রতি) শুন্‌লে তো, আমাদের শাস্ত্র হোচ্ছে কামধেনু, কল্পবৃক্ষ; ভাষা কথায়, মেয়েদের

কেতার হাঁড়ি। এতে নাই, এমন কোন কথাই নাই। "যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে"।

জানকী। মহাশয়! একটু হাত চালিয়ে নিন্। হুঁকো টুঁকো সব সরিয়ে ফেলুন।

সম্পা। কেন? এত তাড়াতাড়ি কেন?

জানকী। ঐ শুন্‌তে পাচ্চেন না, খোল কর্ত্তাল বাজচে?

সম্পা। (কাণ পাতিয়া) হেঁ, তাইতো বটে, কোথা বাজচে? বৈরিগী পাড়ার সভা ওয়ালারা কীর্ত্তন গেয়ে আস্‌চে বুঝি?

যশ। তুমি জান না? আজ ব্রহ্মজ্ঞানীরা এই সভায় এসে সঙ্কীর্ত্তন কোর্ব্বে, তাই আমিও শুনে যাব বোলে একটু অপেক্ষা করছি।

সম্পা। আহাহা! আগে জান্‌তে পাল্লে সভাটা একটু ভাল কোরে সাজাতেম্। আচ্ছা, হরির ইচ্ছায় যা হয়েছে, তাই বেশ হয়েছে। হুঁকো কল্‌কে সব সরান যাগ্।

যশ। খুব নিকটেই এসেছে বোধ হচ্ছে। চলো একটু অগ্রসর হোয়ে আনা যাগ্‌গে।

নূতন। আজ্ঞে না, আপনি বসুন্। তাদের আর খোষামোদ কোর্ত্তে যেতে হবে না। আপনারাই আস্‌বে এখন। খেংরা মেরে তাড়িয়ে না দিয়ে, তাদের যে ঢুক্‌তে দেবো, এই তাদের বাপ্ চৌদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।

সম্পা। থামো থামো, আর ও কথা আন্দোলনে দরকার নেই, নিকটেই এসে পড়েচে।

(সঙ্কীর্ত্তন দলের প্রবেশ।)

গীত।

নববিধান কল্প তরু তলে, তোঁরা সব আয়রে ভাই!

জুড়াবি তো আয়।

তোরা সব আয়, আয়রে ভাই! যুড়াবি তো আয়।

বিনয় কোরে বলি,

এ তরু স্বর্গ হোতে অবতীর্ণ হোয়েছে ধরায়।

পাপী তাপী তরাইতে,

প্রেমে জগৎ মাতাইতে,

ও ভাই! তাপিত হৃদয় জুড়াইবে সুশীতল ছায়ায়।

পাপের জ্বালা রবেনারে,

ত্রিতাপ জ্বালা রবেনারে,

বিধান তরুর ছায়ায়।

সাধু ভক্তগণ সব নাচিতেছেন বৃক্ষের তলায়।

ঈশা মুশা শাক্য আদি,

যোগী ঋষি মুনি আদি,

শ্রীগৌরাঙ্গ নিতাই আদি,

শিব শুক নারদ আদি,

ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি কোরে,

প্রেমে গদ গদ হয়ে,

হরি হরি হরি বোলে,

জয় মা জননী বোলে,

গলা ধরাধরি কোরে,

আয় আয় তোরা দেখে যা,

ওরে জগৎবাসী!

তোদের পায়ে ধরি।

ও ভাই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় হোয়েছে হেথায়।

বেদ কোরাণ বাইবল আদি হে,

সকল বিবাদ দূরে গেছে হে,

নব বিধানেতে।

আছে সকলের সমান অধিকার এ বৃক্ষ ছায়ায়।

কেউ বঞ্চিৎ হবে নাহে।

ও ভাই সকল বিধান সুশোভিত শাখা প্রশাখায়।

আয় আয় একবার দেখে যারে,

অপরূপ শোভা।

তোদের পায়ে ধরি।

সকলে প্রণাম।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শঙ্খ ধ্বনি।

যবনিকা পতন।

সম্পূর্ণ।